প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারি ১৯৬০

প্রকাশক ঃ

সংঘমিত্রা চন্দ,

৩এ গোপী বোস লেন, কলিকাতা-৭০০০১২

অক্ষর-বিন্যাস ঃ

কমপ্যাক্ট লেজার গ্র্যাফিক্স,

৭৬, বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০১২

মুদ্রণ ঃ

এস. এস. গ্র্যাফিক্স,

১০বি. আশুতোষ শীল লেন, কলিকাতা-৭০০০০৯

বাঁধাই ঃ

গৌরাঙ্গ বাইন্ডার্স,

৩৮এ, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৯

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ ঃ

সর্বজিৎ সেন

রাসেনডিল পরিবার

আমার ভাইয়ের স্ত্রী রোজ বলছিল, "তুমি যে কবে কিছু কাজকর্ম করবে রুডলফ জানি না।" আমি উত্তর দিলাম, "আমাকে কেন কিছু কাজ কর্ম করতে হবে? আমার তো যথেষ্ট পয়সা আছে, তার উপরে আছে জাঁকালো সামাজিক মর্যাদা। আমার ভাই হল গিয়ে বার্লেসডনের লর্ড, তার উপরে তোমার মত সুন্দরীর আত্মীয় আমি।"

"তোমার উনত্রিশ বছর বয়স হয়ে গেল, সময় নষ্ট করা ছাড়া কিছুই তো কর না।"

আমি চুপ করে রইলাম, কাজের কাজ হয়ত কিছুই করি না, কিন্তু আমি জার্মান স্কুল আর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছি; মাতৃভাষার মত জার্মান বলতে পারি; ফরাসি ভাষা আর আদব কায়দাতেও আমি যথেষ্ট দুরস্ত। এছাড়া ইটালিয়ান আর স্প্যানিস ভাষায় আমার দখল আছে। বন্দুকের নিশানায় আমার হাত যথেষ্ট পাকা আর তরোয়াল খেলায় নানা কায়দা কানুন আমি ভালোই রপ্ত করেছি। ঘোড়ায় চড়ার ব্যাপারে আমি অন্যদের থেকে পিছিয়ে নেই। আমার মেজাজ যথেষ্ট শান্ত, যদিও আমার মাথার চুলের রং হল গিয়ে লাল।

অন্যমনস্ক ভাবে আমি চুলের মধ্যে আঙুল চালাচ্ছিলাম, তাই দেখে রোজ বলে উঠল, "ভাগ্যিস, রবার্টের চুলের রং কালো।"

এর মধ্যে রবার্ট ঘরে ঢুকল। আমাদের দুজনের দিকে একবার তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে রোজ?"

রোজ কিছু বলার আগেই আমি বললাম, "আমি কিছু কাজকর্ম করি না, তার উপর আমার চুলের রং লাল। এ সব রোজের পছন্দ হচ্ছে না।"

রোজ বলল, "আহা! চুল নিয়ে তো আমি কিছু বলছি না, ওতে তো তোমার কোনও হাত নেই।"

আমার ভাই বলল, "ওই রকম চুল আমাদের বংশে প্রত্যেক পুরুষে একবার করে দেখা যায়। কেবল চুল নয়, খাড়া নাকের কথাও ভুলে গেলে চলবে না। রুডলফকে দেখ, ও দুটোই পেয়েছে।"

রোজ হাসতে হাসতে বলল, "ভাগ্যিস চুলের মত নাকও বাড়ে না।"

রোজের কথা শুনে আমরা সবাই হাসতে লাগলাম। প্রসঙ্গটা শেষ হওয়ার আগে রোজকে আরেকটু চটিয়ে দেওয়ার জন্য বললাম, "আসলে আমি নিজেকে এলফ্‌বের্গ বলে মনে করতেই ভালোবাসি।"

এখন বলা দরকার রোজ কেন এইরকম লাল রঙের চুল আর লম্বা নাক পছন্দ করে না, আর কেনই বা আমি নিজেকে এলফ্‌বের্গ ভাবতে ভালোবাসি।

১৭৩৩ সালে রুরিটানিয়ার তৃতীয় রুডলফ, রাজদরবারের নিমন্ত্রণ পেয়ে ইংল্যাণ্ডে বেড়াতে এসেছিলেন। রুডলফ ছিলেন লম্বা, সুপুরুষ, আর অল্প বয়সী, এছাড়া চোখে পড়ার মত ছিল তাঁর খাড়া নাক আর ঘন চুল। সেই সময় ইংল্যাণ্ডে তিনি বেশ কয়েকমাস কাটিয়েছিলেন। তবে তাঁর ঘোরাফেরা ও কাজকর্ম ছিল বেশ ধোঁয়াটে।

তিনি রাসেনডিল পরিবারের কাউণ্টেস অ্যামিলিয়ার প্রেমে পড়লেন। দুজনের একটা সম্পর্কও তৈরি হয়। শেষ পর্যন্ত এর জন্য কাউণ্টেসের স্বামী বার্লেসডনের পঞ্চম আর্লের সঙ্গে তৃতীয় রুডলফের দ্বন্দ্ব যুদ্ধ পর্যন্ত হয়। দ্বন্দ্ব যুদ্ধে যুবরাজ রুডলফ দারুণ ভাবে আহত হন এবং তাঁকে গোপনে রুরিটানিয়াতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। অন্যদিকে স্ত্রীর ব্যবহারে কাউণ্টের হৃদয় ভেঙে যায়। রুডলফের চলে যাওয়ার ছয় মাসের মধ্যে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর দু মাস বাদেই কাউণ্টেস একটি সন্তানের জন্ম দেন যে বার্লেসডন পরিবার ও সম্পত্তির মালিক হয়।

বার্লেসডন পরিবারের ছবির গ্যালারিতে প্রায় পঞ্চাশটি ছবির মধ্যে ষষ্ঠ

আর্লের মত আরো চার পাঁচ জনের ছবি আছে। এঁদের সহজেই আলাদা করে নেওয়া যায় লম্বা খাড়া নাক আর লাল চুল দেখে। এদের সবার চোখের মণির রংও নীল। অন্যদিকে বাকি রাসেনডিলদের চোখের মণির রং হল ঘন কালো।

কেবল এটুকু বলেই আমি আমার পারিবারিক ইতিহাস শেষ করতে চাই।

রোজ এত তাড়াতাড়ি আমাদের আলোচনা শেষ করতে চাইছিল না, বলল, "তুমি যা করতে চাও ঠিক সেই রকম একটা কাজ তোমাকে দিতে চান স্যার ইয়াকব বরোডেল। ছয় মাসের মধ্যে উনি রাষ্ট্রদূত হয়ে যাচ্ছেন আর তোমাকে ওঁর সহদূত বানাতে চান। দয়া করে তুমি কাজটা নাও — অন্তত আমাকে খুশি করার জন্যে।"

শেষ পর্যন্ত আমাকে রাজি হতেই হল। তবে ছয় মাসের যেহেতু এখনও অনেক দেরি তাই আমি ভাবতে বসলাম কী ভাবে এই সময়টা কাটানো যায়। হঠাৎই মাথায় এল রুরিটানিয়াতে গেলে কেমন হয়। আগে যাই ঘটে থাকুক না কেন আমার সঙ্গে তো ওই রাজপরিবারের কিছু হয়নি। দি টাইমস-এর একটি খবর আমার এই ইচ্ছাকে আরো চাগিয়ে তুলল। টাইমসে বের হয়েছিল, আগামী তিন সপ্তাহের মধ্যে পঞ্চম রুডলফ স্ট্রেলসুর সিংহাসনে অভিষিক্ত হবেন।

বাড়িতে বললাম যে আমি টাইরল যাচ্ছি, আর রোজকে খুশি করার জন্য বললাম, যাচ্ছি ওখানকার সামাজিক আর রাজনৈতিক সমস্যা বোঝার জন্য।

"খুব সম্ভব ফিরে এসে ওই নিয়ে একটা বই লিখব।"

"দারুণ হবে, তাই না রবার্ট?" খুশিতে ওর চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আমার ভাই বলল, "এখনকার রাজনৈতিক অবস্থা নিয়ে কিছু লেখা খুবই দরকারি কাজ হবে।"

রোজ বলল, "তোমাকে কিন্তু লিখতেই হবে, কথা দাও।"

"কথা আমি কিছু দিচ্ছি না, যথেষ্ট মাল মশলা পেলে নিশ্চয় লিখব।" রবার্ট বলল, "তাহলেই হবে।"

কথামত বই আমি লিখিছি ঠিকই — তবে যা লিখছি তা যে লিখব সেটা

স্বপ্নেও আমি ভাবিনি। টাইরলের সঙ্গে এই লেখার কোন যোগাযোগ নেই, কোন ধরনের রাজনৈতিক আলোচনাও এটা নয়। লেডি বার্লেসডনকে দেখালে সে যে খুব খুশি হবে না তা আমি জানি। তাই সেরকম কিছু করার ইচ্ছাও আমার নেই।

লাল চুলওয়ালা লোকেরা

রুরিটানিয়াতে যাওয়ার আগে আমি পুরো একটা দিন আর রাত্রি প্যারিসে কাটালাম। সেই সঙ্গে দূতাবাসে জর্জ ফেদারলির সঙ্গেও যোগাযোগ করলাম। পরের দিন জর্জ আমার সঙ্গে স্টেশনে এল, আমি ওর সামনেই ড্রেসডেনের টিকিট কাটলাম।

বাজে গপ্পো করতে জর্জের জুড়ি মেলা ভার। আমি যদি ওকে বলতাম যে রুরিটানিয়া যাচ্ছি তাহলে তিন দিনের মধ্যে সেই খবর লণ্ডনে পৌঁছে যেত আর এক সপ্তাহের মধ্যে আমার বাড়ির লোকের তা জানা হয়ে যেত। জর্জকে বলার মত যখন একটা যুতসই গল্প আমি খাড়া করছিলাম তখন হঠাৎই আমাকে ছেড়ে হন্তদন্ত ভাবে ও এগিয়ে গেল। প্ল্যাটফর্মের যেদিকটায় ও এগিয়ে গেল সেদিকে তাকিয়ে দেখলাম টিকিট কাউন্টারের সামনে এক অভিজাত সুন্দরীকে দেখে ও টুপি খুলছে। মহিলার বয়স হবে বড়জোর তিরিশ-বত্রিশ, লম্বা, আর বেশ সুন্দর স্বাস্থ্য। জর্জের সঙ্গে কথা বলতে বলতে উনিও আমার দিকে বারে বারে দেখছিলেন।

একটু বাদেই জর্জ আমার কাছে ফিরে এল, "তোমার সঙ্গে একজন সুন্দরী যাচ্ছেন। ওঁর নাম আঁতোয়ানেত দ্য মবাঁ, উনিও ড্রেসডেন যাচ্ছেন।" জর্জের কথা থেকে মনে হল মাদাম মবাঁ বিধবা, বড়লোক আর একই সঙ্গে উচ্চাকাঙ্ক্ষী। স্ট্রেলসুর ডিউকের সঙ্গে ওঁর একটি সম্পর্ক আছে বলে জানা গেল, এই ডিউক আবার রুরিটানিয়ার আগের রাজার দ্বিতীয়পক্ষের ছেলে। সেই হিসাবে নতুন

যিনি রাজা হতে যাচ্ছেন তিনি হলেন গিয়ে ডিউকের সৎ ভাই।

মাদাম দ্য মবাঁর আমাকে কতটা পাত্তা দেওয়ার ইচ্ছা ছিল জানি না, তবে আমি যে ঘনিষ্ঠ হতে চাইনি তা বলতে পারি। ড্রেসডেনে এক রাত বিশ্রাম নেওয়ার পরে আমি যখন আবার ট্রেনে চড়লাম তখন ওঁকেও দেখলাম সেই একই ট্রেনে। মনে হল উনি একা থাকতে চান, তাই ওঁকে আর বিশেষ ঘাঁটালাম না। আমি যে-ভাবে আমার যাত্রা শেষ করলাম উনিও দেখলাম সেই একই ভাবে একই রাস্তা ধরলেন।

শেষ পর্যন্ত রুরিটানিয়ার সীমান্তে এসে পৌঁছনো গেল। যে-বয়স্ক কাস্টম্‌স অফিসার আমাদের কাগজপত্র পরীক্ষা করছিলেন তিনি যেন আমাকে দেখে একটু চমকে উঠলেন। বুঝলাম এলফবের্গদের মত চুল আর নাকই এর কারণ। ওখানেই জানতে পারলাম , হঠাৎ অভিষেকের তারিখ এগিয়ে আনা হয়েছে। সারা দেশেই অনুষ্ঠান নিয়ে মাতামাতি চলছিল। স্ট্রেলসুতেও এই জন্যে প্রচণ্ড ভিড় হবে ভেবে জেণ্ডাতে থাকাই ঠিক করলাম। জেণ্ডা হল একটি ছোট্ট শহর, রাজধানী থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে আর সীমান্ত থেকে কেবল দশ মাইল।

জেণ্ডাতে গিয়ে যে-হোটেলে উঠলাম সেটা আমার বেশ পছন্দ হয়ে গেল। হোটেলটা চালান একজন মোটাসোটা বৃদ্ধা আর ওঁরই দুই মেয়ে। সবাই বেশ ভালো ও শান্ত স্বভাবের। বৃদ্ধার পছন্দের মানুষ হলেন ডিউক, যিনি এই জেণ্ডা শহর আর দুর্গের মালিক। দুর্গটা অবশ্য হোটেল থেকে মাইলখানেক দূরে একটা খাড়া পাহাড়ের চুড়োর উপর।

বৃদ্ধা বললেন, "আমরা সবাই ডিউক মাইকেলকে চিনি। উনি তো আমাদের মধ্যেই থাকেন। রুরিটানিয়ার যে কোন লোককে জিজ্ঞেস করলেই আপনি জানতে পারবেন। রাজাকে তো আমরা ভালো করে চিনিই না। আগামী বুধবার যদি রাজার জায়গায় ডিউকের অভিষেক হত তাহলেই সব থেকে ভালো হত।"
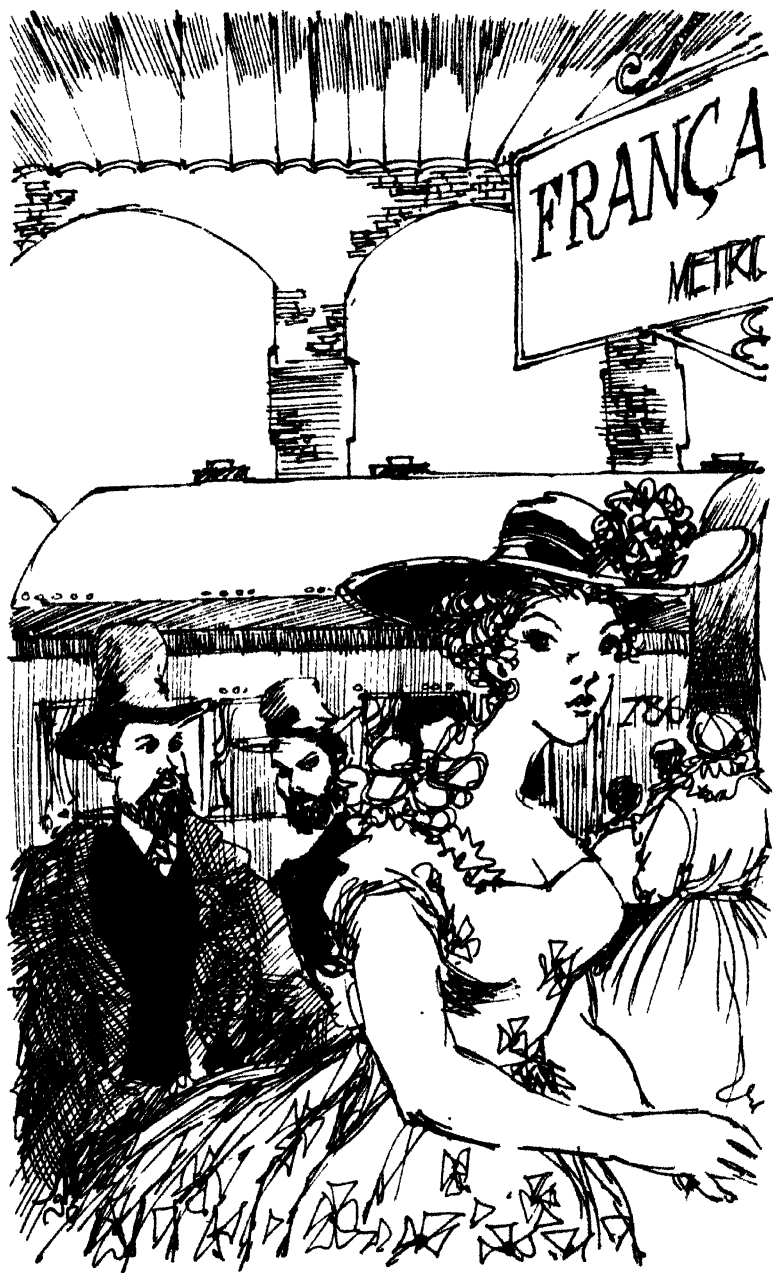
দুই বোনের মধ্যে যার বয়েস কম সে বলল, "আমার কথা যদি বল মা তাহলে আমি বলব, কালো মাইকেলকে আমি দুচক্ষে দেখতে পারি না! এর থেকে লাল এলফবের্গ অনেক ভালো। রাজার সম্পর্কে ওরা বলে যে উনি নাকি শেয়ালের মত লাল আর....", এই বলে মেয়েটি আমার দিকে তাকিয়ে দুষ্টুমি ভরা হাসি হাসতে হাসতে ওর বোনের দিকে ফিরল। মনে হল, দুজনেই এ ব্যাপারে এক মত।

"যুবরাজ কি এখন এখানে নাকি?" আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তোমরা যে বললে এটা ডিউকের জায়গা।"

"ডিউক ওঁকে নিমন্ত্রণ করে এনেছেন, অভিষেকের আগে যাতে বিশ্রাম নিতে পারেন। ডিউক নিজে অবশ্য স্ট্রেলসুতে আছেন, অভিষেকের প্রস্তুতির কাজ দেখা শোনা করছেন।"

"তাহলে বলতে হয়, যুবরাজ আর ডিউক বেশ ভালো বন্ধু, তাই না?"

"ভালো বন্ধুই বটে!" ছোট জন বলল, "তা না হলে দুজনে একই বউ আর সিংহাসন চায়!"

"একই বউ? সেটা আবার কী ব্যাপার।"

"মা, আমি কিন্তু বলছি, কালো মাইকেল মানে আমাদের ডিউক ওঁর এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়া রাজকুমারী ফ্লাভিয়াকে বিয়ে করার জন্যে পাগল, আর উনিই হবেন আমাদের রানি। আসলে কালো মাইকেল ...."

মেয়েটি যখন সবে বলতে আরম্ভ করেছে ঠিক সেই সময় পায়ের শব্দ শোনা গেল আর তার একটু বাদেই কর্কশ গলায় কেউ বলল :

"কালো মাইকেল সম্পর্কে কে কী বলছিলে, তার কি জানা নেই এটা তাঁর নিজের এলাকা?" যে-লোকটির গলা এবার তাকে দেখা গেল। বৃদ্ধা বললেন, "যোহান, আমাদের হোটেলে এই ভদ্রলোক থাকতে এসেছেন।"

যোহান নামের লোকটি তার টুপি খুলতে খুলতে আমার দিকে ফিরে তাকাল, চোখে চোখ পড়তেই কিছুটা ঘাবড়ে গিয়ে একপা পিছিয়ে গেল, যেন অদ্ভুত কিছু দেখছে।

"তুমি ঘাবড়ে গেলে কেন যোহান?" বড় বোন বলল, "এই ভদ্রলোক বেড়াতে এসেছেন, সেই সঙ্গে অভিষেকও দেখবেন।"

লোকটি প্রথম চমক কাটিয়ে উঠল ঠিকই, কিন্তু বারে বারেই আমাকে দেখতে লাগল। আর দেখাটাও বেশ অন্তর্ভেদী।

"আপনি কি আমাদের রাজাকে দেখেছেন?"

"না এখনো দেখিনি, তবে বুধবার দেখব বলে আশা করছি।"

ও আর কোন কথা বাড়ালো না। তবে চলে যাওয়ার আগে পর্যন্ত আমাকে বারে বারে দেখতেই থাকল।

উৎসবের রাত

দুপুরের খাওয়া তাড়াতাড়ি শেষ করে আমি পাহাড়ের উপর দুর্গের দিকে হাঁটা দিলাম। পথটা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে। ধীরে সুস্থে হেঁটে আধ ঘন্টার মধ্যে দুর্গের কাছে গিয়ে পৌঁছলাম। দুর্গটা দেখে মনে হল বেশ পুরনো, তবে এখনও যথেষ্ট মজবুত আছে। দুর্গের দুটো অংশ — একটা নতুন আরেকটা পুরানো। দুটো অংশের মধ্যে যোগাযোগের জন্যে রয়েছে একটা সাঁকো, যেটাকে ওঠানো নামানো যায়। একবার সাঁকোটাকে তুলে নিলে বাইরের সঙ্গে দুর্গের আর কোন যোগাযোগই থাকে না।

দুর্গ দেখা হয়ে গেলে জঙ্গলের মধ্যে হাঁটা শুরু করলাম। ছায়া ছায়া পথ ধরে আধ ঘণ্টা মত হাঁটার পর একটা মোটা গাছের গুঁড়িতে পিঠ ঠেকিয়ে সুন্দর দিবা নিদ্রা দিচ্ছিলাম। কতক্ষণ ঘুমিয়েছি জানি না হঠাৎ উত্তেজিত কথার আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল, "ব্যাটার দাড়ি কেটে নিলে কে বলবে যে আমাদের রাজা নয়!"

চোখ খুলে দেখলাম দু জন লোক আমার সামনে দাঁড়িয়ে আমাকে নিয়েই কথা বলছে। একজন ছোটখাটো, পোক্ত চেহারার, গোঁফ আছে, চোখের মণির রং হাল্কা নীল। অন্যজনের বয়েস কম, মাঝারি লম্বা, গায়ের রং রোদ-পোড়া, দেখলে মনে হয় বেশ সম্ভ্রান্ত।

বয়স্ক লোকটি ধীরে ধীরে আমার দিকে এগিয়ে এল, আরেকজনকেও কাছে আসতে ইশারা করল। ইতিমধ্যে অবশ্য আমি উঠে পড়েছি।

"দেখ, দেখ, একই রকম লম্বা!" আমার ছয় ফুট দু ইঞ্চি চেহারা দেখে

আস্তে আস্তে বয়স্ক লোকটি বলল।

যার বয়েস কম সে হাসি হাসি মুখে আমার দিকে এগিয়ে এল, "ইনি হলেন কর্নেল সাপ্ত্, আর আমার নাম ফ্রিৎস ফন্ টার্লেনহাইম, আমরা দুজনেই রুরিটানিয়ার রাজদরবারে কাজ করি।"

আমি মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন করে বললাম, "আমার নাম রুডলফ রাসেনডিল। আমি ইংল্যাণ্ড থেকে বেড়াতে এসেছি।" কর্নেল সাপ্ত্ নিজের মনেই বলল, "রাসেনডিল!" তারপর ওর মুখ কীরকম উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

হঠাৎ চিৎকার করে কর্নেল বলে উঠল, "আরে! তুমি নিশ্চয় বার্লেসডনদের কেউ, তাই না? তোমার চুলের রং-ই সত্যি কথা বলে দিচ্ছে।"

ঠিক এই সময় জঙ্গলের মধ্যে থেকে কারো গলার আওয়াজ শোনা গেল। টার্লেনহাইম সচকিত হয়ে বলল, "রাজা আসছেন!" সাপ্তের মুখে সেই কথা শুনে ফুটে উঠল চাপা হাসি।

আমাদের পিছনের জঙ্গল থেকে একজন তরুণ বেরিয়ে এলেন। ফিরে তাকাতে অজান্তেই আমার মুখ থেকে একটা চিৎকার বেরিয়ে এল। আর রাজাও আমাকে দেখে কীরকম ঘাবড়ে গিয়ে কিছুটা পিছিয়ে গেলেন। আমার দাড়িটা যদি কামিয়ে ফেলি আর মাথায় কয়েক ইঞ্চি খাটো হয়ে যাই তা হলে কারো সাধ্যি নেই যে বলে কে রুরিটানিয়ার রাজা আর কে রুডলফ রাসেনডিল!

খানিকটা ধাতস্থ হওয়ার পর রাজা বললেন, "কর্নেল — ফ্রিৎস — এই ভদ্রলোক কে?"

আমি কিছু বলার আগেই কর্নেল সাপ্ত আমাদের দুজনের মধ্যে এসে রাজাকে ধীরে ধীরে সব বলতে আরম্ভ করল। সাপ্তের বলা শেষ হয়ে যাওয়ার পর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে রাজা হাসিতে ফেটে পড়লেন। রাজার হাসি শুনে বুঝতে পারলাম মানুষটি যথেষ্ট দিল দরিয়া।

"ভাই, ভালো সময় দেখা হয়েছে, কী বল!" হাসতে হাসতে আমার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন। "তোমাকে আজ রাত্রে আমার সঙ্গে খেতে হবে। পরে আবার কী হবে কে জানে! চলে এস, চলে এস, রোজ রোজ কী এরকম

আত্মীয়ের দেখা পাওয়া যায়!”

ফ্রিৎস্ বলল, “চলুন, রাতের খাওয়াটা যমজ ভাইয়ের সঙ্গেই হোক।”

“শুধু যমজ ভাই বলছ কেন, বল আমাদের আজকের রাতের অতিথি।”

“ফ্রিৎস, আজ কিন্তু তাড়াতাড়ি শুরু করতে হবে।”

সবাই মিলে আধ ঘণ্টা হাঁটার পর, জঙ্গলের মধ্যে হঠাৎ দেখতে পেলাম একটা ছোট্ট হানটিং লজ। লজের কাছে পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে একজন সাধারণ পোষাক-পরা ছোট খাটো লোক বেরিয়ে এল। ওই বাড়িতে আরেকজনকেও দেখেছিলাম, তিনি হলেন মোটাসোটা একজন বৃদ্ধা। পরে জেনেছিলাম, উনি যোহানের মা, আর ডিউকের পরিচারিকা।

জোসেফ নামের ছোট্ট চেহারার কাজের লোকটি জানাল, রাতের খাবার তৈরি হয়ে গেছে। আমরাও আর দেরি না করে টেবিলে বসে পড়লাম। “মদ আনো, মদ,” রাজা চিৎকার করে উঠলেন।

এরপর জোসেফ আর এক মিনিট দেরি না করে সারা টেবিল মদের বোতলে ভরিয়ে দিল। এই রকমের ভালো জাতের মদ খুব কমই দেখা যায়, তাই আর কথা না বাড়িয়ে আমরা সোজা বোতলে চুমুক দিলাম। ফ্রিৎস মাঝে মাঝে আমাদের সাবধান করার চেষ্টা করছিল, তবে ততক্ষণে আমরা সবাই আকণ্ঠ পান করে ফেলেছি।

শেষে জোসেফ একটা বড় বোতল এনে রাজার সামনে হাজির করল। “মহামান্য স্ট্রেলসুর ডিউক এটা রাজাকে দিতে বলেছেন।”

বোতল খুলে এক চুমুক দেওয়ার পর পুরোটাই উনি গলায় ঢেলে দিলেন, মদ গড়িয়ে পড়ে রাজার জামাকাপড় ভিজিয়ে দিল, শেষ পর্যন্ত টেবিলে মাথা দিয়েই উনি শুয়ে পড়লেন।

সে দিন রাত্রে এরপর কী হয়েছিল আমি আর জানি না। আমার মনে হয় আর কিছু হয়নি।

কথা রাখলেন রাজা

আমি এক মিনিট ঘুমিয়েছিলাম নাকি পুরো একবছর বলতে পারব না। ঘুম যখন ভাঙল তখন আমি কাঁপছি। আমার জামা কাপড় সব ভিজে , চুল থেকে টপ টপ করে জলের ফোঁটা ঝরে পড়ছে। সামনেই হাতে একটা বালতি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সাপ্ত্।

রেগে গিয়ে তড়াক করে দাঁড়িয়ে আমি চিৎকার করে উঠলাম, "ঠাট্টারও একটা সীমা থাকা উচিত।"

"রাসেনডিল", এই বলে ফ্রিৎস টেবিলের উপর থেকে নেমে এল, "এদিকে একবার দেখ।"

মাটির উপরে পড়ে আছেন রাজা। সারা মুখটা কেমন লালচে দেখাচ্ছে, আর ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে। আমি ঝুঁকে পড়ে ওঁর হাতের নাড়ি টিপে ধরলাম। নাড়ির গতি বেশ দুর্বল। ফ্রিৎস বলল, "আধ ঘণ্টা ধরে আমরা ওঁকে নিয়ে পড়ে আছি।"

সাপ্ত্ বলল, "আমাদের সবার থেকে অন্তত তিনগুণ বেশি টেনেছে।"

"ছয়-সাত ঘণ্টার আগে মনে হয় না নাড়ানো যাবে।"

আমি ভয় পেয়ে বললাম, "অভিষেকের কী হবে?"

"রাজা অসুস্থ এই খবর পাঠানো ছাড়া তো কিছু করার নেই," ফ্রিৎস বলল।

"আজকে যদি ওঁর অভিষেক না হয় তাহলে কোন দিনই হবে না।" সাপ্ত্ আমাদের দিকে ফিরে বলল, "তোমাদের কি মনে হয় ওঁর মদের সঙ্গে ওষুধ

মেশানো ছিল?”

আমি বললাম, “তাইতো মনে হচ্ছে।”

সাপ্ত্ পা দিয়ে রাজাকে ঠোক্কর মেরে বলল, “ব্যাটা মাতাল, এলফবের্গের বাচ্চা, তোর জন্যে কি আমরা নরকে পচব আর ওই হতচ্ছাড়া কালো মাইকেল সিংহাসনে বসবে!”

কিছুক্ষণের জন্যে আমরা সবাই চুপ করে ছিলাম। তারপর সাপ্ত্ আমার দিকে ফিরে বলল, “মানুষের বয়স হয়ে গেলে সে ভাগ্যে বিশ্বাস করতে থাকে। ভাগ্যই তোমাকে এখানে পাঠিয়েছে। আর সেই ভাগ্যই তোমাকে স্ট্রেলসুতে পাঠাবে।”

“অসম্ভব, আমি ঠিক ধরা পড়ে যাব।”

“এই ঝুঁকিটা নিতেই হবে,” বলল সাপ্ত্, “তোমার দাড়ি কামিয়ে ফেললে, আমি বাজি রেখে বলতে পারি, কেউ চিনতে পারবে না। এখন কথা হল, তুমি কি ভয় পাচ্ছ?”

আমি চিন্তায় ডুবে গেলাম। তারপর আমার মুখে নিশ্চয় কোন পরিবর্তন এসেছিল যা দেখে সাপ্ত্ আমার হাত ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল, “তুমি যাবে তো?”

“হ্যাঁ যাব,” এই বলে মাটিতে পড়ে থাকা রাজার দিকে চেয়ে দেখলাম।

“আজকের রাতটা,” সাপ্ত্ ফিস ফিস করে বলল, “আমাদের প্রাসাদে থাকতে হবে। সবাই যখন চলে যাবে তখনই তুমি আর আমি ঘোড়ার পিঠে চড়ব — ফ্রিৎস ওখানে থেকে রাজার ঘর পাহারা দেবে — আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঘোড়া চালিয়ে এখানে এসে পৌঁছব। রাজা তৈরি থাকবেন, জোসেফ ওঁকে এর মধ্যেই সব বলে রাখবে, উনি আমার সঙ্গে স্ট্রেলসুতে ফিরে যাবেন, আর তুমি ঊর্দ্ধশ্বাসে ঘোড়া চালিয়ে সীমান্তের দিকে চলে যাবে।”

পুরো ব্যাপারটা কয়েক মুহূর্তে বুঝে নিয়ে আমি ঘাড় নাড়লাম।

জোসেফকে সব কিছু খুলে বলার পর কিন্তু ও ভয় পেয়ে গেল। সাপ্ত্ অবশ্য তাতে দমেনি। সে ওকে আমার জন্যে দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম আনতে পাঠাল।

তখন ছ'টা বাজে, নষ্ট করার মত সময় আমাদের হাতে ছিল না।

সাপ্ত্ তাড়াতাড়ি আমাকে রাজার ঘরে নিয়ে গেল, আমিও দেরি না করে পোষাক পরতে শুরু করে দিলাম। ফ্রিৎসও ক্যাপ্টেনের ইউনিফর্ম পরে আমাদের কাছে চলে এল। আমি পরেছিলাম ওই রেজিমেণ্টের কর্নেলের পোশাক। চার মিনিটের মধ্যে সাপ্ত্ও তৈরি হয়ে নিল। জোসেফ জানাল, ঘোড়া তৈরি। আমরা ঘোড়ার পিঠে চেপে জোর কদমে রওনা দিলাম। খেলা শুরু হয়ে গেছে, শেষ পর্যন্ত কী হবে কে জানে!"

পথে সাপ্ত্ রাজা সম্পর্কে আর কোন কথাই বলল না। বরং সে আমাকে 'আমার' পুরনো পারিবারিক ইতিহাস, 'আমার' আত্মীয় স্বজন, 'আমার' পছন্দ-অপছন্দ, স্বভাব, বন্ধু বান্ধব, চাকর-বাকর সম্পর্কে বোঝাতে লাগল।

আমরা স্টেশনে এসে পৌঁছলাম। ট্রেন ছাড়ার জন্যে তৈরিই ছিল, আমরা একটা ফার্স্টক্লাস কম্পার্টমেণ্টে উঠে পড়লাম, সাপ্ত্ পাখি পড়ানোর মত বলেই চলল। ট্রেনটা বেশ ভালোই জোরে যাচ্ছিল, সাড়ে নটার মধ্যে স্ট্রেলসুর প্রাসাদের চূড়া চোখে পড়ল। ট্রেন থামার পর ফ্রিৎস আর সাপ্ত্ নেমে আমার জন্যে দরজা খুলে ধরল। স্টেশনে নামার সময় আমার বুকটা খালি খালি লাগছিল, একটা গভীর শ্বাস টেনে, ইষ্টদেবতার নাম স্মরণ করে পা রাখলাম স্ট্রেলসুর মাটিতে।

রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা

শেষ পর্যন্ত ফ্রিৎস ফন টার্লেনহাইম আর কর্নেল সাপ্তের সঙ্গে প্ল্যাটফর্মে নামলাম। শেষ বারের মত দেখে নিলাম রিভলভারটা ঠিক আছে কিনা আর তরোয়ালটা চট করে খাপ থেকে বের করা যাবে কিনা। প্রচুর কর্তাব্যক্তি আর সরকারি কর্মচারী অপেক্ষা করছিল। এদের সবার ঠিক সামনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন একজন বয়স্ক, লম্বা মত ভদ্রলোক। এঁর পোশাকে নানা ধরনের মেডেল আঁটা। বুঝলাম তিনি সেনাবাহিনীর একজন হোমরা-চোমরা।

সাপ্ত্ ফিস ফিস করে বলল, "মার্শাল স্ট্রাকেনৎস"। বুঝতে পারলাম উনিই হলেন রুরিটানিয়া সেনাবাহিনীর সেই বিখ্যাত মানুষটি।

হঠাৎ কোন দরকারি কাজ পড়ে যাওয়ায় ডিউক আসতে পারেননি। শুনলাম, উনি আমারই জন্যে ক্যাথিড্রালে অপেক্ষা করছেন। সবার অভিবাদন গ্রহণ করতে করতে আর তার প্রত্যুত্তর দিতে দিতে বুঝতে পারলাম, আমাকে নিয়ে কারো মনে কোন সন্দেহ হয়নি।

শোভাযাত্রা করে আমরা সবাই স্টেশনের বাইরে বেরোলাম। রাজপ্রাসাদ আর বড় বড় বাড়ির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় জাঁকজমক দেখে বেশ ভালোই লাগছিল। চার ধারে আমার প্রজারা ছড়িয়ে। প্রত্যেকটি বাড়িতেই নানা রং-এর পতাকা, কাগজের শিকল আর কাপড়ের ব্যানার ঝুলছিল।

ভিতরে ভিতরে আমি দারুণ উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলাম। আমি যে নকল, অভিনয় করছি — এ কথাটাই ভুলে যাচ্ছিলাম। বাড়ির বারান্দায় বারান্দায় সুন্দরী মহিলাদের দেখতে দেখতে হঠাৎ চমকে উঠলাম। একজন

সুন্দরী ঝুঁকে পড়ে আমাকেই দেখছেন। এই মহিলা আর কেউ নন, আমার সেই সহযাত্রী, আঁতোয়ানেত দ্য মবাঁ। মনে হল, উনিও আমাকে দেখে একটু চমকে উঠলেন। ওঁর চোখ দুটো গোল-গোল হয়ে উঠেছিল।

আমরা ধীরে ধীরে যেদিকে ডিউক মাইকেল থাকে সেদিকে এগিয়ে গেলাম। সৈন্যরা আমাদের চার দিক ঘিরে ছিল যাতে সাধারণ লোকে কাছে চলে আসতে না পারে। ভাগ্যই আমাকে রাজা বানিয়েছে, আমার এখন কাজ হল সেই রাজার অভিনয় যত দূর সম্ভব নিখুঁত ভাবে করে যাওয়া। আমি বললাম, "ওদের সামনে পঞ্চাশ গজ এগিয়ে যেতে বলুন, আর আপনারা মার্শাল, কর্নেল সাপ্ত্ ও অন্য বন্ধুরা অপেক্ষা করুন, আমি যতক্ষণ না পঞ্চাশ গজ এগিয়ে যাচ্ছি। আমি আমাব প্রজাদের বুঝিয়ে দিতে চাই যে আমি তাদের বিশ্বাস করি।"

একা ঘোড়ার পিঠে যেতে যেতে আমি পুরনো শহরের রাস্তার উপর এসে পড়লাম। প্রথমে জনতা ফিস ফিস করছিল, তারপর সবাই একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল। বুঝতে পারলাম না লোকজন আমাকে দেখে কতটা খুশি হচ্ছে কারণ বেশির ভাগকেই মনে হল চুপচাপ, যদিও আমার ভাইয়ের ছবি প্রায় প্রত্যেকটা জানলাতে টাঙানো ছিল।

শেষ পর্যন্ত ক্যাথিড্রালে এসে পৌঁছলাম। ঘোড়া থেকে নামার সময় চারদিক কেমন ধোঁয়া ধোঁয়া লাগল। ওর মধ্যেই দুটো মুখ আমার চোখের সামনে পরিষ্কার ভাবে ফুটে উঠল — এর মধ্যে একজন মহিলা, রূপসী, তবে একটু ফ্যাকাসে। আর অন্যজন পুরুষ, তার লাল রঙের গাল, কালো চুল, তীক্ষ্ণ চোখের দৃষ্টি দেখে বুঝতে পারলাম আমার ভাই কালো মাইকেলের সামনে এসে পড়েছি। আমাকে দেখে ওর লাল রঙের গাল কিরকম ফ্যাকাসে হয়ে গেল, মাথার হেলমেটটা শব্দ করে গিয়ে পড়ল মাটিতে।

এর পর কী হয়েছিল আমার আর খুব ভালো করে কিছু মনে নেই। বোধহয় বেদির সামনে আমি হাঁটু গেড়ে বসেছিলাম। আমার ঝোঁকানো মাথায় কার্ডিনাল হাত বুলিয়ে দিলেন। তারপর তাঁর হাত থেকে রুরিটানিয়ার রাজমুকুট নিয়ে আমি মাথায় পড়লাম। আর রাজার শপথ গ্রহণ করলাম।

মার্শাল সরকারি ভাবে আমার রাজা হওয়ার কথা ঘোষণা করলেন এবং পঞ্চম রুডলফ সিংহাসনে অভিষিক্ত হলেন।

এরপর আবার ঘোষণা করা হল, মহামান্য যুবরানি ফ্লাভিয়ার কথা। অসামান্য রূপসী কিন্তু সামান্য ফ্যাকাসে সেই মহিলা নিজের জায়গা ছেড়ে নেমে এলেন। ঝুঁকে পড়ে আমার একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিলেন, তারপর আলতো করে সেই হাতের উপর চুমু খেলেন। আমিও তাঁর একটা হাতের উপরে চুমু খেলাম। দেখলাম লজ্জায় ও রাঙা হয়ে উঠেছে।

এরপর এগিয়ে এল স্ট্রেলসুর ডিউক। ওর পা দুটো কাঁপছিল। আমার হাত ধরতে গিয়ে ওর হাত কিরকম পিছলে গেল, বুঝতে পারলাম ওর ঠোঁট আর মুখের ভিতর শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

যুবরানি কিংবা আর কারো মুখে সন্দেহের কোন আভাস দেখতে পেলাম না।

রাস্তায় নেমে এরপর প্রাসাদের দিকে যাওয়া শুরু হল। এবার আর ঘোড়ার পিঠে চেপে নয়, ঘোড়ায় টানা গাড়িতে, যুবরানি ফ্লাভিয়াকে পাশে নিয়ে। যেতে যেতে ফ্লাভিয়া আমাকে বলল, "জান রুডলফ, আজকে তোমাকে একদম অন্যরকম লাগছে। মনে হচ্ছে তুমি যেন অনেক সংযত, ভদ্র। তুমি কি সত্যি সত্যিই এবার ভাবনা-চিন্তা শুরু করে দিয়েছ?"

"তোমার যেরকম ভালো লাগবে আমি সেরকম করারই চেষ্টা করব," আমি বললাম। আর দেখলাম, হাসতে হাসতে ও কীরকম লজ্জা পাচ্ছে। আসলে, আমি ওর সঙ্গে কোন অভিনয় করছিলাম না। তাই বলতে পারলাম, "বিশ্বাস কর, আমার জীবনে আজকে যেরকম অভ্যর্থনা পেলাম সেরকম আর কখনো ঘটেনি।" ও আমার কথা শুনে হাসতে শুরু করল, হাসলে ওকে খুব উজ্জ্বল দেখায়, তারপর হঠাৎ হাসি থামিয়ে গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলল, "মনে হচ্ছে না তুমি মাইকেলের ব্যাপারে ভালো মতন নজর দিচ্ছ। তুমি তো জান....।"

কামানের আওয়াজে আমাদের কথা বন্ধ হয়ে গেল। বুঝতে পারলাম,

প্রাসাদে পৌঁছে গেছি। কেবল কামানের গোলার শব্দ নয়, সেই সঙ্গে সমানে বাজনাও বেজে যাচ্ছিল। সারি সারি পরিচারকের দল আমার জন্যে বাইরে অপেক্ষা করছিল। ওদের সঙ্গে শোভাযাত্রা করে আমি ভিতরে ঢুকলাম। সবাই মিলে গিয়ে বসলাম টেবিলে। যুবরানি আমার ডান দিকে, উল্টো দিকে কালো মাইকেল আর বাঁ পাশে মহামান্য কার্ডিনাল।

আমি এই সময় ভাবতে শুরু করলাম, রুরিটানিয়ার আসল রাজা এখন কী অবস্থায় আছে।
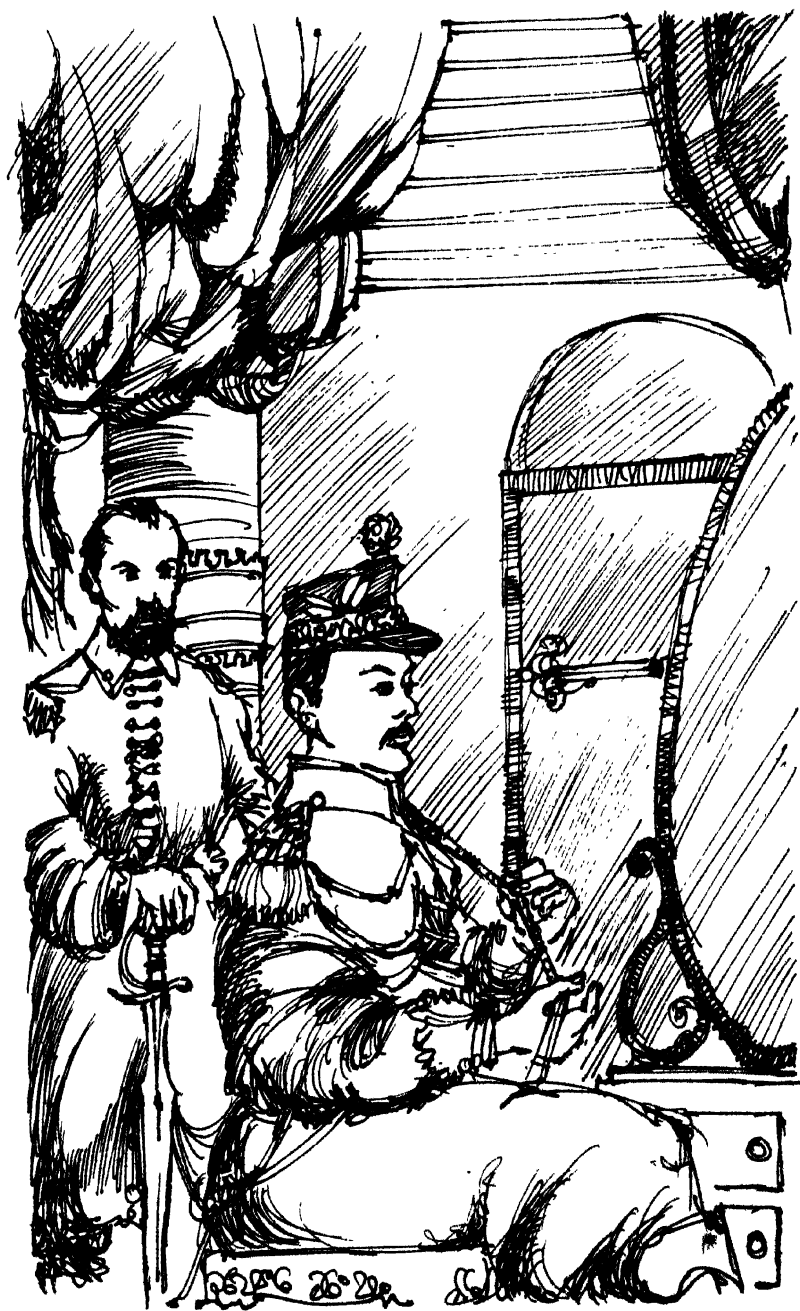
গোপন কথা

আমরা রাজার খাস কামরায় পৌঁছনোর পর ক্লান্ত শরীরটাকে একটা আরাম কেদারার উপর ছেড়ে দিলাম। সাপ্ত্ আলাদা করে ভালো ভালো কোন কথা আমাকেও না বললেও ওর মুখ চোখ দেখে বুঝতে পারলাম আমার ভূমিকায় ও বেশ খুশি। সাপ্ত্ বলল, "তুমি কি যাওয়ার জন্যে এখন তৈরি? অবশ্য, তোমাকে বলা হয়নি, মাইকেল এর মধ্যেই জেণ্ডা থেকে কোন খবর পেয়েছে। একটা আলাদা ঘরে গিয়ে সেই চিঠিটা পড়ে মাইকেল যখন বেরিয়ে এল তখন দেখলাম ওর চোখে-মুখে কিরকম যেন অবাক হওয়ার ভাব।"

"আমি তৈরি।" খবরটা শোনার পর আর এক মুহূর্ত দেরি করার ইচ্ছা আমার ছিল না।

সাপ্ত্ যাওয়ার আগে ফ্রিৎসকে বলল, "শোন, রাজা শুতে যাচ্ছেন। ওঁর মন ভালো নেই। কাল সকালে ন'টার আগে কারো সঙ্গে দেখা করবেন না, বুঝতে পেরেছ — কাল ন'টা।"

"বুঝতে পেরেছি," বলল ফ্রিৎস।

"এই বড় আলখাল্লাটা জড়িয়ে নাও," আমার দিকে ফিরে সাপ্ত্ বলল, "সেই সঙ্গে এই ঝোলা টুপিটাও মাথায় দাও। আমার আর্দালি সেজে তুমি এখন আমার সঙ্গে হাণ্টিং লজে যাবে।"

দরজার দিকে না গিয়ে সাপ্ত্ দেওয়ালে টাঙানো একটা বড় ছবির দিকে এগোল। ছবিটা সরাতেই দেখতে পেলাম, অন্ধকারের মধ্যে ধাপে ধাপে সিঁড়ি

নেমে গেছে। ওক কাঠের একটা ভারি দরজা খুলে আমরা যখন বের হয়ে এলাম তখন দেখলাম শুনশান একটা রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে আছি। দুটো ঘোড়া নিয়ে একজন আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিল। কোন কথা না বলে আমরা ঘোড়ার পিঠে চেপে রওনা দিলাম। শেষ পর্যন্ত শহরের প্রধান ফটকের সামনে এসে দাঁড়ালাম।

দুজনে মিলে ভারি ফটকটাকে সামান্য ফাঁক করে প্রথমে ঘোড়া দুটোকে পার করালাম। তারপর নিজেরা বেরিয়ে আস্তে আস্তে সেটা বন্ধ করে দিলাম।

শহরের বাইরে চলে আসার সঙ্গে সঙ্গে ভয় অনেক কমে গেল। সবাই যেহেতু এখন শহরে মধ্যে আনন্দ করছে সেই জন্যে আমাদের দেখে ফেলার কেউ ছিল না। তখন আমাদের একমাত্র চেষ্টা, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পৌঁছনো। প্রায় পঁচিশ মাইল চলে আসার পর হঠাৎ সাপ্ত্ বলল, "থাম!"

আমি শোনার জন্যে কান পেতে থাকলাম। নিস্তব্ধ রাত্রে বেশ কিছুটা দূরে ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ শোনা গেল। আমি সাপ্তের দিকে ঘুরে তাকালাম।

"চলে এস!" বলে সাপ্ত্ আর দেরি না করে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। এরপর আমরা যখন আবার থামলাম তখন সাপ্ত্ একটা অদ্ভুত কাজ করল। ঘোড়া থেকে নেমে মাটির উপর সটান শুয়ে পড়ে ও কানটা পাতল।

"দু'জন আসছে," বলল সাপ্ত্, "আমাদের থেকে এক মাইল পিছিয়ে আছে।"

আমরা আবার ঘোড়া ছোটালাম। জেণ্ডার জঙ্গলের মধ্যে পৌঁছনোর পর গাছপালাগুলো এত ঘন হয়ে গায়ের উপর এসে পড়েছিল যে তাতে আমাদেরও পিছনের লোকদের দেখার উপায় ছিল না। আর পিছনের লোকেদেরও সামনে কী হচ্ছে বোঝার কোন রাস্তা ছিল না।

আরও আধ ঘণ্টা ওই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে চলার পর আমরা এমন একটা জায়গায় এসে পৌঁছলাম যেখানে রাস্তা দু ভাগ হয়ে গেছে। সাপ্ত্ ঘোড়ার রাশ টেনে ধরে বলল, "নেমে পড়!" আমি নেমে ঘোড়া দুটোকে ঝোপের পিছনে নিয়ে গিয়ে ওগুলোর চোখে রুমাল বেঁধে দিলাম। সাপ্ত্ ওর রিভলভারটা খাপ থেকে বের করল।

ক্ষুরের আওয়াজ ধীরে ধীরে কাছে এগিয়ে আসছিল। এই সময় জঙ্গলের মাথার উপরে ঝক ঝকে চাঁদ উঠল। চাঁদের আলোয় ফিস ফিস করে সাপ্তু বলল, "ওই যে, ওরা আসছে!"

প্রথমেই দেখতে পেলাম ডিউককে, তারপর আরেকজন লম্বা চওড়া লোককে। ওই লোকটাকে আমি ভালো করেই চিনতাম, ও পরে আমার সম্পর্কে জানতে পেরেছিল। ওর নাম ম্যাক্স হলফ, হোটেলে দেখা যোহানের ভাই, আর তার থেকেও বড় পরিচয়, ও হল ডিউকের সহচর। আমাদের কাছাকাছি এসে ডিউক ঘোড়ার রাশ টেনে ধরল।

"এবার কোন দিকে যেতে হবে?"

"প্রাসাদের দিকে মালিক, ওখানে গেলেই সব কিছু জানতে পারবেন।"

মাইকেল একটু অপেক্ষা করে চিৎকার করে উঠল, "চল জেণ্ডা!" তারপর জোর কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

"তুমি তো শুনলে," সাপ্তু বলল, "ওরা খবর পাঠিয়েছে, সব কিছু ঠিক আছে।"

"সব কিছু ঠিক আছে মানে কি? রাজা ঠিক আছেন তো?"

শেষ পর্যন্ত আমরা লজের সামনে এসে পৌঁছলাম। কোন জনপ্রাণীর টিকিও দেখা গেল না। দু'জনেই ইতস্তত করে ঘোড়া থেকে নামলাম। দরজার হাতল ধরে টান দিতেই তা সহজে খুলে গেল। আমরা সোজা মদের ভাঁড়ারের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। ওই দরজাটা অবশ্য বন্ধ ছিল। সকাল বেলা যাওয়ার সময় যেমন দেখে গিয়েছিলাম তার থেকে অন্যরকম কিছু মনে হল না।

"চলে এস, সব ঠিক আছে," আমি বললাম।

সাপ্তু হঠাৎ বলে উঠল, "হা-ঈশ্বর!" দেখলাম, দরজার তলা দিয়ে রক্ত গড়িয়ে এসে জমাট হয়ে গেছে। দরজা ধরে টান মারলাম, দেখলাম ওটা বন্ধ।

সাপ্তু বড় বিড় করল, "হতচ্ছাড়া জোসেফ গেল কোথায়?"

আমিও সেই সঙ্গে বললাম, "রাজা! তিনিই বা কোথায় গেলেন?"

দারুণ উত্তেজিত হয়ে প্রথমে আমি দরজায় ধাক্কা মারতে আরম্ভ করলাম,

তারপর খুলছে না দেখে গুলি চালালাম। শেষ পর্যন্ত কিছুটা ভেঙে গিয়ে দরজাটা খুলল।

খানিকটা হেঁটে যাওয়ার পরে মাথার উপরে জ্বলন্ত মোমবাতিটা তুলে ধরলাম। দেখলাম ঘরের কোণায় কেউ একজন উল্টে পড়ে আছে, গলার কাছটায় জমাট হয়ে আছে রক্ত। পা দিয়ে শরীরটাকে উল্টে দিতেই দেখলাম জোসেফ, রাজার পাহারায় যাকে রেখে যাওয়া হয়েছিল।

তন্ন-তন্ন করে ঘরের চারদিকে খুঁজলাম।

"না! রাজা এখানে নেই।"

রাজা ঘুমোন স্ট্রেলসুতে

আমি সাপ্তকে ধরে ধরে ভাঁড়ার ঘরের বাইরে নিয়ে এলাম। প্রায় দশ মিনিটের মত আমরা দু'জন খাবার ঘরে চুপচাপ বসে থাকলাম।

"ওরা নিশ্চয় রাজাকে ধরে নিয়ে গেছে!" সাপ্ত বলল।

"এতক্ষণে রাজাকে খুনও করে থাকতে পারে!" বললাম আমি।

সাপ্ত চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে আমার দুটো কাঁধ চেপে ধরল, "বন্ধু! তুমি যদি এতক্ষণ ধরে অভিনয় চালিয়ে যেতে পার, তাহলে আমার মন বলছে তুমিই পারবে রাজাকে বাঁচাতে। সবইতো বুঝতে পারছ, বন্ধু। এখন চল, যতক্ষণ রাজাকে ফিরিয়ে আনতে না পারা যাচ্ছে ততক্ষণ তোমাকেই সিংহাসনে বসে থাকতে হবে।"

"কিন্তু ডিউকতো সব কিছু জেনে ফেলেছে ...... তাছাড়া ওর সাঙ্গোপাঙ্গরাও এখন সব কিছু জানে।"

"সে ঠিক আছে! ওরা মুখ খুলতে পারবে না।" সাপ্তের চোখ খুশিতে জ্বলজ্বল করে উঠল। "নিজেদের কীর্তি ফাঁস না করে তোমার পরিচয় ফাঁস করার কোন ক্ষমতা ওদের নেই। কী, এখন বুঝতে পারছ?"

এ পর্যন্ত যে-পরিকল্পনা আমাদের ছিল আর এখন সাপ্ত যে-পরিকল্পনা করতে শুরু করল তার কোন মাথামুণ্ডুই প্রথমে আমি খুঁজে পেলাম না। সবটা শোনার পর অবশ্য ধীরে ধীরে সাপ্তের যুক্তি আমার মাথায় ঢুকতে আরম্ভ করল। মনে রাখতে হবে, সেই সময় আমার বয়স কম, রক্ত গরম তার উপরে এমন একটা কাজ আমাকে করতে হচ্ছিল যা মনে হয় না পৃথিবীর আর কাউকে

কখনও করতে হয়েছে।

"সাপ্তু, আমি রাজি, তোমাকে কথা দিচ্ছি, আমার পক্ষে যতটা করা সম্ভব আমি করব। তবে সব থেকে আগে লাশটাকে সরিয়ে ফেলা দরকার।"

"তুমি লাশটা নিয়ে এস, আমি ততক্ষণ ঘোড়াগুলোকে তৈরি করি," এই বলে সাপ্তু বের হয়ে গেল। আমি জোসেফের শরীরটা কোলে করে বাড়ির বাইরে বয়ে আনলাম। কবর দেওয়ার জন্যে একটা বেলচার দরকার ছিল। এর মধ্যে সাপ্তু আমার কাছে ফিরে এল।

ও আমাকে টেনে নিয়ে গেল দরজার পিছনে। দেখতে পেলাম ছ-সাত জন লোক বেলচা ঘাড়ে করে এগিয়ে আসছে।

ওরা যে ডিউক মাইকেলের লোক সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ ছিল না। নিজেদের কুকীর্তির যাতে কোন চিহ্ন না থাকে সেইজন্যেই ওরা ফিরে এসেছিল। হতভাগ্য জোসেফের শরীরটার দিকে তাকিয়ে সাপ্তুকে বললাম, "কর্নেল, আমাদের এবার কিছু করার সময় হয়ে গেছে।" আমরা আবার ঘরের মধ্যে ঢুকে পিছনের দরজা দিয়ে বের হয়ে এলাম। আমাদের ঘোড়া দুটো ওখানেই ছিল। চুপ চাপ ওদের পিঠে চেপে আমরা তরোয়াল বের করলাম। এর মধ্যে ডিউকের লোকেরা বাড়ির সামনে এসে পড়েছিল।

"এখন!" বলল সাপ্তু।

একপাক ঘুরেই আমরা দলটার মধ্যে গিয়ে পড়লাম। সাপ্তু আমাকে পরে বলেছিল, ওইটুকু সময়ের মধ্যেই ও একজনকে খুন করেছিল। আমিও চুপ করে ছিলাম না। দেখতে দেখতে একজনের মাথা ঘাড় থেকে নামিয়ে দিলাম। এরপর একজন বিশাল চেহারার লোক আমার সামনে পড়ল। মুহূর্তের মধ্যে আমার তরোয়ালটা ওর বুকের মধ্যে ঢুকে গেল। তারপর আর অপেক্ষা না করে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলাম। কেউ একজন আমার দিকে তাক করে গুলি ছুড়ল। ভাগ্য ভালো যে গুলিটা হাতের আঙুল ঘেঁষে বেরিয়ে গেল। বুঝতে পারলাম আঙুল দিয়ে রক্ত পড়ছে। এর মধ্যে আবার কেউ গুলি করল, তবে ওদের কাছে কোন রাইফেল ছিল না। আর আমরাও এতটা দূরে চলে গিয়েছিলাম যে রিভলভারের গুলি গায়ে লাগার কোন সম্ভাবনা ছিল না।

আরও খানিকটা গিয়ে রক্ত পড়া বন্ধ করার জন্যে আঙুলে কাপড় জড়িয়ে নিলাম। তারপর যে পথে এসেছিলাম সেই পথ ধরেই স্ট্রেলসূর দিকে ফিরে চললাম। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছিল, তাই শহরের মধ্যে আর কারো সঙ্গে দেখা হল না।

শেষ পর্যন্ত খাস কামরায় গিয়ে ঢুকলাম। ফ্রিৎস ফন টার্লেনহাইম পোশাক পড়েই সোফায় ঘুমোচ্ছিল। আমাদের শব্দ পেয়ে জেগে উঠে ও আনন্দে চিৎকার করে উঠল আর আমার পায়ের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল।

"প্রভুর অশেষ কৃপা, আপনি সুস্থ আছেন," বলল ফ্রিৎস। উৎফুল্ল সাপ্ত্ নিজের ঊরুতে চাপড় মেরে বলল, "সাবাশ! বন্ধু সাবাশ! আমরা পারব।"

ফ্রিৎস হকচকিয়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর আমার দু'টো হাত ধরে ভালো করে পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখতে লাগল। এরপর হঠাৎ কী রকম ঘাবড়ে গিয়ে হাত দু'টো ছেড়ে পিছিয়ে গেল।

"রাজা! আমাদের রাজা কোথায়?"

"চুপ কর গাধা, অত জোরে চিৎকার করিস না," হিস্ হিস্ করে সাপ্ত্ বলল।

এই সময় দরজা ঠক্-ঠক্ করার আওয়াজ শুনতে পাওয়া গেল। তাড়াতাড়ি সাপ্ত্ আমাকে বিছানায় শুয়ে পড়তে ইশারা করল। আমিও সঙ্গে সঙ্গে শুয়ে পড়লাম।

ফ্রিৎস আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করল, "রাজা কি মারা গেছেন?"

"ভগবানের দোহাই! মনে হয় না ওরকম কিছু হয়েছে। কালো মাইকেল খুব সম্ভব ওঁকে ধরে নিয়ে গেছে।"

ফ্লাভিয়ার সঙ্গে দেখা

রাজার জীবন সব সময় সুখের হয় না। তবে ওই ভূমিকায় অভিনয় করার কাজটা আরো দুঃখের। পরের দিন সকাল থেকেই সাপ্ত্ শেখাতে বসে গেল — রাজা হিসাবে আমাকে কী কী করতে হবে আর হবে না। ঝাড়া তিন ঘণ্টা ওর উপদেশ শোনার পরেও রেহাই পেলাম না। জলখাবারের টেবিলে বসেও শুনতে হল রাজা কেমন খাবার পছন্দ করতেন না করতেন। তারপর এসে গেলেন চ্যান্সেলার। এবার আবার আমার বোঝানোর পালা। তিন ঘণ্টা ধরে তাঁকে বলতে হল কী ভাবে হাতে চোট পেলাম (এতে অবশ্য ভালোই হয়েছিল, কারণ এর ফলে লেখার কাজ এড়াতে পেরেছিলাম)। চ্যান্সেলার চলে যাওয়ার পর এলেন ফরাসি রাজদূত। এবার বেশি সমস্যা হল না। এই ব্যাপারে রাজার আর আমার জ্ঞান মোটামুটি একই রকম ছিল।

অবশেষে দেখা সাক্ষাৎ পর্ব শেষ হল। আমি চাকরকে গলা ভেজাবার মত কিছু আনতে নির্দেশ দিলাম। তারপর সাপ্তের দিকে ফিরে বললাম, "আজকের মত বিশ্রাম চাই।"

ফ্রিৎস ফন টার্লেনহাইম কাছেই দাঁড়িয়েছিল, ও বলল,

"এই ভাবে আর কত সময় নষ্ট করব আমরা? মাইকেলের সঙ্গে বোঝাপড়া তাহলে কখন হবে?"

সাপ্ত্ ওর কাঁধে একটা হাত রেখে বলল, "ধীরে বৎস, ধীরে, মাইকেলকে খতম করলেই কি রাজা বেঁচে ফিরতে পারবেন?"

"তাহলে কি আমাদের কিছুই করার নেই?" বলল ফ্রিৎস।

"অন্তত বোকার মত কিছু করার নেই," সাপ্ত্ জবাব দিল।

আমি ফ্রিৎসকে বললাম, "মাইকেলের মুখোশ খুলতে গেলে আমার মুখোশও খুলে যাবে —"

সাপ্ত্ সঙ্গে সঙ্গে বলল, "আর সেই সঙ্গে রাজার।'

আমি বললাম, "ডিউকের মুখোমুখি হওয়ার জন্য আমি তৈরি, অপেক্ষা করছি ও নিজে কতক্ষণে সেই সুযোগ তৈরি করে দেয়।"

"ডিউক রাজাকে শেষ করে ফেলবে," ফ্রিৎস তার মত জানাল।

সাপ্ত্ বলল, "ও কখনও তা করবে না।"

"ছয় জনের মধ্যে তিনজনই এখন স্ট্রেলসুতে আছে," ফ্রিৎস বলল।

"তুমি ঠিক জান?" জিজ্ঞেস করল সাপ্ত্।

"হ্যাঁ — তিন জন।"

"তাহলে রাজা বেঁচে আছেন, কারণ বাকি তিনজন ওঁকে পাহারা দিচ্ছে," উত্তেজিত ভাবে সাপ্ত্ বলল।

"ঠিক বলেছ," দেখলাম ফ্রিৎসের মুখ উত্তেজনায় জ্বল জ্বল করছে।

"রাজাকে শেষ করে ফেললে ওরা সবাই মাইকেলের সঙ্গে এখানে চলে আসত। মাইকেল এখন এখানে, জান তো কর্নেল?"

"হ্যাঁ, জানি।"

"দাঁড়াও, দাঁড়াও!" আমি বললাম, "তোমরা যে-ছয় জনের কথা বলছ তারা কারা?"

"মনে হয় খুব তাড়াতাড়ি তাদের সঙ্গে তোমার পরিচয় হবে," সাপ্ত্ আমাকে বলল।

"এই ছয় জনকে মাইকেল খাওয়ায় পড়ায়, এরা হল ওর সর্বক্ষণের অনুচর। এদের মধ্যে তিনজন রুরিটানিয়ান, একজন ফরাসি, একজন বেলজিয়ান আর একজন তোমার দেশের লোক।"

"এদের প্রত্যেকটাই খুনে," ফ্রিৎস বলল।

আমি বললাম, "আমাকেও খুন করতে পারে তাহলে!"

"অসম্ভব নয়," সাপ্ত্ একমত হল, "এখানে এখন কারা আছে ফ্রিৎস?"

"দ্য গতে, বার্সোনিন আর ডেটচার্ড।"

"তাহলে এদের কেউ ওই দলের মধ্যে ছিল না?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"থাকলে তো খুশিই হতাম," বলল সাপ্ত্।

এর মধ্যে রাজকীয় কায়দা-কানুনের একটা ব্যাপার শিখতে পেরেছিলাম, তা হল অতি ঘনিষ্ঠ জনের কাছেও মনের সব কথা খুলে বলবে না। আমাকে কী করতে হবে সেটা মনে মনে ঠিক করেই নিয়েছিলাম। আগে লোকেদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠতে হবে তারপর মাইকেলের মোকাবিলা। আসলে, এই ভাবে চললে, যখন সরাসরি ওর সঙ্গে আমার বিরোধ বাঁধবে তখন লোকে মাইকেলকেই অকৃতজ্ঞ বলে মনে করবে।

তবে, সরাসরি কোন বিরোধের মধ্যে আমার অবশ্য যাওয়ার ইচ্ছা ছিল না। যা পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছিল তাতে রাজার স্বার্থ রক্ষা করতে হলে গোপনীয়তাই ছিল একমাত্র উপায়।

আমি ঘোড়া তৈরি করতে নির্দেশ দিয়ে সাপ্ত্ আর ফ্রিৎসের সঙ্গে রাজধানী চক্কর দিতে বেরোলাম। লোকজনের অভিনন্দন গ্রহণ করতে করতে শেষ পর্যন্ত রাজকুমারী ফ্লাভিয়ার প্রাসাদে গিয়ে উপস্থিত হলাম। লোকজনেরা আমাকে ওখানে দেখে খুশিতে চিৎকার করে উঠল। প্রজাদের কাছে রাজকুমারী খুবই জনপ্রিয় ছিলেন আর চ্যান্সেলারও আমাকে বলেছিলেন, বিয়ের ব্যাপারটা তাড়াতাড়ি সেরে ফেলতে পারলে আমার ভাবমূর্তি সাধারণের সামনে আরো ভালো হয়ে উঠবে। তবে চ্যান্সেলরের জানা ছিল না, তাঁর উপদেশ মত কাজ করা আমার পক্ষে কতটা কঠিন। তবে আমি ভেবে দেখেছিলাম, রাজকুমারীর সঙ্গে দেখা করার মধ্যে কোন ক্ষতি নেই, ফ্রিৎসও আমার যুক্তিই সমর্থন করেছিল।

আমি জানতাম, এই জটিল খেলার সব থেকে কঠিন পর্ব হল রাজকুমারীর সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখা। রাজকুমারীকে আকৃষ্ট করতে হবে কিন্তু নিজে দুর্বল হলে চলবে না। অন্য জনের হয়ে ভালোবাসার অভিনয় করতে হবে — তাও আবার এমন একজনের সঙ্গে — যার থেকে সুন্দর আমি জীবনে আর কিছু

দেখিনি। আমি যে তার বিষয়ে চিন্তা করি, ভালোবাসি সেটা বুঝিয়ে দিতে হবে — কিন্তু ব্যাস ওই পর্যন্তই।

রাজকুমারীর সঙ্গে দেখা হলে ও বলল :

"তুমি তো দারুণ জনপ্রিয় হয়ে উঠছ। একেবারে শেক্সপিয়ারের রাজা!"

আমি বললাম, "তুমি আমাকে রাজা, রাজা, বলে সম্মান না দিয়ে স্বচ্ছন্দে আমার নাম ধরে ডাকতে পার।"

আমার দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ও বলল, "রুডলফ! আমাকে এই সম্মান দেওয়ার জন্য আমি যে কতটা খুশি তা বলে বোঝাতে পারব না।"

এই প্রসঙ্গটা শেষ করার জন্য তাড়াতাড়ি আমি বললাম :

"শুনছি আমার ভাই নাকি এখন এখানে আছে।"

"হ্যাঁ, আমিও শুনেছি।"

"স্ট্রেলসু ছেড়ে ও খুব বেশি দিন বাইরে থাকতে পারে না," একটু হেসে আমি বললাম, "তবে কাছাকাছি যত থাকে ততই মঙ্গল।"

মনে হল, খুশিতে ওর চোখগুলো যেন জ্বল জ্বল করছে, তাই বললাম, "এতে তোমার এত খুশি হওয়ার কী হল?"

"আমি খুশি তোমাকে কে বলল?"

"অনেক লোকেই সে রকম বলে শুনেছি।"

"যারা বলে তারা কিছু না জেনেই বলে," রাজকুমারী একটু ঝাঁঝিয়ে উঠল।

"তুমি কি আমাকেও সেই সব লোকেদের মধ্যে ধর?"

"তাই কি সম্ভব?"

এই সময় রাস্তায় লোকজনের চিৎকার শোনা গেল। রাজকুমারী দৌড়ে জানলার কাছে গিয়ে উঁকি মেরে বলল :

"ওই যে! স্ট্রেলসুর ডিউক আসছে।"

আমি কোন কথা না বলে একটু হাসলাম। বাইরের চিৎকার আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল, তবে পাশের ঘরে লোকজনের পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। ফ্লাভিয়া এসে বসার পর আবার আমরা কথা বার্তা শুরু করলাম। কিছুক্ষণ বাদে

ফ্লাভিয়া হঠাৎ বলল :

"তুমি কি ওকে ইচ্ছা করে রাগিয়ে দিতে চাও?"

"কে কাকে রাগিয়ে দিতে চায়?"

"কেন, তুমি তো ওকে বসিয়ে রেখেছ।"

"দেখ! আমি ওকে বসিয়ে রাখতে.... "

"তাহলে কি আমি ওকে এখানে আসতে বলব?"

"নিশ্চয়, তুমি যদি মনে কর।"

"তুমি যতক্ষণ আছ ততক্ষণ তুমি না বললে কেউ এখানে আসতে পারবে না, জান না।"

"চমৎকার নিয়ম, কিন্তু আমি ও কথা একদম ভুলে গিয়েছিলাম", আমি বললাম।

ফ্রিৎস এই ব্যাপারে কিছু বলেনি বলে ওর উপর রাগ হচ্ছিল। তারপর তাড়াতাড়ি ব্যাপারটাকে সামাল দেওয়ার জন্য পাশের ঘরে গেলাম। দেখলাম, মুখ কালো করে মাইকেল বসে আছে।

আমি মাইকেলকে বললাম, "তুমি এসেছ জানলে তোমাকে একটুও অপেক্ষা করতে হত না। আমি রাজকুমারীকে আগেই বলে দিতাম।"

মাইকেল আমাকে ধন্যবাদ জানাল ঠিকই কিন্তু ওর বিরক্তি ঢেকে রাখতে পারল না। একজন অপরিচিত লোকও ওকে দেখলেই বুঝতে পারত আমার উপর ও কতখানি বিরক্ত।

"আপনার হাতে চোট লেগেছে দেখছি?" মাইকেল জিজ্ঞেস করল। আমি উত্তরে বললাম, "হ্যাঁ, একটা রাস্তার কুকুরের সঙ্গে খেলা করছিলাম, জানই তো ওদের মেজাজ বোঝা দায়।"

আমার কথা শুনে মাইকেল একটু করুণ হাসি হাসল।

"কুকুরের কামড় থেকে কোন বিপদ হবে না তো?" ফ্লাভিয়া চিন্তিত মুখে জিজ্ঞেস করল।

"মনে হয় না। তবে পরে কিছু হবে কিনা দেখা দরকার।"

"যদি হয়?" মাইকেল জিজ্ঞেস করল।

"তাহলে ওটাকে শেষ করে ফেলতে হবে," আমি বললাম।

"তুমি আর কুকুর নিয়ে খেলতে পারবে না," বলল ফ্লাভিয়া।

"প্রয়োজন হলে খেলতেই হবে।"

"তাহলে তো ওটা আবার কামড়াতে আসবে।"

আমি হেসে বললাম, "চেষ্টা নিশ্চয় করবে।"

তারপর কথা ঘোরানোর জন্য অন্য বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু করলাম। মাইকেল আর নিজেকে সামলাতে পারবে না বুঝতে পেরে আমাদের কাছ থেকে ওঠার অনুমতি চাইল। তারপর দরজার কাছে গিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল,

"আমার তিনজন বন্ধু আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়, ওরা পাশের ঘরেই আছে।"

আমি মাইকেলের কাঁধে হাত দিয়ে খুব অন্তরঙ্গ ভাব দেখিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকলাম।

"এই যে, এদের কথাই বলেছিলাম, মহারাজের অনুগত, আমার বিশ্বস্ত তিন বন্ধু।"

"খুব খুশি হলাম।"

ওরা এক এক করে এসে আমায় অভিবাদন জানাল।

প্রথমে এল দ্য গতে, লম্বা-রোগা তবে গোঁফ জোড়া বেশ দেখার মত। তারপর এল বার্সোনিন, মাঝারি গড়ন তবে মাথা জোড়া টাক, বয়স যে খুব বেশি তা নয়। শেষে এল ডেটচার্ড, ইংল্যাণ্ডের লোক, ছুঁচলো মুখ আর ছোট করে কাটা চুল। গায়ের রং রোদে পুড়ে তামাটে হয়ে গেছে। চওড়া কাঁধ দেখে মনে হল লোকটা ভালো লড়তে পারে।

ওদের বিদায় করার পর আমি রাজকুমারীর দিকে নজর দিলাম। ও দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল।

খুব আস্তে আস্তে ফ্লাভিয়া আমাকে বলল,

"রুডলফ, তুমি সাবধানে থাকবে, বল, থাকবে তো?"

"কিসের থেকে সাবধান হব?"

"তুমি তো জান .... আমি বলতে পারব না। ভেবে দেখ, তোমার জীবন ...."

"আমার জীবন কী?"

"রুরিটানিয়ার জন্য।"

আমি আস্তে করে বললাম, "শুধু রুরিটানিয়ার জন্য?"

দেখলাম ওর মুখ লাল হয়ে উঠেছে।

"বন্ধুদের জন্যও," ফ্লাভিয়া বলল।

"বন্ধু?"

"হ্যাঁ, বন্ধু, আমার মতো বন্ধু, যে তোমাকে ভালোবাসে।"

আমি এর উত্তরে কোন জবাব দিতে পারলাম না। কেবল ওর হাতের উপর একটা চুমু খেয়ে, নিজের ভাগ্যকে দোষ দিতে দিতে বের হয়ে এলাম।

চায়ের টেবিল

এখন যদি আমি আমার প্রত্যেক দিনের ঘটনা বলতে বসি, তাহলে সেই সব লোকেরা উৎসাহ পাবেন যাঁদের কখনই রাজপ্রাসাদে দিন কাটানোর সুযোগ হবে না। অন্যদিকে আবার আমি প্রাসাদের গোপন রাজনীতি নিয়ে কিছু বলতে বসলে তা য়ুরোপের বিশিষ্ট কিছু মানুষকে আকৃষ্ট করবে। তাই, ঠিক করেছি, সেরকম কিছুই লিখব না অথবা বলব না। আমার মনে হয় সব থেকে ভালো হবে যদি আমি রুরিটানিয়ার রাজনীতির বিশেষ কয়েকটি দিক সম্পর্কেই শুধু আলোকপাত করি। রাজার ভূমিকায় অভিনয় করতে গিয়ে ভুলভ্রান্তি যে হয়নি তা নয়। অনেক সময় এমনও ঘটেছে যে রাজার পুরনো অনেক বন্ধুকে ঠিক সময় চিনে উঠতে পারিনি। আবার কখনও বা পুরনো ঘটনা বা স্মৃতি মনে করতে পারিনি। এই রকম সব সময়ে আমাকে নির্ভর করতে হয়েছে আমার অভিনয় ক্ষমতার উপর। অস্বস্তিকর অবস্থা কাটিয়ে উঠতে হয়েছে ব্যক্তিত্বের জোরে। ঈশ্বরের অসীম করুণায় আমি সব ধরনের বেয়াড়া অবস্থারই মোকাবিলা করতে পেরেছিলাম। আমার সব থেকে বড় সহায় ছিল রাজার সঙ্গে চেহারার মিল।

একদিন সাপ্ত্ আমার ঘরে এল। আমার দিকে একটা চিঠি ছুঁড়ে দিয়ে বলল, "এটা তোমার জন্য — কোনও মেয়ের হাতের লেখা বলে মনে হচ্ছে। এটা পড়ার আগে তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।"

"কী কথা?"

"রাজা জেণ্ডার দুর্গেই আছেন," সাপ্ত্ বলল।

"তুমি সেটা কী করে জানলে?"

"মাইকেলের বাকি তিন স্যাঙাতও এখানে এসে জুটেছে। আমি খোঁজ নিয়েছি, লাউয়েনগ্রাম, ক্রাফ্স্টাইন আর রুপার্ট হেনৎসাউ —তিন শয়তানই বহাল তবিয়তে রুরিটানিয়াতে দিন কাটাচ্ছে।"

"আমাদের কী করতে হবে?"

"ফ্রিৎস চাইছে লোকজন, সৈন্য নিয়ে দুর্গের দিকে রওনা দিতে।"

"তারপর খাল পেরিয়ে দুর্গে ঢুকে পড়তে!"

"অনেকটা সেরকমই," সাপ্ত্ আস্তে আস্তে বলল, "তবে ওই রকম কিছু করলে রাজাকে আর ফিরে পাওয়া যাবে না বলেই আমার মনে হয়।"

"রাজাকে যে ওরা ওখানেই রেখেছে সে ব্যাপারে তুমি এত নিশ্চিত হচ্ছ কী করে?"

"কারণ, এ ছাড়া অন্যরকম কিছু হওয়া সম্ভব নয়। তুমি ভেবে দেখ, তিনজন এখন এখানে আছে। সাঁকোটা তোলা থাকছে। মাইকেল কিংবা হেনৎসাউ না বললে একটা লোকও ঢুকতে পারবে না। ফ্রিৎসকে আটকানো দরকার।"

আমি বললাম, "আমি নিজে জেণ্ডা যাব।"

"তুমি কি পাগল হলে!"

"কখনো তো যেতে হবেই।"

"হয়ত। সেরকম কিছু হলে তুমি হয়ত আর কখনো ফিরে নাও আসতে পার।"

"তার জন্য আমি ভয় পাই না," বেপরোয়া ভাবে আমি বললাম।

সাপ্ত্ বলল, "মহারাজের, মনে হচ্ছে, রক্ত গরম হয়ে উঠেছে। প্রেমের ব্যাপারে মহারাজ কতদূর এগোলেন?"

"এই ব্যাপারে তোমার কাছ থেকে আমি কিছু শুনতে চাই না," আমি বললাম।

আমার দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে সাপ্ত্ পাইপ ধরাল।

সেদিন আমার মেজাজ সত্যি সত্যিই গরম হয়ে ছিল, তাই আমি না থেমে

ওকে বললাম, "আমি যেখানেই যাই সেখানেই দেখছি একপাল লোক নজরদারি করতে আমার পিছনে পিছনে যাচ্ছে।"

"জানি, আমিই ওদের পাঠাই," সাপ্ত্ বলল।

"জানতে পারি কেন?"

ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে সাপ্ত্ বলল, "তুমি যদি হঠাৎ উধাও হয়ে যাও তাহলে মাইকেলের খুবই সুবিধে হবে। ওর যে-শয়তানি আমরা বন্ধ রাখতে পেরেছি তা নতুন করে আরম্ভ করতে আর কোন অসুবিধে থাকবে না।"

"আমি আমার দেখ্ভাল নিজেই করতে পারব।"

"মনে রেখো, দ্য গতে, বার্সোনিন, ডেটচার্ড তিনজনই এই মুহূর্তে স্ট্রেলসুতে আছে। আমি যেমন সুযোগ পেলেই মাইকেলের গলা কাটতে পারি অনায়াসে — ওরাও তেমনি তোমারটা কাটতে পারে। আর সেটা সম্ভবত আমার থেকেও অনেক খারাপ ভাবে পারে। যাই হোক, এখন বলো চিঠিতে কী লেখা আছে।"

আমি চিঠি খুলে জোরে জোরে পড়তে আরম্ভ করলাম :

"এই চিঠিটা রাজার ভালোর জন্যই লিখছি। নিউ অ্যাভেনিউ বলে যে রাস্তাটা আছে তার একেবারে শেষে অনেকটা জমি-ওয়ালা একটা বড় বাড়ি দেখতে পারেন। বাড়িটা উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা, তবে পিছনের দিকে একটা ছোট দরজা আছে। আজ রাত বারোটার সময় রাজা যদি একা ওই দরজা দিয়ে ভিতরে আসেন তাহলে পাঁচ-ছয় পা হাঁটলেই একটা ছোট ঘর দেখতে পাবেন। ওই ঘরে এমন কেউ থাকবে যে কিছু জরুরি খবর দিতে পারবে। চিঠিটা একজন বন্ধুর লেখা বলেই ধরে নেবেন। তবে সব থেকে বড় কথা হল, আসতে হবে একা। কাউকে সঙ্গে আনা চলবে না। চিঠিটাকে অর্থহীন মনে করে না এলে 'ওঁরই' বিপদ হবে। চিঠি অন্য কাউকে দেখাবেন না, তাহলে যে-মহিলা তাঁকে ভালোবাসেন তাঁর জীবন বিপন্ন হবে। মনে রাখবেন, মাইকেল কাউকে ক্ষমা করে না।"

"যাওয়া যাবে না।" চিঠি পড়া শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাপ্ত্ বলল, "তবে চিঠিটা লিখেছে বেশ, তাই না?"

আমিও ওর সঙ্গে এক মত হলাম। চিঠিটা ফেলে দিতে যাচ্ছি এমন সময় হঠাৎ চোখে পড়ল পিছন দিকেও কিছু লেখা আছে। "আরে! পিছনেও লেখা আছে।"

"তোমার যদি দ্বিধা থাকে, তাহলে কর্নেল সাপ্তের সঙ্গে পরামর্শ কর ..."

"ও কি আমাকে তোমার থেকেও গাধা মনে করে নাকি?" সত্যি সত্যিই অবাক হয়ে সাপ্ত্ বলল।

আমি ওকে চুপ করতে ইশারা করলাম।

"ওকে জিজ্ঞেস করবেন এরকম কোন মহিলা আছেন কিনা যিনি মাইকেল রাজা হোক চান না, আর এও চান না যে ফ্লাভিয়ার সঙ্গে মাইকেলের বিয়ে হোক। জানতে চাইবেন, সেই মহিলার নামের শুরু কি 'আ' দিয়ে?"

আমি পড়া শেষ করে লাফিয়ে উঠলাম। সাপ্তও পাইপটা নামিয়ে রাখল।

আমি উত্তেজিত ভাবে বললাম, "এ নিশ্চয়, আঁতোয়ানেত দ্য মবাঁ।"

"তুমি কী করে বুঝলে?" সাপ্ত্ জিজ্ঞেস করল।

আমার সঙ্গে প্রথম কী করে মহিলার দেখা হয়েছিল থেকে শুরু করে আমি যা যা জানি সব খুলে বললাম।

চিন্তিতভাবে ও বলল, "যতদূর মনে পড়ছে ওই মহিলার সঙ্গে মাইকেলের একটা সম্পর্ক ছিল।"

"সেই রকম যদি কিছু থেকে থাকে, তাহলে উনি নিজেই আমাদের কাছে আসবেন," আমি বললাম।

"আমার মনে হচ্ছে, মাইকেল ওঁকে চিঠিটা লিখতে বাধ্য করেছে।"

"আমারও সেই রকমই সন্দেহ হচ্ছে। তবে নিশ্চিত হওয়ার জন্য আমার যাওয়া প্রয়োজন। সাপ্ত্, আমি যাব।"

সাপ্ত্ বলল, "না, আমিই যাব।"

"তুমি যেতে পার, কিন্তু গেট পর্যন্ত।"

"আমি ওই ঘরেই যাব।"

"তুমি গেলে সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে।"

আমি দাঁড়িয়ে উঠে জানলার সামনে দাঁড়ালাম, বললাম, "সাপ্ত্, আমি

ওই মহিলাকে বিশ্বাস করি, সেই জন্যই যাব।"

"আমি কোন মেয়েকেই বিশ্বাস করি না," সাপ্ত্ বলল, "সেই জন্য তুমি কোথাও যাবে না।"

"তুমি যদি আমায় যেতে না দাও তাহলে আমি ইংল্যাণ্ডে চললাম।"

সাপ্ত্ এবার বুঝতে পারল, ওর জেদ আর কাজ করবে না।

"আমরা ভাগ্য আর সময় নিয়ে খেলছি," আমি বললাম, "রাজাকে উদ্ধার করতে না পারা মানে বিপদের ঝুঁকি নেওয়া, অন্যদিকে আমাকেও যে ভাবে দিন কাটাতে হচ্ছে তাতেও ঝুঁকি আছে। সাপ্ত্ তুমি বোঝার চেষ্টা কর, এই খেলা এবার শেষ করা দরকার।"

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ও বলল, "তাই হবে।"

বিস্তারিত বিবরণের মধ্যে না গিয়ে শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট যে সেই রাত্রে সাড়ে এগারোটার সময় আমি আর সাপ্ত্ ঘোড়ায় চড়ে রওনা হলাম। ফ্রিৎসকে পাহারায় রেখে যাওয়া হল, ওকে তখনই সব কিছু খুলে বলা হল না। চারদিক ছিল একদম ঘুটঘুটে। আমি সঙ্গে তরোয়াল নিইনি। তবে একটা রিভলভার, বড় ছোরা আর একটা চোরা লণ্ঠন সঙ্গে নিয়েছিলাম। আমরা দরজার কাছে পৌঁছে ঘোড়া থেকে নামলাম।

সাপ্ত্ বলল, "আমি এখানেই অপেক্ষা করছি। যদি গুলির শব্দ শুনতে পাই, তাহলে —"

"তুমি যেখানে আছ সেখানেই থাক, মনে রেখ এটাই একমাত্র সুযোগ। এমন কিছু কোর না যাতে পরে আপশোস হয়।"

"ঠিক বলেছ, যাও, গুড লাক।"

আমি গেটের উপর আস্তে করে চাপ দিলাম, একবার ক্যাঁচ করে উঠেই ওটা খুলে গেল, দেখলাম একটা ঝোপ-ঝাড়ওয়ালা জলা জায়গার মধ্যে এসে পড়েছি। ডান দিকে একটা পায়ে চলা রাস্তা চলে গেছে, আমি নির্দেশ মত ওই রাস্তা ধরে সাবধানে চলতে শুরু করলাম। লণ্ঠনটা নিভিয়ে রেখেছিলাম, তবে রিভলভারটা হাতেই ছিল। কোন শব্দ শোনা যাচ্ছিল না। অন্ধকারের মধ্যে আবছা ভাবে ঘরটা চোখে পড়ল। সিঁড়ির কাছে পৌঁছনোর পর দেখলাম একটা

ভাঙাচোরা দরজা কোন মতে খাড়া আছে। ওই দরজার পাল্লা ঠেলেই ভিতরে ঢুকলাম। একজন মহিলা প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাকে ঠেলে পাশে সরিয়ে দিলেন।

"পাল্লা দুটো বন্ধ কর," মহিলা ফিসফিস করে বললেন। আমি ওঁর কথা মত দরজা বন্ধ করে ওঁর দিকে ফিরলাম। মহিলার পরনে ছিল সন্ধ্যার পোশাক, ওই পোশাকে ওঁকে চমৎকার দেখাচ্ছিল। ঘরটা ছিল মাঝারি মাপের। আসবাব বলতে ছিল কয়েকটা মাত্র চেয়ার আর একটা লোহার টেবিল, যে রকম টেবিল অনেক সময় চায়ের দোকানে দেখতে পাওয়া যায়।

"কথা বলো না," মহিলা বললেন। "আমাদের হাতে সময় বেশি নেই, তাই যা বলছি মন দিয়ে শোন। আমি তোমাকে চিনতে পেরেছি মিস্টার রাসেনডিল। তোমাকে চিঠিটা আমি ডিউকের নির্দেশে লিখেছি।"

আমি বললাম, "সেই রকমই আমি আন্দাজ করেছি।"

"কুড়ি মিনিটের মধ্যেই তিনজন লোক তোমাকে খুন করতে আসবে।"

"তিনজন — সেই তিনজন?"

"হ্যাঁ, তোমাকে তার মধ্যেই পালাতে হবে। এই রাতে যদি পালাতে না পার তাহলে তোমাকে খুন করবে — "

"ওরা খুন করবে!"

"শোন শোন! তোমাকে খুন করার পর লাশটা শহরের একেবারে বাইরের দিকে নিয়ে যাবে। মাইকেল তৎক্ষণাৎ তোমার বন্ধুদের — কর্নেল সাপ্ত্ আর ক্যাপ্টেন ফন টার্লেনহাইমকে গ্রেফতার করবে — স্ট্রেলসু অবরোধের কথা ঘোষণা করে জেণ্ডাতে লোক পাঠাবে। সেই খবর পেয়ে বাকি তিনজন দুর্গের মধ্যে রাজাকে খুন করবে। এর পর ডিউক নিজেকে রাজা বলে ঘোষণা করবে আর ফ্লাভিয়াকে প্রয়োজন হলে জোর করে বিয়ে করবে। এখন বুঝতে পেরেছে?"

"বেশ সুন্দর চক্রান্ত। কিন্তু মাদাম আপনি কেন .... ?"

"তুমি আমাকে ধর্মভীরু বা ঈর্ষাকাতর যা ইচ্ছা ভেবে নিতে পার। কিন্তু আমার পক্ষে কি কোন ভাবেই ওই বিয়েটা মেনে নেওয়া সম্ভব? তুমি এখন

যাও, তবে মনে রেখ তোমার জীবন আর মোটেই সুরক্ষিত নয়। তিনজন সবসময় তোমার পিছনে লেগে থাকবে। এতক্ষণে মনে হয় ওরা গেটের সামনে পাহারা দিতে শুরু করে দিয়েছে। তুমি খুব সাবধানে যাবে, একশ গজ হাঁটলেই দেখতে পাবে পাঁচিলের গায়ে একটা মই ঠেকিয়ে রাখা আছে। ওইটা দিয়ে পাঁচিল ডিঙিয়ে পালাও।"

"আপনার কী হবে?" আমি বললাম।

"আমাকে আমার মত করে চলতে হবে। ও যদি বুঝতে পারে আমি কী করেছি তাহলে আর কোনদিনই আমাদের দেখা হবে না। আর সে রকম যদি না হয়, তা হলে হয়ত — যাইহোক তুমি আর সময় নষ্ট কোর না, এখন যাও।"

"কিন্তু আপনি ওদের কী বলবেন আমি বুঝতে পারছি না।"

আমি ওঁর হাতের উপর একটা চুমু খেলাম।

"মাদাম, আজ রাত্রে আপনি রাজার জন্য যা করলেন তা ভোলার নয়। উনি এখন কোথায়, দুর্গে?"

প্রচণ্ড ভয়ে ফিসফিস করে আঁতোয়ানেত বললেন, "সাঁকো পেরিয়ে একটা ভারি দরজা দেখা যাবে, তার পিছনে ... ও কী! ও কিসের শব্দ?"

ঠিক এই সময় বাইরে পায়ের আওয়াজ শোনা গেল।

"ওরা আসছে! এত তাড়াতাড়ি! ঈশ্বর কী হবে!" ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে উঠলেন মাদাম মবাঁ।

আমি বললাম, "একেবারে সময় মতো এসে পড়েছে।"

"আলোটা নিভিয়ে দাও। দরজায় একটা ফুটো আছে। তুমি কী ওদের দেখতে পাচ্ছ?"

ফুটোতে চোখ লাগাতেই তিনটে আবছা চেহারা চোখে পড়ল। আমি রিভলভারের সেফটি ক্যাচ খুলে তৈরি হলাম। আঁতোয়ানেত আমার হাতটা চেপে ধরলেন।

"তুমি হয়ত একজনকে মারতে পারবে, কিন্তু তারপর?"

"মিস্টার রাসেনডিল।"

আমি কোন উত্তর দিলাম না।

"আমরা তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই। তুমি কথা দাও আমরা গুলি না চালালে তুমিও চালাবে না?"

আমি বললাম, "আমি কি মিস্টার ডেটচার্ডের সঙ্গে কথা বলছি?"

"নাম নিয়ে তোমার ভাবার কোন দরকার নেই।"

"আমরা তোমার কাছে একটা প্রস্তাব নিয়ে এসেছি।"

আমি ফুটো থেকে চোখ সরাইনি। দেখলাম তিনজন কথা বলত বলতে এগিয়ে আসছে, ওদের হাতের রিভলভারগুলো দরজার দিকে তাক করা।

"তুমি কি আমাদের ভিতরে ঢুকতে দেবে? শপথ করছি কথার খেলাপ হবে না।"

আঁতোয়ানেত ফিস ফিস করে বললেন, "ওদের কথা বিশ্বাস কোরো না।"

আমি একটু জোরে ওদের উদ্দেশে বললাম, "তোমাদের যা বলার দরজার ওপাশ থেকেই বল।"

"কিন্তু তুমি তো দরজা খুলে গুলি চালাতে পার," ডেটচার্ড বলল। "আমরা হয়ত তোমাকে শেষ করে দিতে পারি, কিন্তু সেরকম হলে তুমিও অন্তত আমাদের একজনকে শেষ করবে। তোমাকে শপথ করতে হবে আমাদের কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত গুলি চালাবে না।"

"ওদের বিশ্বাস কোর না," আবার আঁতোয়ানেত ফিস ফিস করে বললেন। এই সময় চট করে একটা চিন্তা আমার মাথায় এল। একটুক্ষণ ভাবলাম। মনে হল এরকম হওয়া অসম্ভব নয়।

"আমি গুলি চালাব না কথা দিচ্ছি। কিন্তু তোমাদের যা বলার বাইরে থেকেই বলতে হবে।"

"এটাই ভালো।"

ফুটো দিয়ে দেখতে পেলাম ওরা আরো কিছুটা এগিয়ে এল। কিন্তু কোন কথাবার্তা শোনা গেল না। তখন আমি গলা চড়িয়ে বললাম,

"তোমাদের কী বলার আছে বল?"

"নিরাপদে সীমান্তের ওপাশে যেতে পারবে, সেইসঙ্গে পঞ্চাশ হাজার

টাকাও দেওয়া হবে।"

আঁতোয়ানেত সঙ্গে সঙ্গে ফিস ফিস করে বলে উঠলেন, "না, না, শয়তানদের কোন কথায় বিশ্বাস কোর না।"

"প্রস্তাবটা ভালোই," আমি চেঁচিয়ে বললাম, সেই সঙ্গে দেখতে পেলাম শয়তানগুলো প্রায় দরজার উপর এসে পড়েছে। শয়তানগুলো কী করতে চায় আমি আগেই বুঝতে পেরেছিলাম। কথায় কথায় ভুলিয়ে রেখে হঠাৎ ভিতরে ঢুকে পড়বে।

আমি বললাম, "আমাকে একটু ভাবতে সময় দাও।"

ফিরে আঁতোয়ানেতকে বললাম, "দরজার সামনে থেকে সরে দাঁড়ান।" মাদামও ভয় পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কী করতে চাইছ?"

"দেখতেই পাবেন।"

আমি দুহাতে লোহার টেবিলটা তুলে নিলাম। ওটা খুব ভারি ছিল না। টেবিলটা আমার মাথা আর শরীর ঢেকে ফেলল। এই সময় দেখলাম দরজাটা সামান্য নড়ে উঠল, কেউ বাইরে থেকে আস্তে করে ঠেলে থাকবে। টেবিলটাকে সামনে রেখে যতদূর পিছানো যায় পিছিয়ে গিয়ে চিৎকার করে বললাম,

"আমি তোমাদের কথায় রাজি। তোমরা যদি দরজা খুলে .... "

ডেটচার্ড বলল, "তুমি নিজেই খুলে দাও।"

"ওটা বাইরের দিকে খোলে। সরে দাঁড়াও, নাহলে ধাক্কা লেগে যেতে পারে," আমি ওদের বললাম।

তারপর কব্জাটা নিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে বললাম, "কব্জাটা আটকে গেছে বলে মনে হচ্ছে।"

মুখে প্রথমে চুক চুক আওয়াজ করল ডেটচার্ড, পরে, "আমিই ওটা খুলছি" — চিৎকার করে বলল সে।

একটু বাদেই দরজাটা হাট হয়ে খুলে গেল। দেখতে পেলাম তিনজন পাশাপাশি রিভলভার হাতে দাঁড়িয়ে আছে। আমি ওদের চমকে দেওয়ার জন্য খুব জোরে চিৎকার করে উঠে পিছনের দরজার দিকে ছুটে গেলাম। তিনটে

গুলি টেবিলটাতে এসে লাগল। আঁতোয়ানেত ভয় পেয়ে সিঁটিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। কিন্তু আমি এবার নিজেকে কিছুটা সুবিধেজনক অবস্থায় নিয়ে এলাম।

দ্য গতে আর বার্সোনিন পরিস্থিতি দেখে কিছুটা হকচকিয়ে গিয়েছিল। ডেটচার্ড সামলে নিয়ে আবার গুলি চালাল। আমিও এবার ওদের দিকে দ্রুত একটা গুলি চালালাম। দৌড়ে যেতে যেতে শুনতে পেলাম, ওরা আমাকে গালি-গালাজ করছে। ওরাও আমার পিছন ছাড়ল না দেখে আবার একটা গুলি চালালাম। ওরা দৌড়ানো থামিয়ে দিল।

আমি মনে মনে বললাম, "আশা করি মইটা ঠিক জায়গাতেই আছে।

কাঁটাওয়ালা এই উঁচু পাঁচিল মই ছাড়া পার হওয়া মুস্কিল হবে। ওই তো ওটা ওখানে আছে।" এরপর মই বেয়ে উপরে উঠতে আমার এক মিনিটও সময় লাগল না। দেখতে পেলাম আমাদের ঘোড়া দুটো দাঁড়িয়ে আছে, তারপর শুনলাম গুলির শব্দ। সাপ্ত্‌ গুলি চালাচ্ছে। ও আমাদের গুলির শব্দ পেয়েছে, তাই বন্ধ দরজার ফাঁক দিয়ে গুলি চালাচ্ছে। ও ভুলে গেছে এই লড়াইতে ওর জড়িয়ে পড়ার কথা নয়। আমি চুপি চুপি ওর পাশে গিয়ে কাঁধে একটা হাত রাখলাম, "চল, বাড়িতে গিয়ে শুতে হবে। তোমাকে একটা দারুণ গল্প শোনাব।"

"তুমি ঠিক আছ!" চমকে গিয়ে বলল ও, তারপর আমার হাতটা চেপে ধরল।

"টেবিল ঘিরে নাটকের কথা তুমি আগে কখনও শুনেছ বলে মনে হয় না। পরে সবটা শুনলে বুঝতে পারবে আমি আমার কথার দাম রেখেছিলাম। ওরা শুরু না করা পর্যন্ত কিন্তু আমি গুলি চালাইনি।"
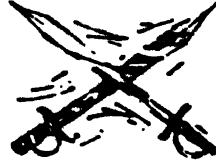
শয়তানের সুযোগ

প্রত্যেকদিন দুপুর বেলা পুলিশের বড় কর্তা এসে আমাকে রাজধানীর আর লোকজনের খবরাখবর দিয়ে যেতেন, এছাড়া বিশেষ কারো উপর নজর রাখার কথা থাকলে সেই ব্যাপারেও তখন আমাকে জানাতেন। স্ট্রেলসুতে থাকাকালীন দেখতাম সাপ্ত্ উৎসাহ নিয়ে এসব শুনত আর আমাকে আরো কী কী বলতে বা করতে হবে তাও বুঝিয়ে দিত। ওই রাত্রের ঘটনার পর আমি আর ফ্রিৎস ফন টার্লেনহাইম একদিন বসে তাস খেলছি এমন সময় সাপ্ত্ এসে ঘরে ঢুকল।

" আজকে অনেক গরম গরম খবর আছে," বসতে বসতে ও বলল।

" নতুন করে আবার কিছু খুঁজে পেলে নাকি?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

ও হাসি হাসি মুখে ঘাড় নাড়ল।

" মহামান্য স্ট্রেলসুর ডিউক হঠাৎ শহর ছেড়ে চলে গেছেন। মনে হয় জেন্ডার দুর্গে গেছেন, তবে ট্রেনে নয় ঘোড়ায় চেপে গেছেন। উনি চলে যাওয়ার এক ঘন্টার মধ্যে দ্য গতে, বার্সোনিন আর ডেটচার্ড ও শহর ছেড়েছে। পুলিশের খবর, শেষের জন হাতে চোট পেয়েছে। চোট লাগার সঠিক কারণ নাকি জানা যায়নি, তবে সন্দেহ করা হচ্ছে প্রেম ঘটিত কোন দাঙ্গা হাঙ্গামার ফলে এটা হয়েছে।"

আমি বললাম, " প্রেম ঘটিত দাঙ্গাই বটে! যাক, ওর যে কিছু হয়েছে, এতেই আমি খুশি।"

সাপ্ত্ বলল, "আরও জোর খবর, মাদাম দ্য মবাঁ (যাঁর উপর নির্দেশ অনুসারে নজর রাখা হয়েছিল) দুপুর বেলা ট্রেন ধরে শহর ছেড়ে চলে গেছেন। উনি ড্রেসডেনের টিকিট কেটেছিলেন।"

"ড্রেসডেনের ট্রেন জেন্ডাতেও থামে।"

"তবে এটাও শোন, শহরের লোকজনেরা রাজার সমালোচনা করছে। বলাবলি করছে, রাজা কেন নিজের বিয়ের ব্যাপারে উৎসাহ নিচ্ছেন না। রাজকুমারী ফ্লাভিয়ার ঘনিষ্ঠজনদের কাছ থেকে জানা গেছে, মহারাজের আচরণে তিনি খুব ক্ষুব্ধ। লোকজন রাজকুমারী আর ডিউককে ঘিরে নানা কথা কানাকানি করছে। এতে করে আখেরে ডিউকেরই লাভ হচ্ছে। আমার ব্যক্তিগত অভিমত হল, আজ রাত্রে মহারাজ যদি একটি বল নাচের আসরের আয়োজন করেন তাহলে প্রজাদের ভুল বোঝাবুঝির অবসান হবে। আর সমস্তটাই আবার মহারাজের অনুকূলে চলে আসবে।"

"এটাও তো একটা খবরের মত খবর," আমি বললাম।

"সব ব্যবস্থা যাতে ঠিক মত হয় সেটা আমি দেখছি," হাসতে হাসতে জানাল ফ্রিৎস।

আমার দিকে ঘুরে সাপ্ত্ বলল, " তোমাকে আজ রাত্রে ভালোবাসার অভিনয় করতে হবে, বুঝতে পারছ?"

"বুঝতে তো পারছি, কিন্তু একলা পাব তবে না!"

ফ্রিৎস বলল, " কোন অসুবিধে হবে না। আমি জানতে পেরেছি রাজকুমারী তোমার প্রেমে পাগল। অভিষেকের পর থেকেই রাজার সম্পর্কে ওঁর দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে গেছে। কিন্তু রাজা যে তারপর ওঁর সঙ্গে ঠিক মতন যোগাযোগ করছেন না সেই জন্য উনি খুব রেগে আছেন।"

আমি বললাম, " সবই বুঝলাম, কিন্তু আমার অবস্থাটাও তোমরা বোঝার চেষ্টা কর।"

উত্তরে সাপ্ত্ বলল, " আমার মনে হয়, রাজকুমারীকে কথায় ভোলাতে হবে, সেটাই উনি চাইছেন।"

ফ্রিৎস অবশ্য ব্যাপারটা আরো ভালো ভাবে বুঝেছে বলে মনে হল। ও কোন কথা না বলে শুধু আমার কাঁধে হাত রাখল।

" আমার মনে হয়, " উত্তাপহীন গলায় সাপ্ত্ আবার বলল, " আজ রাত্রেই তোমার প্রস্তাবটা করে ফেলা উচিত।"

"তুমি কী বলছ জান?"

"ঠিক আছে, পুরোটা না পারলে অন্তত কাছাকাছি যাও।"

" আমি ওই রকম কিছুই পারব না। রাজকুমারীকে বোকা বানানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়।"

" ঠিক আছে, ঠিক আছে," সাপ্ত্ বলল, " তোমাকে আর চাপাচাপি করব না। যতটা পার ওঁকে শান্ত করার চেষ্টা কর। এখন ভাবা দরকার মাইকেলকে নিয়ে।"

" চুলোয় যাক হতচ্ছাড়া মাইকেল!" আমি বললাম, "ওকে নিয়ে আবার কালকে ভাবলেই চলবে। চল ফ্রিৎস, বাগানে ঘুরে আসি।'

সাপ্ত্ আর কথা বাড়ালো না। ও আমার চরিত্র খুব ভালো বুঝতে পারে। সাপ্ত্ জানে, আমার উপর রাজকুমারীর রূপ-গুণের প্রভাব শত তর্ক-বিতর্কের থেকেও অনেক বেশি কাজের। ও তর্ক করা থামিয়ে দিলেও আসল সময় আমি ওর মনোমতো পথেই চলব। আমিও সাপ্তের এই যুক্তিকে কি পুরোপুরি উড়িয়ে দিতে পারি? বোধহয় না। রাজাকে যদি সিংহাসনে আবার বসানো সম্ভব হয় তাহলে রাজকুমারী ফ্লাভিয়া সেই পরিবর্তনের কিছুই বুঝতে পারবেন না। তবে যদি সেরকম কিছু সম্ভব না হয় তাহলে কী হবে জানি না। এই ব্যাপারে আমাদের মধ্যে কোন কথা হয়নি। আমার মনে হয় সাপ্ত্ চায় রাজাকে উদ্ধার করা না গেলে আমিই যেন সিংহাসনে বসি। মাইকেলকে বরদাস্ত করা ওর পক্ষে কোন মতেই সম্ভব নয়।

বল নাচের আসর ছিল একটা বিশাল জাঁকালো ব্যাপার। অনুষ্ঠানের শুরু হল আমার আর ফ্লাভিয়ার নাচ দিয়ে। ফিস ফিস, কানাকানি আর জোড়া জোড়া কৌতূহলী চোখের সামনে আমরা নাচতে লাগলাম। আধ

ঘন্টা নাচার পর আমরা খাবার ঘরের দিকে রওনা দিলাম। খেতে বসার একটু বাদেই আমি উঠে দাঁড়িয়ে যে-লাল গোলাপটা মণিমুক্ত লাগানো ব্যাজের সঙ্গে রিবন দিয়ে আমার গলায় ঝোলান ছিল সেটা খুলে ওর গলায় পরিয়ে দিলাম। চারদিকে হাততালি শুরু হতেই আমি আবার বসে পড়লাম। দেখতে পেলাম এক কোণায় সাপ্ত্ বসে বসে মুচকি হাসছে। যতক্ষণ খাওয়া চলল আমি আর ফ্লাভিয়া কেউ কোন কথা বলতে পারলাম না। নিঃশব্দে খাওয়ার পাট সাঙ্গ হল। এর পর ফ্রিৎস আমাকে একটা খোঁচা দিলে আমি উঠে দাঁড়িয়ে ফ্লাভিয়ার একটা হাত ধরে পাশের ছোট ঘরটিতে নিয়ে গেলাম। এই ঘরেই আমাদের কফি দেওয়া হল। অন্য অতিথিরা আমাদের দুজনকে একলা রেখে সরে গেলেন।

ফ্লাভিয়া বসার পর আমি তার উল্টো দিকে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার মনের মধ্যে তখন যে কী চলছিল তা লিখে বোঝাতে পারব না। হঠাৎ ফ্লাভিয়া আমার দিকে মুখ তুলে তাকাল। ওর চাহনিতেই অনেক কথা ফুটে উঠেছিল। আমি সেই মুহূর্তে ভুলে গেলাম সব কিছু. ভুলে গেলাম জেন্ডায় বন্দি রাজার কথা। ভুলে গেলাম, স্ট্রেলসুর প্রকৃত রাজা কে? আমি নিজে যে একজন ভন্ড সে কথাও মনে এল না। হাঁটু মুড়ে ওর সামনে বসে ওর হাত দুটো আমার হাতের মধ্যে টেনে নিলাম। বলার মত কোন কথা মুখে এল না। অবশ্য দরকারও ছিল না কিছু বলার। হঠাৎ ফ্লাভিয়া আমাকে ঠেলে দিয়ে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল:

"এটা কী সত্যি? না কেবল করতে হয় বলে করছ?"

"সত্যি!" আমি আবেগ-ভরা গলায় বললাম, "তুমি জান না আমি তোমাকে কতটা ভালোবাসি।"

আমার দিকে আরো কিছুটা সরে এসে ফ্লাভিয়া ফিসফিস করে বলল, "তুমি যদি রাজা না হতে রুডলফ, তাহলে আমি তোমাকে এক্ষুণি দেখিয়ে দিতাম কী করে ভালোবাসতে হয়।"

এরপর হঠাৎ আড়ষ্ট হয়ে গিয়ে ফ্লাভিয়া আস্তে আস্তে আমাকে বলল, "সাবধান রুডলফ! সাবধান! ও কিন্তু এবার পাগল হয়ে যাবে।"

"কে পাগল হয়ে যাবে? মাইকেল? কিন্তু তার থেকেও যদি খারাপ..."

"তার থেকে খারাপ আর কী হবে?"

বুঝতে পারলাম আমার সামনে একটা সুযোগ এসেছে। আমি ওর হাত ছাড়িয়ে একটু দূরে সরে গেলাম।

"আমি যদি রাজা না হই," এই বলে শুরু করলাম, "আমি যদি কোন সাধারণ লোক হই...."

কিন্তু আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই ও আমার হাত দুটো চেপে ধরল। আমি নিজেকে সামলে নিয়ে আবার শুরু করলাম,

"আমি যদি রাজা না হয়ে....."

"চুপ কর! চুপ কর লক্ষ্মিটি," ফিসফিস করে সে বলল, "আমি এইসব কথা শুনতে চাই না। আমি তোমাকে অবিশ্বাস করতে চাই না। রুডলফ তুমিই বল, যখন কোন মেয়ে কাউকে ভালোবাসে তখন কী সে তাকে বিশ্বাস না করে পারে?"

"ফ্লাভিয়া," কীরকম একটা অদ্ভুত গলায় আমি বললাম, "আমি কিন্তু তুমি যা ভাবছ তা ...."

এই সময় বাইরে কারো পায়ের শব্দ শোনা গেল। বাইরের জানালায় একটা মুখও দেখতে পেলাম। ফ্লাভিয়া ছুটে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরল। আমি যা বলতে যাচ্ছিলাম তা আর শেষ হল না। জানালার সামনে এসে দাঁড়াল সাপ্ত্।

"বিরক্ত করার জন্য ক্ষমা করবেন, কার্ডিনাল কিন্তু বহুক্ষণ আপনাকে বিদায় জানাবেন বলে অপেক্ষা করছেন," সাপ্ত্ বলল।

আমি সাপ্তের দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করলাম, কতক্ষণ ধরে ও আমাদের কথা শুনেছে। দেখে কিছু বুঝতে পারলাম না, তবে বড় মোক্ষম সময়ে যে ও উদয় হয়েছে সেটা বুঝলাম।

"মহামান্য কার্ডিনালকে আর অপেক্ষা করিয়ে রাখা যায় না," আমি বললাম।

আমরা আবার বলরুমে ফিরে গেলাম। বিদায় জানাতে জানাতে আমরা দু জন আবার আলাদা হয়ে পড়লাম। আমাকে বিদায় জানিয়ে প্রত্যেকে আবার ফ্লাভিয়ার কাছ থেকেও বিদায় নিল। দেখতে পেলাম, ঘরের বাইরে সাপ্ত্ কানে কানে কী সব বলছে, বুঝলাম, ও যতটা জানতে পেরেছে সেই খবরটাই এই ভাবে ছড়াচ্ছে। উদ্দেশ্য একটাই, মাইকেলকে হারিয়ে রাজাকে প্রজাদের সামনে তুলে ধরা। ফ্লাভিয়া, আমি, এমন কি জেন্ডায় বন্দি রাজাও এই খেলার পুতুল মাত্র। আবেগ, উচ্ছ্বাস কেবল প্রাসাদের মধ্যেই আটকে ছিল না। আমি যখন ফ্লাভিয়ার হাত ধরে বাইরে নিয়ে আসছি তখন বিশাল জনতা আমাদের দেখে উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ল। আমি কী করতে পারতাম! সত্যি কথা বললেও তখন কেউ আর আমাকে বিশ্বাস করত না, ভাবত রাজার মাথার গোলমাল হয়েছে। সাপ্তের পরিকল্পনা আর আমার আবেগ আমাকে এমন একটা জায়গায় ঠেলে দিল যেখান থেকে ফেরার আর কোন পথ নেই। ওই রাতে জনতার চোখে আমিই ছিলাম স্ট্রেলসুর রাজা, ফ্লাভিয়ার ভাবি স্বামী।

শেষ পর্যন্ত রাত তিনটের সময় আমি আমার শোবার ঘরে এসে ঢুকলাম, সাপ্ত্ও আমার সঙ্গে এল।

“রাজার জন্য তুমি আজ বিরাট উপকার করেছ,” সাপ্ত্ বলল। আমি রেগে গিয়ে ওর দিকে ঘুরে তাকালাম,

“রাজার উপকার করেছি আর সেইসঙ্গে ক্ষতি করেছি নিজের।”

সাপ্ত্ আস্তে আস্তে ঘাড় নাড়ল।

“আমি জানি তুমি কী ভাবছ, কিন্তু সম্মান রক্ষা করাটাও তো তোমার কাজ।”

“আমার কোন সম্মান কি তুমি রাখতে দিলে?”

“এই নিয়েই তুমি এত ব্যস্ত হচ্ছ, মেয়েটার সঙ্গে তো শুধু একটু চালাকি......”

“ওই ব্যাপারটা তুমি আমার উপর ছাড়। রাজাকে যদি মুক্ত করতে চাও, তাহলে আমাকে আর মাইকেলকে মুখোমুখি হতে দাও। আমার

কথা বুঝতে পারছ কি?”

“বুঝতে পারছি।”

“যা করার কিন্তু তাড়াতাড়ি করতে হবে। আজ রাতে সবই তো তুমি দেখেছ, শোননি কী কথা হয়েছে?”

সাপ্ত্ উত্তরে বলল, “হ্যাঁ, শুনেছি।”

“আমাকে যদি আরেক সপ্তাহ থাকতে হয় তাহলে আবার নতুন সমস্যার উদয় হবে। সেই ব্যাপারে কিছু ভেবেছ কি?”

“হ্যাঁ”, দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সাপ্ত্ বলল, “তুমি যদি এখন সব ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা ভাব, তাহলে তার আগে আমাকে শেষ করে দিয়ে যাওয়ার কথাও ভাবতে হবে।”

“আমি যদি কিছু লোককে আমার পক্ষে পাই তাহলে এক ঘণ্টার মধ্যে তোমার মিথ্যার মুখোশ খুলে দিতে পারি, জান?”

“জানি, তুমি সেরকম পার।”

“আমি রাজকুমারীকে বিয়ে করতে পারি আর দুই ভাইকেই একসঙ্গে .....”

“আমি তো সে কথা অস্বীকার করছি না,” সাপ্ত্ বলল।

“তাহলে দেরি কেন করছ, চল জেন্ডায় গিয়ে মাইকেলকে শেষ করে রাজাকে মুক্ত করে আনি”।

সাপ্ত্ বলল, “রাজকুমারীর কী হবে?”

এর কোন উত্তর আমার জানা ছিল না। তাই চুপ করে থাকলাম।

সাপ্ত্ আমার কাঁধে একটা হাত রাখল, তারপর ফিস ফিস করে বলল,

“ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি, তোমার মত যোগ্য এল্‌ফবের্গ আমি আর দুটো দেখিনি। রাজার নুন যেহেতু আমি খেয়েছি তাই বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারব না। চল জেন্ডা!”

আমি মুখ তুলে ওর দিকে তাকালাম। আমাদের দুজনের চোখই জলে ভরে উঠল।

ভাল্লুক শিকার

আমার মধ্যে কী রকম দ্বন্দ্ব কাজ করছিল তা বলে বোঝানোর নয়। আমি ইচ্ছা করলেই এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারতাম যাতে মাইকেল রাজাকে খুন করতে বাধ্য হয়। এই রকম কিছু করলেই সিংহাসনের পথে আর কোন কাঁটা থাকত না। সাপ্ত্ আর ফ্রিৎস কী ভাবছিল জানি না। হয়ত ওদের মনেও খারাপ চিন্তা এসে থাকতে পারে। আমার সঙ্গে এ বিষয়ে কোন কথা হয়নি, যতই হোক ওরা রাজার কর্মচারী, ওদের রাজার বিরুদ্ধে কিছু বলতে জোর করা অন্যায় হত।

একদিন সকালে কাউকে কিছু না জানিয়ে আমি সরাসরি রাজকুমারীর প্রাসাদে উপস্থিত হলাম। প্রেম কোন রাজকীয় বিধি নিষেধ মানে না। সর্বোপরি আমার এই ভাবে হাজির হওয়া প্রজারা খারাপ ভাবে তো নেবেই না বরং আমাকে আরো জনপ্রিয় করে তুলবে। প্রাসাদে পৌঁছনোর পর দেখলাম, একজন পরিচারিকা বাগানে ওর জন্য ফুল তুলছে। আমাকে দেখতে পেয়ে দুষ্টুমিভরা হাসি হেসে পরিচারিকাটি বলল, "এখন এই ফুলগুলি নিয়ে রাজকুমারী কী করবেন আমি বলব?"

আমরা বাগানের যেখানে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলাম, তার কাছেই একটা ঘরের জানালা হঠাৎ খুলে গেল।

"রাজকুমারী!" পরিচারিকাটি আনন্দে চিৎকার করে উঠল, দেখলাম ফ্লাভিয়া নিজেই জানলার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আমি একটু ঝুঁকে ওকে অভিবাদন জানালাম।

“রাজাকে উপরে নিয়ে এস, আমি ওঁর জন্য কফির ব্যবস্থা করছি।”

পরিচারিকাটি আমাকে পথ দেখিয়ে উপরের ঘরে নিয়ে গেল। একটু বাদেই রাজকুমারী ঘরে ঢুকে আমার হাতে দুটো চিঠি ধরিয়ে দিল। দেখলাম একটা চিঠি লিখেছে কালো মাইকেল। রাজকুমারীকে জেন্ডার দুর্গে যেতে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। চিঠিটা দেখেই বিরক্তিতে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম, ফ্লাভিয়া তাই দেখে খিলখিল করে হেসে উঠল। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে আরেকটা চিঠি পড়তে বলল।

“জানি না এই চিঠিটা কে লিখেছে।”

চিঠিটাতে কোন সই ছিল না। তবে হাতের লেখা দেখেই বুঝতে পারলাম আঁতোয়ানেত দ্য মবাঁর। কারণ ওই হাতের লেখায় লেখা চিঠি আমি আগেই একটা পেয়েছিলাম।

“তোমাকে পছন্দ করার আমার কোন কারণ নেই,” চিঠিতে আরো লেখা ছিল, *“আশা করব তুমি ডিউকের খপ্পরে গিয়ে পড়বে না। কোথাও গেলে সঙ্গে পাহারা নিয়ে যাবে। কয়েকজন পাহারাদারও তোমার নিরাপত্তার জন্য যথেষ্ট নয়। যদি সম্ভব হয় যিনি স্ট্রেলসু শাসন করছেন তাঁকে এই চিঠিটা দেখিও।”*

“সরাসরি রাজা না লিখে এই রকম ঘুরিয়ে বলছে কেন?” ফ্লাভিয়া আমার গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, “এই রকম চিঠির কি কোন অর্থ আছে?”

“ আশা করি তুমি নিজের জীবনকে মূল্যবান মনে কর,” আমি বললাম, “আর সেইজন্য এই চিঠিটাকেও মূল্য দেবে। তোমার প্রাসাদের চারধারে আজ থেকেই পাহারার ব্যবস্থা করব। তুমিও পাহারা ছাড়া বাইরে পা দেবে না।”

“ এটা কি মহারাজের নির্দেশ?”

“ হ্যাঁ, নির্দেশ, আমাকে ভালোবাসলে এটা উপেক্ষা করবে না।”

“ তুমি জান এটা কে লিখেছে?”

“ জানি না, তবে অনুমান করতে পারি। আমাদেরই এক বন্ধুর

লেখা—একজন হতভাগ্য মহিলা। যতটা কড়া করে পার মাইকেলকে জানিয়ে দাও, অসুস্থ বলে জেন্ডায় যেতে পারবে না।”

“মাইকেলকে চটিয়ে দিয়ে পরে আবার ভয় পাবে না তো?” একটু হেসে বলল ও।

“ তোমার নিরাপত্তার জন্য আমি সব কিছুই করতে পারি,” আমি বললাম।

এরপর আমি রাজকুমারীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, সাপ্তের সঙ্গে কোন পরামর্শ না করেই সোজা মার্শাল স্ট্রাকেনৎসের বাড়ি চলে গেলাম। আমার প্রথম থেকেই মনে হত। এই বৃদ্ধকে ভরসা করা চলে। পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছে তাতে আমার দায়িত্ব বহুগুণ বেড়ে গেল। সাপ্ত্ আর ফ্রিৎসকে আমার সঙ্গে জেন্ডা যেতে হবে। এই জন্য পৃথিবীতে আমি যাকে সব থেকে ভালোবাসি তার নিরাপত্তার জন্য আমাকেই ব্যবস্থা করতে হবে। ঠিকমত না করতে পারলে ঠান্ডা মাথায় রাজার জন্য কিছু করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।

মার্শাল আমাকে খাতির করে বাড়ির ভিতরে নিয়ে গেলেন। আমি বিশ্বাস করে ওঁর উপর রাজকুমারীর দেখা শোনার ভার ছেড়ে দিলাম। একই সঙ্গে এও বলে দিলাম, খোদ ডিউকও যদি রাজকুমারীর সঙ্গে দেখা করতে চায় তাহলে উনি যেন স্বয়ং পাহারাদার নিয়ে সেখানে উপস্থিত থাকেন।

“ আপনি বোধ হয় ঠিক কাজই করছেন,” এই বলে মার্শাল ঘাড় নাড়লেন।

“ আমি আমার দীর্ঘ জীবনে বহু মানুষ দেখেছি, স্বভাব চরিত্রের বিচারে এদের অনেকেই হয়ত মাইকেলের থেকে ভালো, কিন্তু প্রেমের ব্যাপারে তারাও বহু নিচে নামতে পারে।”

আমার পক্ষে এই কথা শোনা খুব একটা সুখের নয়, তবুও বললাম,

“ ভালোবাসাই সব নয় মার্শাল, আমার এই ভাইটি ভালোবাসার সঙ্গে আমার মাথাটাও চায়।”

মার্শাল বললেন, " আশা করি আপনি তার উপযুক্ত ব্যবস্থা করবেন।"

" শুনুন, আমি স্ট্রেলসু ছেড়ে কয়েকদিনের জন্য বাইরে যাব। পর পর তিন দিন যদি কেউ খবর নিয়ে না আসে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে আপনি নিজেকে মাইকেলের জায়গায় স্ট্রেলসুর গভর্নর বলে ঘোষণা করবেন। তার পর মাইকেলকে জানাবেন, আপনি রাজাকে দেখতে চান. বুঝতে পারছেন তো?"

" বুঝতে পারছি স্যার।"

"— চব্বিশ ঘন্টা। এর মধ্যে যদি রাজার দেখা না পান" (আমি ওঁর হাঁটুর উপর একটা হাত রাখলাম) " বুঝবেন রাজা আর বেঁচে নেই। তখন আপনি উত্তরাধিকারীর নাম ঘোষণা করবেন। আশা করি নামটা আপনি জানেন।"

" রাজকুমারী ফ্লাভিয়া।"

" শপথ করুন, আমৃত্যু আপনি রাজকুমারীর পাশে থাকবেন।"

" শপথ করছি, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছি, সর্বশক্তিমান আপনাকে রক্ষা করুন।"

" আশা করি আর কারো প্রাণ বিপন্ন হবে না," এই বলে আমি উঠে দাঁড়ালাম।

" মার্শাল," আমি বললাম, " যে-লোকটি আপনার সঙ্গে আজ কথা বলছে, ভবিষ্যতে হয়তো আপনি তার সম্পর্কে অদ্ভুত অনেক কথা শুনতে পাবেন। তখন, সে কে, কী তার বৃত্তান্ত এই সব না ভেবে, শুধু মনে করবেন সে যা করেছে তা স্ট্রেলসুর ভালোর জন্যই।"

বৃদ্ধ আমার দুটো হাত চেপে ধরে বললেন,

" আমি অনেক এল্‌ফবের্গের সান্নিধ্যে এসেছি। আপনাকেও দেখছি। আপনার মধ্যে পরিবারের বুদ্ধি, সাহস, সৌজন্য কোনটারই অভাব দেখতে পাচ্ছি না।"

" আমার সম্পর্কে এটাই হতে পারে শেষ কথা," আমি বললাম,

"আগামী দিনে রুরিটানিয়ার সিংহাসনে আমার জায়গায় হয়ত অন্য কেউ বসতে চলেছে।"

" ঈশ্বর করুন! সেই দিন যেন আমাকে দেখতে না হয়," মার্শাল বললেন।

মার্শালের কথায় আমি অভিভূত হয়ে পড়লাম। তারপর আমার নির্দেশ লিখতে বসে পড়লাম।

" এখনও লিখতে গেলে আঙুল গুলো ধরে যাচ্ছে।"

আসলে এই প্রথম আমাকে সই করার বদলে অনেকটা লিখতে হচ্ছে। যদিও বহু কষ্ট করে রাজার হাতের লেখা নকল করেছি তবুও লিখতে হলে বেশ অসুবিধে হয়।

" ঠিক বলেছেন আপনি, পুরোপুরি আপনার সুন্দর হাতের লেখার মত হচ্ছে না। অনেকে জাল বলেও সন্দেহ করতে পারে।"

" মার্শাল," আমি একটু হেসে বললাম, " লোকেদের সন্দেহ দূর করার জন্য স্ট্রেলসুর কামানবন্দুক গুলো তো থাকলই।"

একটু হেসে মার্শাল কাগজটা তুলে নিলেন।

" কর্নেল সাপ্ত্ আর ফ্রিৎস ফন টার্লেনহাইম আমার সঙ্গে যাচ্ছে।"

গলার স্বরটা নামিয়ে নিয়ে মার্শাল বলল, " আপনি কি ডিউকের খোঁজে যাচ্ছেন?'

" হ্যাঁ, শুধু ডিউক নয়, আরো একজন, যাকে জেন্ডাতে বন্দি করে রাখা হয়েছে।"

" আমিও যদি আপনার সঙ্গে যেতে পারতাম!" মার্শাল বললেন।

" আপনাকে আমি আমার জীবনের থেকেও মূল্যবান কিছু রক্ষা করতে রেখে যাচ্ছি মার্শাল। রুরিটানিয়াতে আপনার থেকে বিশ্বস্ত বন্ধু আমার আর কেউ নেই জানবেন।"

" যে দায়িত্ব আপনি আমার উপর ছেড়ে গেলেন, ফিরে এসে দেখবেন তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হয়েছে।"

প্রাসাদে ফিরে যাওয়ার পর আমি সাপ্ত্ আর ফ্রিৎসকে আমাদের

মধ্যে যা কথা হয়েছে তা খুলে বললাম। সাপ্ত্‌ আমার কাজকর্মে পুরোটা খুশি না হলেও মোটের উপর মেনে নিল। আসলে সময় যত এগিয়ে আসছিল ও ততই উত্তেজিত হয়ে পড়ছিল।

ফ্রিৎস আমাকে বলল, " জানি পুরো ব্যাপারটা তোমার পক্ষে মেনে নেওয়া কতটা কষ্টের। ভেব না আমি তোমাকে ভুল বুঝছি, আমি তোমার চেষ্টার মধ্যে কেবল মহত্বই দেখতে পাচ্ছি।"

আমি উত্তরে ওকে আর কিছু বললাম না, আমার অবস্থা ওর পক্ষেও পুরোপুরি বোঝা সম্ভব ছিল না।

সমস্ত যোগাড়যন্ত্র হয়ে গিয়েছিল। কী ভাবে সেগুলি কাজে লাগান হবে তা কেবল সময়ই বলে দিতে পারত। পরের দিন সকালে আমরা দলবল নিয়ে শিকারের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ব ঠিক ছিল। আর কেবল একটাই কাজ বাকি—সব থেকে শক্ত আর নিদারুণ—ফ্লাভিয়ার কাছ থেকে বিদায় নেওয়া। কোন ভাবেই রাজকুমারী যাতে আমার অবস্থা বুঝতে না পারে, মনে মনে সেই ভাবে তৈরি হয়ে সন্ধ্যা বেলায় প্রাসাদে গিয়ে উপস্থিত হলাম। রাজকুমারী জানত যে পরের দিন আমরা শিকারে যাচ্ছি।

" আমরা দুঃখিত যে রাজার আমোদ প্রমোদের জন্য স্ট্রেলসুতে তেমন কিছু করে উঠতে পারলাম না। আমি অবশ্য মিথ্যাই আশা করেছিলাম....."

আমি একটু ঝুঁকে জিজ্ঞেস করলাম, " কী আশা করেছিলে?"

" আশা করেছিলাম কাল রাত্রের পরে তুমি খুশি থাকবে, আনন্দে থাকবে। যাক, এবার ভাল্লুক শিকার নিশ্চয় তোমাকে আরো বেশি আনন্দ দেবে।"

" আমি কিন্তু একটা মস্ত ভাল্লুক শিকার করতে যাচ্ছি," উত্তরে এ ছাড়া সত্যি আর বিশেষ কিছু বলার ছিল না।

আমি বললাম, " তুমি কি আমার উপর রাগ করে আছ?"

" রাগ করার কি কোন অধিকার আছে আমার? মস্ত ভাল্লুক বলে

কথা!”

“ শেষে দেখবে শিকারীই হয়ত শিকার হয়ে গেল।”

ফ্লাভিয়া চুপ করে থাকল।

“ বিপদের কথা শুনে তোমার ভয় হচ্ছে না?”

দেখলাম ওর চোখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরে পড়ছে।

“ তুমি বিপদের কথা শুনে কাঁদছ?”

খুব আস্তে আস্তে ফ্লাভিয়া বলল,

“ তুমি আগে যেমন ছিলে এই ব্যবহার তার সঙ্গে অবশ্য মিলে যায়, কিন্তু আমি যাকে ভালোবাসি....”

আমি ওকে আর কথা বলার সুযোগ না দিয়ে দুই হাতে কাছে টেনে নিলাম।

“তুমি কী ভাবছ শিকার করতে গিয়ে আমি তোমাকে ভুলে যাব?”

“ তাহলে কী! তাহলে কী রুডলফ....”

“ শিকার করতে যাব ঠিকই, তবে সেটা মাইকেলের ডেরায়।”

ফ্লাভিয়া এই কথা শুনে কেমন ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

“ তুমি আমাকে চিঠি লিখবে রুডলফ?”

না বলার কোন উপায় ছিল না, তাহলেই সন্দেহ হত।

“ প্রত্যেক দিন একটা করে লিখব,” আমি বললাম।

“ ইচ্ছা করে বিপদের মধ্যে ঝাঁপ দেবে না, বল?”

“ প্রয়োজনের বাইরে কিছুই করব না।”

“ কবে ফিরে আসবে? তাড়াতাড়ি আসবে তো?”

“ কবে ফিরে আসব, তাই না?”

“ হ্যাঁ, হ্যাঁ! দেরি কোরো না লক্ষ্মীটি, তুমি না এলে আমি দু চোখের পাতা এক করতে পারব না।”

“ জানি না কবে ফিরতে পারব,” আমি বললাম।

“ তাড়াতাড়ি রুডলফ, তাড়াতাড়ি!”

“ ঈশ্বর জানেন, ফিরতে পারব...”

" চুপ, আমি আর কিছু শুনতে চাই না," এই বলে ওর আঙুল আমার ঠোঁটের উপর চেপে ধরল।

" যদি কোনদিন ফিরতে না পারি," আমি ফিস ফিস করে বললাম,

" তুমি আমার জায়গায় সিংহাসনে বসবে। কথা দাও, আমার জন্য চোখের জল ফেলবে না।"

" কথা দিলাম! শাসন আমি করব তবে এ কাজ করতে ভিতর থেকে কোন সায় পাব না, জানব এক অর্থে আমার মৃত্যু হয়েছে। ফিরে এস, যত তাড়াতাড়ি পার ফিরে এস!"

ফ্লাভিয়ার কথা শুনে নিজেকে আমি আর ধরে রাখতে পারলাম না।

" ঈশ্বর জানেন পারব কিনা, তবে মৃত্যুর আগে অন্তত একবার যাতে দেখা হয় সেই চেষ্টা করব।"

" তুমি কী বলছ, জান?"

এর কোন উত্তর আমার কাছে ছিল না। ওকে শান্ত করার জন্য বললাম, " শত শত মাইকেলও আমাকে তোমার থেকে আলাদা করে রাখতে পারবে না।"

" মাইকেল যাতে তোমার কোন ক্ষতি করতে না পারে সেদিকে নজর দেবে তো?"

" নিশ্চয় দেব। আমাদের যাতে আলাদা না হতে হয় তার জন্য সব চেষ্টাই করব।"

মনে মনে আমি জানতাম, মাইকেল নয়, একজনই শুধু পারে আমাদের আলাদা করে দিতে, যার জন্য কাল থেকে আমি জীবন পণ করেছি, যাকে দেখার সৌভাগ্য আমার জীবনে ঘটেছে মাত্র কিছুক্ষণ।

অতিথির আগমন

সাপ্ত্ আর ফ্রিৎস ছাড়া আমাদের সঙ্গে ছিল আরো দশজন। খুব সাবধানে এদের বাছা হয়েছিল। এরা সবাই এতটা বিশ্বাসী আর রাজভক্ত ছিল যে দরকার হলে প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারত। এদের কাছে সমস্ত ঘটনা খুলে বলা হয়নি, শুধু বলা হয়েছিল, রাজার কোন ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে দুর্গে মাইকেল আটকে রেখেছে। তাঁকে ছাড়িয়ে আনতে হবে। ওদের কাছে এই টুকু খবরই যথেষ্ট ছিল, আরো কিছু জানার চেষ্টা কখনও করতে দেখিনি।

জেন্ডার থেকে পাঁচ মাইল দূরে আরেকটা দুর্গে গিয়ে আমরা উঠেছিলাম। ফ্রিৎস ফন টার্লেনহাইমের এক দূর-সম্পর্কের আত্মীয় ছিলেন এই দুর্গের মালিক। ফ্রিৎসের অনুরোধে কাউন্ট স্টানিস্লাস ফন টার্লেনহাইম খুশি হয়ে আমাকে আর আমার সঙ্গীদের দুর্গটা থাকবার জন্যে ছেড়ে দিয়েছিলেন।

স্ট্রেলসু থেকে এখন পুরো ব্যাপারটাই সরে এসেছিল জেন্ডা আর টার্লেনহাইম দুর্গের মধ্যে। মাইকেল নিশ্চয় আমার শিকার অভিযানের খবর পেয়ে গিয়েছিল। ও বুঝতে পেরেছিল শিকারের উদ্দেশ্য ভাল্লুক খোঁজা নয়, রাজাকে উদ্ধার করা।

কিছুক্ষণের জন্যে আমি দুর্গ ছেড়ে বের হয়েছিলাম। বিখ্যাত ছয় শয়তানের তিন জন এসে উপস্থিত হয়েছিল এর মধ্যেই। তারা হল লাউয়েনগ্রাম ক্রাফস্টাইন আর রুপার্ট হেনৎসাউ। যথেষ্ট সেজেগুজে তৈরি হয়ে ওরা ঘোড়ায় চেপে এসেছিল। রুপার্টের চেহারার মধ্যে একটা বেপরওয়া ভাব লক্ষ করলাম। মনে হল, বেশ নেতা গোছের লোক, কারণ আমাদের সঙ্গে ওই কথা

বলছিল। বাকি দু জন চুপ করেছিল।

রুপার্টের মুখে আমার ভাই মাইকেল জানিয়েছে, নিজে আসতে না পারার জন্যে ও খুবই দুঃখিত, তাছাড়া, জেন্ডার কেল্লায় আমাদের থাকার জন্যে নেমন্তন্নও করতে পারছে না। নিজের আর দুর্গের আরো সাত জনের নাকি ছোঁয়াচে অসুখ করেছে।

আমি বললাম অসুখের কথা শুনে আমার খুবই খারাপ লাগছে। তারপর জিজ্ঞেস করলাম, "দ্য গতে, বার্সোনিন আর ডেটচার্ড কেমন আছে? শুনেছি ডেটচার্ডের নাকি চোট লেগেছে?"

রুপার্ট একটু হেসে বলল, " ও খুব তাড়াতাড়ি ওই আঘাত সারানোর ওযুধ খুঁজে পাবে মনে হয়।"

ওর কথা শুনে আমি হেসে ফেললাম, জানতাম ডেটচার্ডের 'ওযুধ' হল প্রতিশোধ।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, " তোমরা কি আমাদের সঙ্গে খেতে বসবে?" রুপার্ট ক্ষমাটমা চেয়ে বলল, দুর্গে অনেক কাজ পড়ে আছে তাই ফিরে যেতে হবে।

ওরা চলে যাওয়ার পরে আমি আর ফ্রিৎস ঘোড়া চালিয়ে জেন্ডার সেই হোটেলটার দিকে রওনা হলাম , যেখানে আমি প্রথমে এসে উঠেছিলাম। আমার গায়ে জড়িয়ে নিয়েছিলাম একটা বড় আলখাল্লা।

শহরের মধ্যে ঢোকার মুখে আমি ফ্রিৎসকে বললাম,

"আমরা নিজেদের রাজার কর্মচারী বলে পরিচয় দেব। আমি ভান করব যে আমার দাঁতে প্রচন্ড ব্যথা হয়েছে। আর তুমি আমাদের জন্যে একটা আলাদা ঘর, খাবার আর মদের অর্ডার দেবে। সব থেকে দরকারি হল, দেখবে, ওই সুন্দর মেয়েটাই যেন আমাদের খাবার দিতে আসে।"

শেষপর্যন্ত আমরা হোটেলটায় পৌঁছলাম। এমন ভাবে আমি সব কিছু ঢেকে রেখেছিলাম যে চোখ দুটো ছাড়া আর কিছু দেখার উপায় ছিল না। সেই বৃদ্ধা আমাদের খাতির করে নিয়ে গিয়ে একটা ঘরে বসালেন। মিনিট দুয়েকের মধ্যেই সুন্দর দেখতে মেয়েটি হাজির হল। আমি ওকে দেখে আমার

আলখাল্লাটা খুলে ফেললাম, ও একটু চমকে গেল তারপর কলকল করে বলে উঠল,

"আমি জানি আপনিই আমাদের রাজা! আপনার ছবি দেখার পরেই আমি মাকে সেই কথা বলেছি। দয়া করে আমাদের ক্ষমা করবেন! এক্ষুণি আমি মাকে গিয়ে বলছি।"

" চুপ," বিপদ ঘটতে যাচ্ছে দেখে আমি বললাম। " রাজা এখানে এসেছেন একথা কাউকে বলা যাবে না। এখন তুমি বল যোহানকে কি এখানে নিয়ে আসা যাবে?"

" ও আজকাল খুব একটা আসতে পারছে না। দুর্গে কীসব কাজে যেন সব সময় খুব ব্যস্ত থাকে।"

" রাজার জন্যে তুমি কি কিছু করতে পারবে?"

" যা বলবেন খুশি হয়ে করে দেব।"

" তাহলে যাও, আর ওকে খবর পাঠাও, কালকে রাত দশটায় যেন তোমার জন্যে জেন্ডার বাইরে দ্বিতীয় মাইলস্টোনটার সামনে অপেক্ষা করে। আর মনে রেখ, রাজার আসার খবর কেউ যেন জানতে না পারে।"

এরপর রাতের খাওয়া সাঙ্গ করে মুখ ঢেকে আবার বেরিয়ে পড়লাম। আমার আন্দাজ যদি ঠিক হয় তাহলে যোহান সমস্যার সমাধান করে দিতে পারবে।

সাপ্ত্ আমাদের জন্যে টার্লেনহাইম দুর্গে যাওয়ার পথে অপেক্ষা করছিল। আমাদের দেখে ও বলল, "যাক বাবা! তোমরা ঠিক আছ তাহলে! ওদের কাউকে দেখেছ নাকি?"

ঘোড়া থেকে নামতে নামতে বললাম, "কাদের?"

সাপ্ত্ আমাকে বলল, " তোমার একা একা চলা ফেরা করা ঠিক হবে না আর। ওরা তো প্রায় বার্নেনস্টাইনকে খুন করে ফেলেছিল।"

" বার্নেনস্টাইন!" আমি চমকে উঠলাম। আমি তো ওকে খুব ভালো করে চিনি। প্রায় আমার সমান লম্বা, ভালো ঘোড়ায় চড়তে পারে, ফর্সা গায়ের রং।

" খাওয়া দাওয়ার পর ও ঘুরতে বেরিয়েছিল, এমন সময় গাছের আড়াল

থেকে তিন জন লোক ওকে ঘিরে ফেলে, তারপর একজন ওর দিকে বন্দুক তাক করে। বার্নেনস্টাইন তখন বাড়ির দিকে ছুট লাগায়, এই সময় ওরা গুলি করলে ওর গায়ে লাগে।" একটু থেমে সাপ্ত্ বলল, "এখন বুঝতে পারছ, গুলিটা আসলে ছিল তোমার জন্যেই"। খবরটা শুনে আমি ভিতরে ভিতরে উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। "ওই ছয় শয়তানের প্রত্যেকটাকে আমি খুন করব। রুরিটানিয়াকে এর থেকে ভালো কিছু আমার দেওয়ার নেই।" সাপ্তুকে এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে ও আমার হাত দুটো ধরে ঝাঁকিয়ে দিল।

জেকবের সিঁড়ি

পরের দিন সকালে ঘুম ভাঙার পর বুঝতে পারলাম, ভিতরে ভিতরে দারুণ উত্তেজিত হয়ে আছি। আসলে এতদিন চুপ করে বসে থাকার পর এবার সত্যিই কিছু করার সময় এসে গিয়েছিল।

বাইরে একটা চেয়ারে আরাম করে বসেছিলাম এমন সময় রুপার্ট হেনৎসাউ এসে সামনে উপস্থিত হল। আমাকে অভিবাদন করে বলল যে ডিউকের কাছ থেকে কোন গোপন খবর নিয়ে এসেছে।

রুপার্ট আচমকা বলল, " রাসেনডিল!"

আমি ধড় মড় করে খাড়া হয়ে বসলাম, বললাম, " রাজার সঙ্গে কী করে কথা বলতে হয় তা যদি না জান তাহলে দূর করে দেব।"

আমার কথাকে কোন গুরুত্ব না দিয়ে ও স্বাভাবিক ভাবে বলল, " আর কত দিন লোক ঠকাবে?"

আমি বললাম, " এখনও তো খেলা শেষ হয়নি, আর আমার নাম কী হবে সেটা আমিই ঠিক করব।"

" আচ্ছা, তাই নাকি! আমি কিন্তু তোমার সঙ্গে এই জন্যে কথা বলতে আসিনি। তোমাকে আমার বেশ পছন্দ হয়, তার উপরে তোমার অনেক কিছুই আবার আমার মত..."

আমি বললাম, " কেবল আমি তোমার মত পাকা শয়তান নই, সমাজে আমার একটা ইজ্জত আছে আর আমার আনুগত্যে কোন ফাঁকি নেই।"

কথাগুলি শোনার পর ওর চোখে রাগ ফুটে উঠল, আমি বললাম, " হ্যাঁ,

কী যেন খবর নিয়ে এসেছ বলছিলে?"

" ডিউক জানিয়েছেন, তোমাকে নিরাপদে সীমান্ত পার করিয়ে দেবেন আর একলক্ষ টাকা দেবেন।"

"আমি রাজি নই।"

" মাইকেলকে সে কথা আমি আগেই বলেছিলাম। আমি জানি তুমি ঘুষ নেওয়ার থেকে মরতে অনেক বেশি পছন্দ করবে।"

" জেনে রেখ, আমি মরার আগে তোমাকে মরতে হবে। যাইহোক, তোমাদের কয়েদি কেমন আছে?"

" কে? রা ....?"

" তোমাদের কয়েদির কথা বলছি।"

" তোমার কথাটা ধরতে আমার একটু দেরি হয়েছে। হ্যাঁ, কয়েদি ভালো আছে। সুন্দরী রাজকন্যা কেমন আছেন?"

শয়তানের কথা শুনে আমি জ্বলে উঠলাম, ওর দিকে তেড়ে গিয়ে বললাম,

" যদি তুই নিজের ভালো চাস তো সামনে থেকে দূর হয়ে যা।"

এরপর যা ঘটল তা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি।

ঘোড়ায় চড়তে চড়তে রুপার্ট বলল, " আসুন, শেষবারের মত আপনার সঙ্গে একটু হাত মিলিয়ে নেই।"

শয়তানের সঙ্গে হাত মেলানোর কোন ইচ্ছা আমার ছিল না, তাই চট করে হাত দুটোকে পিছনে নিয়ে গেলাম। মুহূর্তের মধ্যে ও বাঁ হাতে একটা ছোরা টেনে নিয়ে আমরা দিকে ছুঁড়ে দিল। আমি তাড়াতাড়ি সরতে না পারলে ওই ছোরাটা আমার বুকে এসে বিঁধত। সরতে পেরেছিলাম বলে বাঁ দিকের কাঁধে এসে গেঁথে গেল। আমি চেয়ারের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। জায়গাটা থেকে গলগল করে রক্ত বের হতে লাগল। আশে পাশের কয়েকজন ওর দিকে তাক করে গুলি চালাল, তবে রুপার্ট তার আগেই অনেক দূরে চলে গিয়েছিল।

আমার জ্ঞান যখন পুরোপুরি ফিরল, দেখলাম, বিছানায় শুয়ে আছি। সাপ্ত্ বলল, চিন্তার কিছু নেই, তাড়াতাড়ি সেরে যাবে। যোহানকে নাকি পাকড়াও

করে এই বাড়িতে নিয়ে আসা হয়েছে। আমি বললাম, এক্ষুণি ওকে আমার সামনে হাজির কর।

সাঙ্কো ওকে সঙ্গে করে নিয়ে এল। ভয়ে যোহানের মুখ চোখ শুকিয়ে গিয়েছিল। তাহলেও সাঙ্কো ওকে আমার থেকে বেশ কিছুটা দূরে নিয়ে গিয়ে বসাল, আর মাথার কাছে একটা রিভলভার ধরে থাকল। যোহান ভয় পেয়েছিল ঠিকই তবে সেই সঙ্গে কিছুটা নিশ্চিন্তও হয়েছিল। ও বুঝতে পেরেছিল যে ডিউক একবার ক্ষমতা দখল করে নিতে পারলে ওকে পৃথিবী থেকেই চিরদিনের মত সরিয়ে দেবে। যোহান ডিউককে অন্তর থেকে ঘৃণা করত আবার ভয়ে ওর কথাও শুনত।

নানা রকমের পুরস্কার ও প্রতিশ্রুতির কথা শুনিয়ে শেষ পর্যন্ত যোহানের কাছ থেকে শয়তানদের পরিকল্পনা জানতে পারলাম।

" রাজাকে পুরনো দুর্গে কয়েদ করে রাখা হয়েছে। যে ঘরে উনি আছেন সেটা সাঁকোটার শেষে। পাশের ঘরেই ছয় শয়তানের কেউ না কেউ সর্বক্ষণ পাহারা দিচ্ছে। দুর্গ আক্রমণ করা হলে ওই শয়তানদের কেউ সঙ্গে সঙ্গে রাজাকে খুন করবে ঠিক আছে। রাজার কিছু করার নেই, কারণ ওঁর হাত-পায়ে শিকল পরানো।"

আমি বললাম, "রাজাকে খুন করলেও ওঁর লাশটা তো ওখানেই থাকবে, সেটাই তো তাহলে প্রমাণ করে দেবে যে খুনটা ডিউক করেছে।"

" না, না, লাশটা থাকবে না। ডিউক আগে থেকেই ওই ব্যাপারটা ভেবে রেখেছেন। রাজার ঘর থেকে একটা বিরাট পাইপ খালের জলের মধ্যে ঢুকে গেছে। রাজার পায়ে একটা ওজন বেঁধে লাশটাকে ওই পাইপের মধ্যে ঢুকিয়ে দেবে। খালের একেবারে নিচে গিয়ে ওটা পড়বে। কেউ জানতেও পারবে না। রাজার পিছনে পিছনে অন্যরাও ওই পাইপের মধ্যে ঢুকে পড়বে। তারপর সাঁতরে অন্য জায়গায় গিয়ে উঠবে।"

"আমি যদি প্রচুর সৈন্য নিয়ে দুর্গ আক্রমণ করি তাহলে কী হবে?"

" একই ব্যাপার হবে, তাহলেও ওরা রাজাকে খুন করবে।"

সাঙ্কো, ফ্রিৎস আর আমি একে অপরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

শয়তানদের মতলবের কথা ভেবে আমরা একেবারে তাজ্জব! মনে হতে লাগল, এই রকম অবস্থায় কিছুই বোধ হয় আর করা সম্ভব হবে না।

যোহান বলতে থাকল, " আপনারা জানেন না ওরা কতটা শয়তান। খুন করতে ওরা দারুণ ওস্তাদ। ওদের মধ্যে সব থেকে বদ্ হল রুপার্ট হেনৎসাউ। মানুষ খুন করা ওর কাছে জল-ভাত।"

যোহানের বলা শেষ হয়ে গেলে আমি বললাম, " তোমাকে যদি কেউ জেন্ডার কয়েদির কথা জিজ্ঞেস করে তুমি বলবে, জান। তবে যদি জিজ্ঞেস করে কে সেই কয়েদি তাহলে কিন্তু কোন কথা বলবে না। রাজা সম্পর্কে যদি কোন কথা বল, তাহলে আমি তোমাকে নিজের হাতে খুন করব।"

ও চলে যাওয়ার পর আমি সাপ্তের দিকে তাকালাম। এখন যদি অলৌকিক কিছু না ঘটে তাহলে বোধহয় রাজাকে বাঁচানো যাবে না। বালিশে মাথা দিয়ে আমি ওই ব্যাপারে ভাবতে শুরু করলাম।
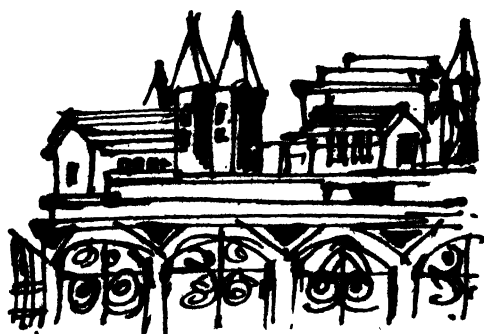
দুর্গের বাইরে রাত কাটানো

সরকারি ভাবে ঘোষণা করে দেওয়া হল, আমি দুর্ঘটনায় দারুণ ভাবে জখম হয়েছি। স্ট্রেলসুতে এই খবর পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে ফ্লাভিয়াকে আর ধরে রাখা গেল না। মার্শাল স্ট্রাকেনৎসের সব অনুরোধ উপেক্ষা করে ও টার্লেনহাইমে এসে উপস্থিত হল। ডিউকও এই খবর পেয়ে আন্দাজ করে নিল, সত্যি সত্যিই আমার অবস্থা বেশ খারাপ। আমার পক্ষে এখন আর কিছু করা সম্ভব নয়।

ফ্লাভিয়া এসে পড়ায় অন্য সব চিন্তা বন্ধ হয়ে গেল। আমাকে সুস্থ দেখে ওর যে কী আনন্দ হল তা বোঝানোর নয়। দুটো দিন ওর সঙ্গে যেন স্বপ্নের মত কাটল।

শয়তানগুলোকে আঘাত করার সময় হয়ে গিয়েছিল। সাপ্ত্ আর আমি ঠিক করলাম, এবার কিছু করা দরকার। যোহান খবর আনল যে রাজা বন্দি থাকতে থাকতে আরো বেশি দুর্বল আর অসুস্থ হয়ে পড়ছেন, ফলে আমাদের আঘাত করার ইচ্ছাটা আরো তীব্র হয়ে উঠল। স্ট্রাকেনৎসও আমাদের বিয়েটা যাতে তাড়াতাড়ি হয় সেই জন্যে চাপ দিচ্ছিলেন। রাজাকে তার আগেই মুক্ত করে আনাটা খুব দরকারি হয়ে পড়েছিল।

ফ্লাভিয়া আসার দুদিন পর এক রাত্রে আমি, সাপ্ত্ ও ফ্রিৎস আরো ছ'জনকে নিয়ে অভিযানে বের হলাম। ওই দিন সেই সময় প্রচন্ড ঝড় বৃষ্টি হচ্ছিল। ছ'জন ঘোড় সওয়ার দুর্গ থেকে সিকি মাইল দূরে লুকিয়ে থাকল। আমি, সাপ্ত্ আর ফ্রিৎস খাল পর্যন্ত হেঁটে গেলাম। খালের এক ধারে একটা গাছ ছিল। তার সঙ্গে সাপ্ত্ একটা দড়ি বাঁধল।

আমি ওই দড়ি ধরে জলে নেমে পড়লাম, তরোয়ালটা দাঁতে চেপে আর সঙ্গে একটা ছোরা নিয়ে সাঁতরাতে শুরু করলাম। আমার লক্ষ্য ছিল ওপারে ওঠার সিঁড়িটা খুঁজে বের করা।

দেওয়ালের ধার দিয়ে দিয়ে সাঁতার কাটতে কাটতে মাঝে মাঝেই দুর্গের আলো চোখে পড়ছিল আর সেই সঙ্গে শুনতে পাচ্ছিলাম লোকজনের হাসি আর কথার আওয়াজ।

অমি সাঁতার কাটছিলাম খুব আস্তে আস্তে যাতে কোন শব্দ না হয়। ধীরে ধীরে অন্ধকারে চোখ অভ্যস্ত হয়ে গেলে সেই পাইপটা চোখে পড়ল। ওটার কাছে যাওয়ার আগেই আমি এমন একটা জিনিস দেখলাম যা দেখে আমার বুকের ধকধকানি বেড়ে গেল। পাইপের অন্যদিকে নৌকোর দাঁড় বাওয়ার ছপ ছপ শব্দ শোনা যাচ্ছিল, আর নৌকোর উপরে বসে ছিল একজন লোক। চিনতে পারলাম, যোহানের ভাই ম্যাক্স হলফ। ওর পাশেই একটা রাইফেল শোয়ানো ছিল।

ছোরাটা খাপ থেকে বের করে নিয়ে আমি পাইপের পাশ দিয়ে নৌকোর কাছে ভেসে উঠলাম। তারপর যা করলাম সেটা বোধহয় আমার জীবনের সব থেকে খারাপ কাজ, লোকটা চমকে ফিরে তাকাতেই আমি ওর বুকে ছোরাটা আমূল বসিয়ে দিলাম।

লাশটাকে ওখানেই ফেলে রেখে আমি সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠলাম। সময় খুব কম ছিল। উপরে উঠতে উঠতে কোন লোক চোখে পড়ল না। যেখান থেকে পাইপটা আটকানো ছিল তার ফাঁক দিয়ে এক চিলতে আলো বাইরে এসে পড়ছিল। বুঝলাম, ওই ঘরেই রাজাকে আটকে রেখেছে।

একটা হেঁড়ে গলা কানে এল। গলার স্বরটা আমার চেনা ছিল, ডে টচার্ডের গলা।

"চলে যাওয়ার আগে, কিছু বলার আছে?"

রাজা খুব দুর্বল গলায় কথা বলছেন শুনতে পেলাম, "দোহাই তোমাদের, আমার ভাইকে বল আমাকে একেবারে শেষ করে দিতে, এই ভাবে তিলে তিলে আর যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছি না।"

" ডিউক সময় মত তোমার ব্যবস্থা করবে, ততদিন স্বর্গের চিন্তা কর, কেমন!" শয়তানটা এই বলে বাইরে এসে দরজা বন্ধ করে দিল।

রাজার সঙ্গে কথা বলার সময় ছিল না। প্রথমেই নৌকোয় পড়ে থাকা লাশটা সরানো দরকার। দাঁড় বেয়ে আমি যখন নৌকোটাকে সাপ্তুদের কাছে নিয়ে গেলাম, সেই সময় কেউ চিৎকার করে ডাকল, " আরে, ম্যাক্স কোথায় গেলে?"

আমি সাপ্তুকে ফিস ফিস করে বললাম " তাড়াতাড়ি কর।" ম্যাক্সের লাশটা দড়ি দিয়ে বেঁধে দড়িটা সাপ্তের দিকে ছুঁড়ে দিলাম। সাপ্তু লাশটা টেনে তুলল। তিনজনে যখন রাস্তার উপর এসে দাঁড়ালাম সেই সময় দুর্গ থেকে তিনজন ঘোড়সওয়ার বেরিয়ে এল।

একটু বাদেই আমাদের লোকেরা ওদের লক্ষ করে গুলি চালাল। আমি, সাপ্তু আর ফ্রিৎস মাথা নিচু করে দৌড় দিলাম।

হঠাৎ একজন ঘোড়ায় চড়া লোক আমাদের দিকে এগিয়ে এল। চিনতে পারলাম রুপার্ট হেনৎসাউ।

আমি চিৎকার করে বললাম, " পাওয়া গেছে শেষপর্যন্ত!" কারণ ও আমাদের খুবই কাছে এসে পড়েছিল।

ও আমাকে লক্ষ করে তরোয়াল চালাল, আমি কোন মতে তা ঠেকালাম। এড়াতে না পারলে আমার গলা নির্ঘাৎ দু-ফাঁক হয়ে যেত। আক্রমণ সামলে যখন এরপর তাকালাম ততক্ষণে রুপার্ট ঘোড়া ছুটিয়ে খালের ধারে পৌঁছে গেছে। দেখতে পেলাম ঘোড়া ছেড়ে ও খালের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমার লোকেরা ওকে লক্ষ করে গুলি চালাচ্ছিল ঠিকই তবে অন্ধকারের মধ্যে ও কোন মতে দুর্গের এক কোণায় গিয়ে উঠল, তারপর আমাদের চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে গেল।

ওই পক্ষের দু'জন লড়াইতে মারা গিয়েছিল লাউয়েনগ্রাম আর ক্রাফস্টাইন। ম্যাক্সের লাশের সঙ্গে ওই দুটো লাশও খালের জলে ফেলে দিলাম। আমাদেরও তিন জন সঙ্গী মারা পড়েছিল। ভাবতে খুবই খারাপ লাগছিল, চুপিচুপি একজনের বুকে ছুরি মারা ছাড়া সামনা সামনি লড়াইতে আমি এখনও একটা লোককেও ঘায়েল করতে পারিনি।

আমার রাগ

এতদিনে কালো মাইকেল আর আমি দু'জন দুজনের প্রধান প্রতিপক্ষ হয়ে উঠলাম। ওই দিন রাত্রের সেই ভয়ঙ্কর অভিযানের পর আমাদের মধ্যে একটা অদ্ভুত শান্তি চুক্তি খাড়া হয়ে গেল।

একদিন ফ্লাভিয়া আর সাপ্তের সঙ্গে ঘোড়ায় চেপে যেতে যেতে একটা অস্বস্তিকর অবস্থার মুখোমুখি হলাম। স্ট্রেলসুর পুলিশ প্রধানের সঙ্গে দেখা হল। মনে হল উনি আমার কাছেই আসছিলেন।

জিজ্ঞেস করলাম, " কী ব্যাপার, জেন্ডায় কিছু দরকার পড়েছে?"

উনি বললেন, " আসলে প্রয়োজনটা ইংল্যান্ডের রাজদূতের। ওঁর দেশের একটি অল্প বয়সী যুবক, রাসেনডিলের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না গত দুই মাস।'লোকটির বন্ধু-বান্ধবরাও ওর কাছ থেকে কোন খবর পায়নি। শোনা যাচ্ছে, লোকটিকে নাকি জেন্ডাতেই শেষ বারের মত দেখা গিয়েছিল।"

ফ্লাভিয়ার দিকে একবার চট করে তাকিয়ে তারপর গলার স্বর নামিয়ে আমাকে বললেন, " আমাদের কাছে যা খবর আছে তাতে মনে হয় মাদাম দ্য মবাঁ নামের এক মহিলাকে অনুসরণ করেই লোকটি এখানে এসেছে।"

আমি ওঁকে সবার থেকে আরেকটু দূরে নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে বললাম, " ব্যাপারটাতো বেশ প্যাঁচালো বলেই মনে হচ্ছে। অমি নিজেই দেখছি কতদূর কী করা যায়। আপনি আজকে রাতের মধ্যেই স্ট্রেলসু ফিরে যান। যতদিন কিছু করা না যাচ্ছে ততদিন দেখুন রাজদূত যাতে এটা নিয়ে হৈ-চৈ না করেন।"

ফ্লাভিয়ার কাছে ফিরে যাওয়ার পর আবার একটা মিছিল দেখে আমরা দাঁড়িয়ে পড়লাম। মিছিলটা দুর্গের থেকে বেরিয়ে আস্তে আস্তে আমাদের দিকেই আসছিল। সামনে দেখলাম রুপার্ট হেনৎসাউ, ঘোড়ায় পিঠে চেপে আসছে।

" কে মারা গেছেন?" ফ্লাভিয়া জিজ্ঞেস করল। আমি একজন সৈন্যকে পাঠালাম রুপার্টকে ডেকে আনার জন্যে।

রুপার্ট আমাদের বলল, "আমার খুব প্রিয় বন্ধু অ্যালবার্ট লাউয়েনগ্রাম মারা গেছে।"

আমি বললাম, "খুবই দুঃখের খবর।"

"তাতো ঠিকই, তবে অন্যদেরও ওর মতই মরতে হবে," বলল রুপার্ট।

"ঈশ্বরের ইচ্ছাকে তো আর উপেক্ষা করা যায় না।"

রুপার্ট খুব দুঃখ দুঃখ মুখে বলল, "রাজাও এই ইচ্ছা উপেক্ষা করতে পারেন না।" এরপর আমাদের সবাইকে ও অভিবাদন করে ঘোড়ার রাশ আলগা করে দিল। হঠাৎ কী মনে হওয়ায় আমিও ওর পিছনে পিছনে এগিয়ে গেলাম। ও ঘাড় ঘুরিয়ে আমাকে দেখতে পেয়েই জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। ভাবল, আমি বোধহয় ওকে খুন করতে চাইছি।

আমি ওর কাছে গিয়ে বললাম, "সে দিন রাত্রে তুমি বেশ ভালোই লড়াই করেছিলে। যদি রাজাকে অক্ষত অবস্থায় আমাদের হাতে তুলে দাও, কথা দিচ্ছি, তোমার যাতে কোন ক্ষতি না হয় সেটা আমি দেখব।"

রুপার্ট আমার আরো কাছে এসে বলল, "তোমাকে আমিই বরং একটা প্রস্তাব দিচ্ছি। যখন বলব ঠিক সেই সময় সরাসরি দুর্গ আক্রমণ কর। সাপ্ত্ আর টার্লেনহাইমকে সৈন্য পরিচালনার দায়িত্ব দাও। আক্রমণ করলে ওরা দু'জনতো মরবেই সেই সঙ্গে কালো মাইকেলও শেষ......"

"কী!"

".....কালো মাইকেলও কুকুরের মত মরবে। রাজাকেও খুন করে জলে ফেলে দেওয়া হবে। শেষ পর্যন্ত বেঁচে থাকবে কেবল দু'জন। আমি রুপার্ট হেনৎসাউ, আর তুমি রুরিটানিয়ার রাজা। তুমি পাবে সিংহাসন আর রাজকন্যা,

আর আমি পাব ক্ষমতা।"

"তুমি তোমার বন্ধুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে?" আমি বললাম।

"তুমি তো জানই ওর কী রকম সন্দেহবাতিক। তার উপরে সব সময় আমাকেও বিশ্বাস করতে পারে না জানোয়ারটা। কালকে রাতে আমি তো ওকে প্রায় খুন করতে যাচ্ছিলাম।"

"গোলমালটা কি কোন মহিলাকে নিয়ে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"হ্যাঁ, সুন্দরী আঁতোয়ানেত দ্য মবাঁ। আমি চাই ওকে আর ও চায় ডিউককে। যাহোক, কথা যা হল ভেবে দেখ," এরপর ঘোড়া চালিয়ে রুপার্ট মিছিলের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

আমি ফ্লাভিয়া আর সাপ্তের সঙ্গে যোগ দিলাম। বহু শয়তান আমি জীবনে দেখেছি কিন্তু রুপার্ট হেনৎসাউ-এর সঙ্গে তাদের কারো তুলনা চলে না।

টার্লেনহাইম পৌঁছনোর পর কাজের লোক এসে আমার হাতে একটা চিঠি ধরিয়ে দিল। খুলে দেখলাম, লেখা আছে, "*যোহান আমার কথা মত এটা নিয়ে যাচ্ছে। ভগবানের দোহাই, খুনেদের আড্ডা থেকে যে করে হোক আমাকে বাঁচাও। আ.দ.ম.*"

ভয়ঙ্কর পরিকল্পনা

সকলের চোখের সামনে আমি জেগুায় ঘোড়ায় চড়ে ঘুরেছি, তার উপরে আবার আমার সঙ্গে রুপার্ট হেনৎসাউ-এর কথা হয়েছে, তাই অসুস্থ সেজে থাকার আর কোন মানেই ছিল না। দুর্গের চারদিকে পাহারা আরো জোরদার করে দেওয়া হয়েছিল। মাদাম দ্য মবাঁর চিঠি পেয়ে থেকে আমার মনটা খুব উতলা হয়ে উঠেছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা হল এই যে এমন ক্ষমতা আমার ছিল না যা দিয়ে রাজা অথবা ওই মহিলার কোন সাহায্য করা যায়।

প্রত্যেকটা মুহূর্তই যেখানে গুরুত্বপূর্ণ সেখানে কিছু না করতে পেরে সময় কেটে যাচ্ছিল। ফ্লাভিয়া সামনে থাকায় বিয়ের দিন ঠিক করতে বাধ্য হলাম। ঠিক হল, পনেরো দিন বাদেই আমাদের বিয়ে হবে, আর সেটা হবে স্ট্রেলসুর ক্যাথিড্রালে।

এর মধ্যে যোহান ওদিকের আরো খবর নিয়ে এল। আমাদের বিয়ের খবর জানতে পেরে ডিউকের মুখ রাগে লাল হয়ে গেছে। ডিউক আর রুপার্ট নিজেদের মধ্যে কেবল এই সব নিয়ে ঝগড়া করছে।

এর থেকেও যেটা অনেক বেশি দরকারি খবর ছিল তা হল, রাজা নাকি আরো দুর্বল হয়ে পড়েছেন। যোহান দেখে এসেছিল, উনি আর হাঁটা-চলাও করতে পারছেন না। স্ট্রেলসুর থেকে একজন ডাক্তারকে ডেকে আনা হয়েছিল। পরে ডাক্তারকেও দুর্গে বন্দি করে রাখা হয়েছে।

"রাজাকে এখন কী ভাবে ওরা পাহারা দিচ্ছে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

উত্তরে যোহান বলল, "রাতের বেলায় পাহারায় থাকে ডেটচার্ড আর

বার্সোনিন, আর দিনে রুপার্ট হেনৎসাউ আর দ্য গতে।”

“বাকিরা সবাই ঠিক উপরের ঘরেই বিশ্রাম করে। কোন একটা শব্দ পেলেই যাতে সবাই ছুটে আসতে পারে সেই জন্যে এই ব্যবস্থা।”

“ডিউক কোন দিকে থাকে?”

“দুর্গের উপর দোতলায়, সাঁকোটার ডানদিকে।”

“মাদাম দ্য মবাঁর ঘরটা কোন দিকে?”

“সাঁকোর ঠিক উল্টো দিকে, বাঁ পাশে।”

‘ডিউকের কাছেই তো সাঁকোটার চাবি থাকে, তাই না?”

‘হ্যাঁ। রাতে ওটা তুলে ফেলা হয়।”

“তুমি কোথায় ঘুমাও?”

“দুর্গে ঢুকতেই যে বড় হল ঘরটা আছে ওখানে। আমার সঙ্গে আরো পাঁচ জন কর্মচারী শোয়।”

“এখন আমি যা বলছি মন দিয়ে শোন। কালকে ঠিক রাত দুটোর সময় দুর্গের প্রধান ফটকের কব্জাটা খুলে রাখবে। এই কাজের জন্যে তোমাকে পঞ্চাশ হাজার দেওয়া হবে।”

“আপনি কি তখন ওখানে থাকবেন?”

“প্রশ্ন কোর না। যা বলছি শোন।”

“দরজা খুলে রেখে আমি কি পালাব?”

“হ্যাঁ পালাবে। আরেকটা কাজ হল এই চিঠিটা মাদাম দ্য মবাঁর কাছে পৌঁছে দেবে। বলবে আমি যেরকম করতে লিখেছি, সেরকম না করলে কোন আশা নেই আর।”

বুঝতে পারলাম যোহান প্রচণ্ড ভয় পেয়েছে। কিন্তু ওকে বিশ্বাস না করে আমার কোন পথ ছিল না। রাজা মারা যাওয়ার আগেই আমার যা করার করতে হত।

ও চলে যাওয়ার পর আমি সাপ্ত্ আর ফ্রিৎসকে আমার পরিকল্পনা খুলে বললাম।

“ আর অপেক্ষা করা যাবে না কেন?” সাপ্ত্ জানতে চাইল।

"রাজা তাহলে মারা যেতে পারেন।"

"ঠিক আছে কালকে ফ্রিৎস আর আমি যাব। যদি আমাদের অভিযান ব্যর্থ হয়, ডিউক রাজাকে খুন করে, তুমি তো বেঁচে থাকবে। সেরকম কিছু হলে তুমিই রাজা হয়ে বসবে।"

"না, সেরকম কিছু হলে আমার পক্ষে আর অভিনয় চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। রাজা যদি মারা যান তাহলে বিয়ের আগেই আমি সব কিছু খুলে বলব, তারপর যা হয় হবে।"

আমার পরিকল্পনা ছিল, সামনের দরজা দিয়ে সাপ্ত্ ঢুকবে। হল ঘরের কর্মচারীদের চটপট বেঁধে ফেলবে। এই সময় আঁতোয়ানেত দ্য মবাঁ কাঁপা কাঁপা গলায় চিৎকার করতে থাকবেন, "বাঁচাও, বাঁচাও! মাইকেল আমাকে বাঁচাও!" তার পরেই আবার রুপার্টের নাম ধরে চিৎকার করবেন। মনে হয় মাইকেল চিৎকার শুনেই ওর ঘরের দিকে ছুটে আসবে, তখন সাপ্ত্ দলবল নিয়ে ওকে ধরে ফেলবে। আমাদের লোকেরা এরপর সাঁকোটা খুলে নামিয়ে দেবে। এর মধ্যে রুপার্টও চিৎকার শুনে বেরিয়ে আসবে।

এরপর আমার খেলা শুরু হবে। রুপার্ট আর দ্য গতে সাঁকো পার হলেই আমি ওদের খুন করব। রাজার ঘরের চাবিও আমাদের হাতে এর মধ্যে চলে আসবে। বাইরের দরজা খুলেই ডেটচার্ড আর বার্সোনিনকে খুন করতে হবে। তারপর বাকি থাকবে কেবল রাজাকে মুক্ত করা।

যদিও এই পরিকল্পনাটা ছিল খুবই মারাত্মক তবু এছাড়া আমাদের সামনে অন্য কোন পথ ছিল না।

ঠিক হয়েছিল, শত্রুদের ভুল বোঝানোর জন্যে সেই দিন সারা রাত টার্লেনহাইম দুর্গে গান বাজনা চলবে। ফ্লাভিয়াকে বোঝানোর দায়িত্ব থাকবে স্ট্রাকেনৎসের উপর। পরের দিন সকালেও যদি আমরা না ফিরি, তাহলে স্ট্রাকেনৎস সৈন্য নিয়ে জেণ্ডার দুর্গের দিকে যাত্রা করবেন। ওখানে গিয়ে যদি রাজা অথবা ডিউকের দেখা না পান তাহলে সঙ্গে সঙ্গে ফ্লাভিয়াকে নিয়ে উনি স্ট্রেলসুতে ফিরে যাবেন। কালো মাইকেলের শয়তানি সবার সামনে তুলে ধরবেন আর ফ্লাভিয়াকে রানি হিসাবে ঘোষণা করবেন।

ফ্লাভিয়ার সঙ্গে যখন আমি দেখা করতে গেলাম তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। নিজের হাতের আঙুল থেকে একটা সাধারণ সোনার আংটি খুলে ওর হাতে দিয়ে বললাম, "এটা আঙুলে পর, যখন তুমি রানি হবে তখন তোমাকে আরেকটা পড়তে হবে, তাহলেও এটা পর।"

"আমি আর যাই পরি না কেন এটা চিরকালই পরে থাকব," ফ্লাভিয়া বলল। আংটিটাকে চুমু খেতে খেতে ওর দু'চোখ জলে ভরে গেল।

রুপার্ট হেনৎসাউ-এর চাল

ওই দিন ছিল ঝকঝকে পরিষ্কার রাত। আমি চাইছিলাম ঝড় বৃষ্টি হোক। যেরকম পরিকল্পনা করা হয়েছিল তার জন্যে ঝড়-বাদলের রাতই ছিল উপযুক্ত। দুর্গের পাঁচিল ঘেঁষে চলা ফেরা করলে আমাকে দেখে ফেলার সম্ভাবনা কম ছিল। কোন ভাবে দেখে ফেললে বিপদে পড়তাম। তবে আমার চিন্তা ছিল দুর্গের সামনে দিয়ে যারা ঢুকবে তাদের নিয়ে।

সাপ্তকে বললাম, "তুমি তো সামনে দিয়ে ঢুকবে, আশা করি ও নিয়ে চিন্তা করার কিছু নেই?"

বারোটার সময় সাপ্ত লোকজন নিয়ে বেরিয়ে গেল। সব যদি ঠিক ঠাক চলে তাহলে রাত দুটোর মধ্যেই ওরা দুর্গের সামনে পৌঁছে যাবে। তখনও যদি দেখে, দরজা খোলা নেই তাহলে ফ্রিৎস আমার কাছে আসবে। আমরা তখন ঠিক করব এর পর কী ভাবে এগোতে হবে। আমাকে যদি ফ্রিৎস খুঁজে না পায় তাহলে ও সঙ্গে সঙ্গে টার্লেনহাইম ফিরে এসে বাকি লোকজনদের নিয়ে জেণ্ডার দুর্গ আক্রমণ করবে। সেরকম কিছু হলে আমার মনে হয় ও দু'জন রাজাকেই মৃত অবস্থায় পাবে।

আমার লোকজনেরা চলে যাওয়ার পর আমি একা একা রওনা হলাম। সঙ্গে নিয়েছিলাম একটা রিভলভার, তরোয়াল, খানিকটা শক্ত দড়ি আর একটা মই। একটা সোজা রাস্তা ধরে আমি জেণ্ডার দুর্গে তাড়াতাড়ি পৌঁছলাম। কাছেই জঙ্গলের মধ্যে একটা গাছের সঙ্গে ঘোড়াটাকে বেঁধে রাখলাম। তারপর গুঁড়ি মেরে গিয়ে খালের জলে নেমে পড়লাম।

দেওয়াল ঘেঁষে সাঁতার কাটতে কাটতে শুনতে পেলাম ঘড়িতে একটা বাজছে। সিঁড়ির কাছে পৌঁছে অন্ধকারের মধ্যে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলাম।

সাঁকোটা তখনও তোলা হয়নি। আমার ডান দিকে দশগজ মত দূরেই ওটা চোখে পড়ছিল। গজ দুয়েক দূরে একটা জানালাও দেখা যাচ্ছিল। মনে হল ওটাই ডিউকের ঘর, আর তার ঠিক উল্টো দিকেই ছিল মাদাম দ্য মবাঁর ঘরের জানালা।

হঠাৎ ওই জানালাটা খুলে গেল, অন্ধকারের মধ্যেই আঁতোয়ানেত দ্য মবাঁর চেহারা দেখতে পেলাম। তারপরেই আরেকজন লোকের চেহারা দেখা গেল। লোকটা ডিউক নয়, চিনতে পারলাম, রুপার্ট হেনৎসাউ।

শুনলাম আঁতোয়ানেত ওকে বলছেন, "তুমি যদি না থাম, আমি তাহলে খালের জলে ঝাঁপ দেব।"

"খালের জল কিন্তু এখন খুব ঠাণ্ডা হবে," হাসতে হাসতে ও বলল।

তারপর একটু গম্ভীর হয়ে বলল, "কালো মাইকেল তো রাজকন্যার প্রেমে পাগল, তাহলে তুমি ওর মধ্যে কী দেখতে পেলে?"

"তুমি ওর সম্পর্কে যা বলছ, আমি কিন্তু ওকে সব বলে দেব," মাদাম মবাঁ বললেন।

"ঠিক আছে, ঠিক আছে, বোলো," রুপার্ট তোয়াক্কা করল না। ঠিক এই সময় ঘরের দরজা খুলে গেল. শুনতে পেলাম মাইকেল হেঁড়ে গলায় বলছে, "জানতে পারি কি তুমি এখানে কী করছ?"

"তুমি দেখা করতে আসতে পারছ না তার জন্যে তোমার হয়ে ক্ষমা চাইতে এসেছি," হাসতে হাসতে রুপার্ট বলল। "তুমিই বল না, আমি কি ওকে একলা থাকতে দিতে পারি?"

দেখতে পেলাম ডিউক জানালার কাছে এগিয়ে এল। তারপর খপ করে রুপার্টের একটা হাত চেপে ধরল।

"তোমাকে কি খালের জলে চোবাতে হবে?" প্রচণ্ড রেগে গিয়ে বলল ডিউক।

"মনে হয় না তোমার সেই সাহস হবে," রুপার্ট উত্তর দিল।

"ব্যাস, ব্যাস! নিজেদের মধ্যে আর ঝগড়া করে কাজ নেই। দেখতো ডেটচার্ড আর বার্সোনিন ওদের জায়গায় আছে কিনা?"

"ওরা জায়গাতেই আছে।"

"ঠিক আছে, তাহলে তুমিও এখন যাও," ব্যস্ত হয়ে মাইকেল বলল, "আর দশ মিনিটের মধ্যেই সাঁকোটা তুলে ফেলবে। তাড়াতাড়ি না করলে সাঁতরে যেতে হবে।"

রুপার্টের চেহারা জানালা থেকে মিলিয়ে গেল। দরজা খোলাবন্ধের আওয়াজ শুনতে পেলাম। এরপর শুনলাম রুপার্ট চিৎকার করছে, "দ্য গতে, দ্য গতে কোথায় গেলে হে! শুতে যাওয়ার আগে যদি সাঁতার কাটতে না চাও, তাহলে জলদি চলে এস!" একটু বাদেই দুজনে সাঁকোর উপর এসে দাঁড়াল।

রুপার্টের মনে আরো কিছুটা ফুর্তি করার ইচ্ছা ছিল। দ্য গতের কাছ থেকে একটা বোতল নিয়ে সে গলায় ঢালল।

"ধুস্, কিছুই নেই দেখছি," এই বলে রুপার্ট বোতলটা জলে ফেলে দিল।

পাইপের একটু দূরেই বোতলটা এসে পড়ল। রুপার্ট রিভলভার বের করে ওটার দিকে তাক করে গুলি চালাতে আরম্ভ করল। প্রথম দু'বার গুলি ফস্কে এসে পাইপের গায়ে লাগল। এর পরের গুলিটা বোতলটাকে টুকরো টুকরো করে দিল। এরপরেও ও গুলি চালানো থামালো না, একটা তো প্রায় আমার মাথা ঘেঁষে বেরিয়ে গেল।

ভাগ্য ভালো বলতে হবে, ঠিক এই সময় কেউ চিৎকার করে বলল, "সাঁকোটা তোলা হচ্ছে, সবাই সরে যাও।"

দু'জনে ছুটে পেরিয়ে গেল। তারপর চারদিক চুপচাপ হয়ে পড়ল। দশ মিনিট বাদে আমার ডান দিকে একটা শব্দ পেলাম। পাইপের কোণা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলাম দরজার সামনে কেউ একটা দাঁড়িয়ে আছে। চিনতে পারলাম, রুপার্ট হেনৎসাউ। দাঁত দিয়ে তরোয়ালটা চেপে ধরে ও খালের জলে নেমে

পড়ল।

শয়তানের মাথায় কী বুদ্ধি খেলছিল জানি না। সামনা সামনি দেখতে পেয়ে খুন করার ইচ্ছাটা মাথায় চেপে বসল, রাজার কথা ভেবে নিজের ইচ্ছাটাকে তখনকার মত চেপে রাখলাম।

দেখলাম, রুপার্ট সাঁতার কেটে সাঁকোটার অন্য পারে যাচ্ছে। তারপর একটা দরজা খুলে ও ভিতরে ঢুকে গেল।

ফাঁদ কেটে বেরনো

অপেক্ষা করতে করতে আমি ভাবছিলাম, রুপার্টতো খালের অন্য পারে চলে গেল। এখন এদিকে পাহারায় থাকল কেবল তিনজন। আহা! এই সময় যদি আমার কাছে চাবিগুলো থাকত।

ওই পারটা ছিল একেবারে নিস্তব্ধ। মাদাম দ্য মবাঁর ঘরের জানালা দিয়ে কেবল আলো দেখা যাচ্ছিল। ডিউকের ঘরটাও অন্ধকার ছিল। হঠাৎ পৌনে দুটো নাগাদ যে-ঘরে আলো জ্বলছিল সেই ঘর থেকে আওয়াজ শুনতে পেলাম। আলোটা হঠাৎ নিভে গেল, তারপরই পরিত্রাহি চিৎকারে রাতের নিস্তব্ধতা খান খান হয়ে গেল : "বাঁচাও বাঁচাও! মাইকেল আমাকে বাঁচাও!" পরমুহূর্তেই যেন ভয় পেয়ে চিৎকার থেমে গেল।

আমি সাঁতরে গিয়ে একটা অন্ধকার কোণায় উঠলাম। আমি যদি আঁতোয়ানেতকে বাঁচাতে যেতে নাও পারি, তাহলেও এদিক দিয়ে কেউ যেতে চাইলে তাকে আটকাতে পারব।

শুনতে পেলাম জোর করে কেউ দরজা খোলার চেষ্টা করছে। তারপর তরোয়ালের ঝন-ঝন আর অনেক লোকের পায়ের শব্দ শোনা গেল। জানালাটা হাট করে খোলা ছিল। দেখলাম রুপার্ট পাঁচ-ছ জন লোকের সঙ্গে লড়ছে।

"বাছা যোহান! এটা তোমার জন্যে, এবার এসো তো মাইকেল!"

বুঝলাম যোহান এখন ওখানে! তাহলে আমাদের জন্যে দরজাটা খুলবে কখন? যোহানকে তো রুপার্ট শেষ করে দেবে!

লড়াই চলতেই থাকল। রুপার্ট বারে বারেই লোকগুলোকে কোণঠাসা করে ফেলছিল। শেষে ও হাসতে হাসতে জানালার পাটার উপর উঠে দাঁড়াল, তারপর ওখান থেকে খালের জলে ঝাঁপ দিল। ঠিক এই সময় আমি যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম তার পাশেই একটা দরজা খুলে উঁকি মাবল দ্য গতে। গায়ের সমস্ত জোর দিয়ে ওকে লক্ষ করে তরোয়াল চালালাম, দরজার সামনেই ওর লাশটা ঝুপ করে পড়ে গেল।

অবশেষে চাবিগুলো আমার হাতে এল। সব থেকে বড় চাবিটা বেছে নিয়ে সেই দরজার ফুটোয় ঢোকালাম যেটা খুললে বন্দির ঘরের দরজা অবধি পৌঁছনো যাবে। দরজাটা সহজেই খুলে গেল। খাড়া খাড়া পাথরের সিঁড়ি বেয়ে আমি নিচে নেমে গেলাম। দেওয়ালে একটা আংটার সঙ্গে লণ্ঠন ঝোলানো ছিল। ওটাকে নিভিয়ে দিয়ে আমি কান পেতে থাকলাম।

"বাইরে কী হচ্ছে বলত?"

কেউ একজন উত্তর দিল, "আমরা কি এখন ওকে খুন করব?"

"ধৈর্য ধর। এত তাড়াতাড়ি খুন করলে বিপদে পড়ে যেতে পারি।"

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর বার্সোনিনের গলা শুনতে পেলাম, "একে তো গভীর রাত তায় আবার লণ্ঠনটাও নিভে গেছে। বাইরে তো কিছুই দেখা যাচ্ছে না।"

আমি আর দেরি না করে ছুটে গিয়ে দরজার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। দরজাটা বন্ধ ছিল না। এক ধাক্কাতেই খুলে গেল। প্রথমেই আমি বার্সোনিনকে আমার লক্ষ্য করে নিলাম। শয়তানটাকে শেষ করতে বেশি সময় লাগল না।

আমি যখন ডেটচার্ডের জন্যে ফিরলাম — ও ততক্ষণে রাজার ঘরে ঢুকে পড়েছে। হতেই পারে, এর মধ্যে হয়ত রাজাকে শেষও করে ফেলেছে।

শেষ হয়ত করেই ফেলত যদি না ওখানে একজন রাজভক্ত থাকত। যে ডাক্তার রাজার দেখাশোনা করছিলেন উনি বিপদ বুঝে ডেটচার্ডের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু বদমাশটার গায়ের জোর বেশি থাকায় ডাক্তারকেই খুন হতে হল।

ও আমার দিকে ফিরে বলল, "অবশেষে!"

তরোয়াল নিয়ে দু'জনেই দু'জনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। লড়াই চলছিল একেবারে নিঃশব্দে। দু'জনেই জানতাম, যে হারবে তাকে আর বেঁচে থাকতে হবে না। ধীরে ধীরে আমাকে একটা দেওয়ালের দিকে ডেটচার্ড ঠেসে ধরল, বাঁ হাতেও এর মধ্যেই ওর তরোয়ালের খোঁচা লেগেছিল। তরোয়ালটা ডেটচার্ড খুব ভালোই খেলতে জানে। বুঝতে পারছিলাম, আমিই আস্তে আস্তে কোণঠাসা হয়ে পড়ছি।

এর মধ্যে রাজার দিকে চোখ পড়তে দেখলাম দুর্বল শরীর নিয়ে টলতে টলতে সাহায্য করতে এগিয়ে আসছেন। আমাদের লড়তে দেখে ওঁর মাথাটা বোধহয় আরো খারাপ হয়ে গিয়েছিল। একটা চেয়ার তুলে নিয়ে আমাদের দু'জনের মাঝে চলে আসার চেষ্টা করতে লাগলেন। "রুডলফ! ভাই আমার, বন্ধু আমার, আমি তোমাকে সাহায্য করছি।"

ডেটচার্ড একটা গালাগালি দিয়ে রাজার দিকে ধেয়ে গেল। তরোয়ালের খোঁচা লাগতেই রাজা যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠে, চেয়ারটা ফেলে দিয়ে থর থর করে কাঁপতে লাগলেন। শয়তানটা চট করে আবার আমার দিকে ঘুরতে চাইল। কিন্তু ঘুরতে গিয়ে ডাক্তারের শরীর থেকে গড়িয়ে আসা রক্তে ওর পা পিছলে গেল। বুঝতে পারলাম এটাই হল চরম মুহূর্ত, তাই ওকে ধাতস্থ হতে আর কোন সময় না দিয়ে সোজা তরোয়ালটা ওর বুকে ঢুকিয়ে দিলাম।

আমার প্রথম চিন্তা হল, রাজা মরে গেলেন না তো! তারপর, উনি যেখানে পড়ে ছিলেন সেদিকে ছুটে গেলাম। নাড়ি ধরে দেখলাম, এখনও বেঁচে আছেন। তারপর নিজেই নিজের বুকের ধক-ধকানি শুনতে পেলাম। এরপর যে শব্দটা কানে ভেসে এল তাতে বুকের ধক-ধকানি আরো বেড়ে গেল। শব্দটা শুনে বুঝতে পারলাম সাঁকোটা আবার নামিয়ে দেওয়া হল।

চোট লাগার ফলে এর মধ্যেই বেশ দুর্বল লাগতে শুরু করে দিয়েছিল। তাও কোন মতে হেঁচড়ে হেঁচড়ে বাইরের ঘরটার দিকে এগিয়ে গেলাম। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যখন কিছুটা দম নেওয়ার চেষ্টা করছি, ঠিক সেই সময় রুপার্টের হাসি কানে এল। বুঝলাম সব শেষ। রুপার্ট যখন বেঁচে আছে তখন আমাদের সব পরিকল্পনা নিশ্চয় ফেঁসে গেছে। ফ্রিৎসও নিশ্চয় এতক্ষণে সৈন্য

নিয়ে আসার জন্যে টার্লেনহাইম ফিরে গেছে। নাহলে রুপার্টের এই হাসির কারণ কী?

আমি মরিয়া হয়ে দরজার একপাশে সরে দাঁড়ালাম। তারপর উঁকি মারতেই শুনতে পেলাম রুপার্ট বলছে, "বেশ, বেশ, সাঁকোটা আবার জায়গা মত চলে এসেছে! কই গেলে হে ডিউক! এস দেখি বাছাধন, দেখি কেমন মেয়েটার জন্যে জান লড়াতে পার।"

নতুন আশা নিয়ে চাবি ঘুরিয়ে, দরজাটা খুলে, বাইরের দিকে তাকালাম।

মুখোমুখি

খানিক্ষণ কিছুই চোখে পড়ল না। তারপর ধীরে ধীরে চোখ অভ্যস্ত হয়ে গেল। দেখতে পেলাম, সাঁকোটার মাঝখানে রুপার্ট হেনৎসাউ দাঁড়িয়ে আছে। ওর জামা একদম রক্তে ভেজা। সাঁকোটার উল্টো দিকে ডিউকের কর্মচারীরা জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে। সবাই দারুণ উত্তেজিত। ওদের মধ্যে যোহানকেও চোখে পড়ল, ক্ষতের থেকে রক্ত মুছে ফেলছে।

আমার সামনে যে একটা সুযোগ এসে পড়েছে সেটা বুঝতে পারলাম। এখন কেবল রিভলভারটা বের করে রুপার্টকে গুলি করার অপেক্ষা। কাজটা যে কেন করতে পারলাম না — জানি না। হয়ত সামনা সামনি লড়াই না করে ওকে মারতে ইচ্ছা হল না। এছাড়া এখন ও কী করবে সেটা জানারও কৌতূহল ছিল।

"মাইকেল, কুকুরের বাচ্চা! বেরিয়ে আয়!"

উত্তরে একজন মহিলার পাগলের মত চিৎকার ভেসে এল, "মরে গেছে! ঈশ্বর, ও খুন হয়েছে!"

"মরে গেছে!" চিৎকার করে উঠল রুপার্ট, "অস্ত্র-শস্ত্র সব ফেলে দে তোরা! এখন থেকে আমিই তোদের মালিক!"

রুপার্ট যখন কথা বলছিল তখন দূর থেকে একটা আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল, যদিও তা নিয়ে তখন কেউ মাথা ঘামায়নি। সবাই ব্যস্ত ছিল চোখের সামনে যা হচ্ছিল তাই নিয়ে। মাদাম দ্য মবাঁ একটা ঢিলে সাদা রঙের আলখাল্লা পরে টলতে টলতে সাঁকোটার উপর এসে দাঁড়ালেন।

ওঁর খোলা কালো চুল কাঁধের উপর এসে পড়েছিল। চোখ মুখ দারুণ ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিল। কাঁপা কাঁপা হাতে একটা রিভলভার ধরে ছিলেন।

রুপার্টকে লক্ষ করে উনি একটা গুলি চালালেন। গুলিটা ফস্কে গিয়ে আমার মাথার উপর দরজায় এসে লাগল। উনি আবার গুলি করার জন্যে রিভলভারটা তুলে ধরলেন। কিন্তু গুলি চালানোর আগেই টাল খেয়ে সাঁকোর উপর থেকে খালের জলে পড়ে গেলেন।

এই সময় প্রচুর লোকের পায়ের শব্দ শোনা গেল। বুঝতে পারলাম, সাপ্ত্ আর তার দলবল এসে পড়েছে। এখন আর রাজার জন্যে আমার থাকার দরকার ছিল না। সাপ্তই কিছুক্ষণের মধ্যে ওঁর দায়িত্ব নিয়ে নিত।

রুপার্ট হেনৎসাউর মত আমিও হাতে তরোয়াল নিয়ে খালের জলে ঝাঁপ দিলাম। ওর সঙ্গে আমার একটা হিসেব চুকানোর ছিল।

ও খুব সহজ ভাবে তাড়াতাড়ি সাঁতার কেটে এগিয়ে যাচ্ছিল। আমি কিছুতেই ওকে ধরতে পারছিলাম না। যে দড়িটা ঝুলিয়ে আমি নেমেছিলাম সেটা ধরেই ও উপরে উঠে গেল। তারপর নিচের দিকে ফিরে তাকাতেই আমাকে দেখতে পেল, "আরে! তুমি এখানে কী করে এলে?"

আমি দড়ি ধরে উঠতে গিয়েও থমকে গেলাম, "ওটা নিয়ে চিন্তা করো না," আমি বললাম, "আরো কিছুক্ষণ এখানেই থাকব।"

ওর বিখ্যাত হাসিটা হেসে রুপার্ট তরোয়ালটা বাগিয়ে ধরল, ঠিক এই সময় হঠাৎ দুর্গের ঘণ্টা বেজে উঠল। খালের মধ্যে থেকে একটা চিৎকার শুনতে পেলাম। রুপার্ট একটু হেসে, আমার দিকে হাত নেড়ে, মিলিয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে বিপদের তোয়াক্কা না করে আমি ওর পিছনে ধাওয়া করলাম। রুপার্ট না থেমে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেল, আমিও ওর পিছন ছাড়লাম না। তারপর দম নেওয়ার জন্যে যেই একটু দাঁড়িয়েছি, দেখলাম ও ডান দিকে জঙ্গলের মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছে।

ভাবলাম সব কিছু শেষ হয়ে গেল, তাই হতাশ হয়ে জঙ্গলের মধ্যেই শুয়ে পড়লাম। একটু বাদেই আবার আমাকে উঠে পড়তে হল, শুনতে পেলাম একজন মহিলা জঙ্গলের মধ্যে থেকে চিৎকার করছেন।

একটা ধারে পৌঁছতেই চোখে পড়ল, রুপার্ট একজন চাষীর মেয়েকে ঘোড়া থেকে নামাচ্ছে। দেখলাম মেয়েটাকে এর জন্যে ও কিছু পয়সাও দিল। তারপর ঘোড়ার উপর চড়ে ও আমার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। বলা চলে, আমিও ওর জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম।

রুপার্ট আমাকে জিজ্ঞেস করল, "দুর্গের মধ্যে তুমি কী করছিলে?"

"তোমার তিন সাগরেদকে খতম করছিলাম," আমি বললাম।

"রাজার কী খবর?"

"ভালো আছেন।"

"তোমার মত বন্ধু আমি দুটো দেখিনি," রুপার্ট হাসতে হাসতে বলল, "তোমাকে চাইলেই কিন্তু আমি খুন করতে পারতাম। সাঁকোটার উল্টো দিকে আমি রিভলভার হাতে দাঁড়িয়েছিলাম।"

"তাই নাকি! আমি তো কিছু বুঝতে পারিনি।"

এরপরই ক্ষেপে গিয়ে আমি ঠিক কী করেছিলাম মনে নেই, বোধহয় ওর দিকে তেড়ে গিয়েছিলাম। আমার তরোয়ালের খোঁচা ওর গালে গিয়ে লাগল। আমি যে এরকম হঠাৎ ক্ষেপে যাব সেটা ও বুঝতে পারেনি। ও যখন আমাকে পাল্টা মারবার জন্যে তৈরি হচ্ছে সেই সময় আমাদের পিছন থেকে একটা চিৎকার শোনা গেল। একজন লোক হাতে রিভলভার নিয়ে ঘোড়া চালিয়ে আমাদের দিকেই আসছিল। লোকটা আর কেউ নয় আমারই বন্ধু ফ্রিৎস ফন টার্লেনহাইম।

রুপার্ট ওকে দেখেই বুঝল যে খেলা শেষ হয়ে গেছে। তারপর জিনের উপর ঝুঁকে আমার দিকে হেসে বলল, "বিদায় রুডলফ রাসেনডিল।" ক্ষত-বিক্ষত গাল নিয়েই তারপর ও ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

এরপর জীবনে আর রুপার্টের সঙ্গে আমার দেখা হয়নি — সত্যিই ওর মত সাহসী, একই সঙ্গে সুন্দর ও ভয়ঙ্কর মানুষ দেখা যায় না।

আমি চিৎকার করে ফ্রিৎসকে ওর পিছনে ধাওয়া করতে বললাম। কিন্তু ফ্রিৎস ঘোড়া থামিয়ে আমার কাছে ছুটে এল।

"তোমার ঘোড়াটা আমাকে দাও," এই বলে টলতে টলতে আমি ঘোড়ার পিঠে চাপতে গেলাম। কিন্তু পিঠে চড়ার আগেই প্রায় বেহুঁশ হয়ে পড়লাম। ফ্রিৎস ব্যস্ত হয়ে আমার পাশে হাঁটু গেড়ে বসল।

"ফ্রিৎস, রাজা বেঁচে আছেন তো?"

"বেঁচে আছেন," খুব আন্তরিক গলায় বলল ফ্রিৎস, "আর এর জন্য পৃথিবীর সব থেকে সাহসী লেকটিকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি।"

মেয়েটি একপাশে দাঁড়িয়ে ভয়ে কাঁদছিল। যখন শুনলাম রাজা বেঁচে আছেন, তখন আনন্দে চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছা করল। কিন্তু আমার গলা থেকে কোন শব্দ বের হলো না। ফ্রিৎসের কোলে মাথা রেখে আমি চোখ বন্ধ করলাম। তারপর গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলাম।

রাজা আর বন্দি

ওই রাত্রে সে দিন কী ঘটেছিল তা পুরোটাই পরে ফ্রিৎস আর মাদাম দ্য মবাঁর মুখে শুনেছিলাম। রুপার্ট হেনৎসাউ প্রথমে আঁতোয়ানেত দ্য মবাঁর ঘরে ঢোকে, এই কারণে আমি যে সময় বলেছিলাম তার আগেই মবাঁকে সত্যি সত্যি বাঁচার জন্যে চিৎকার করতে হয়েছিল। ডিউকের সঙ্গে এই সময় রুপার্টের লড়াই বাধে। দারুণ ভাবে মাইকেলকে জখম করে ও জানালা টপকে পালিয়ে যায়।

আঁতোয়ানেত ডিউককে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন। তাই ওঁরই কোলে মাথা রেখে যখন ডিউক মারা গেল তখন মাথার ঠিক রাখতে না পেরে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে রুপার্টকে খুন করতে বেরিয়ে পড়েন। উনি আমাকে প্রথমে উঁকি মারতে তারপর রুপার্টের পিছনে সাঁতার কেটে যেতে দেখেছিলেন।

সাপ্ত আর ফ্রিৎস অপেক্ষা করেছিল, কখন যোহান দরজাটা খুলে দেয় তার জন্য। কিন্তু যোহান অন্যদের সঙ্গে ডিউককে বাঁচাতে ছুটে গিয়েছিল। পৌনে দু'টোর সময় ফ্রিৎস আমাকে খুঁজতে খালের ধারে পৌঁছায়। আমার দেখা না পাওয়ায় সাপ্ত কিছু লোককে টার্লেনহাইম পাঠিয়ে দেয়। ওরা টার্লেনহাইম গিয়েছিল মার্শাল আর বাকি লোকেদের নিয়ে আমার খোঁজে।

এই সময় সাপ্তও চুপ করে বসেছিল না। লোকজন নিয়ে দুর্গের দরজা ভাঙতে শুরু করে দিয়েছিল। ঠিক যখন আঁতোয়ানেত সাঁকোর

উপর দাঁড়িয়ে রুপার্টকে গুলি করছেন, সেই সময় ওরা দরজা ভেঙে ফেলে।

দুর্গের মধ্যে ঢুকে প্রথমে ওরা কালো মাইকেলের লাশটা দেখতে পায়। তারপর দেখা হয় আঁতোয়ানেতের সঙ্গে, উনি ওদের বলেন আমাকে রুপার্টের পিছনে সাঁতার কেটে যেতে দেখেছিলেন। "বন্দির কী খবর?" সাপ্ত্‌ জানতে চাইলে উনি ঘাড় নাড়িয়ে বলেন, "কিছু জানি না।"

সঙ্গে সঙ্গে ওরা সাঁকোটা পেরিয়ে চলে আসে। ভেবেছিল রাজাকেও মৃত অবস্থায় পাওয়া যাবে। প্রথমে দরজার সামনে ওরা দেখে দ্য গতের লাশ পড়ে আছে। বাইরের ঘরটায় দেখতে পায় বার্সোনিনকে। রাজার ঘরে ঢুকে চোখে পড়ে ডাক্তারের মৃতদেহের উপর পড়ে আছে ডেটচার্ডের লাশ। রাজা খুব গুরুতর ভাবে আহত হয়ে পড়ে আছেন। সাপ্ত্‌ ভালোভাবে রাজার শরীরের আঘাতগুলো পরীক্ষা করে বুঝতে পারে ওঁকে বাঁচিয়ে তোলা সম্ভব।

ফ্রিৎস আমাকে খুঁজতে বেরিয়ে পড়ে। জঙ্গলের মধ্যে আমার দেখা পেয়ে ওর আনন্দের সীমা ছিল না।

রাজা যে বেঁচে আছেন এই কথাটা গোপন রাখা দরকার। আঁতোয়ানেত দ্য মবাঁ আর যোহান প্রতিজ্ঞা করেছে ওরা কিছু বলবে না। লোকজনদের জানানো হয়েছে, রাজা জেণ্ডাতে এসেছিলেন ওঁর একজন বন্ধুকে বাঁচাতে। ডিউক জোর করে রাজার এই বন্ধুকে দুর্গে আটকে রেখেছিল। লড়াই করতে গিয়ে ডিউক মারা গেছে। রাজাও গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। তবে এখন ধীরে ধীরে সেরে উঠছেন।

যখন রাজকুমারী ফ্লাভিয়া এই খবর জানতে পারলেন, তাঁকে টার্লেনহাইমে আটকে রাখা গেল না। মার্শালের সঙ্গে সঙ্গে উনিও জেণ্ডাতে চলে এলেন।

আমি যখন ফ্রিৎসের কাঁধে ভর দিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসছি ঠিক সেই সময় ফ্লাভিয়াও এসে উপস্থিত হল। ওর সঙ্গে দেখা করা ঠিক হবে না বুঝতে পেরে আমি একটা গাছের পিছনে

গিয়ে লুকোলাম।

চাষীর মেয়েটা কাঁদতে কাঁদতে ওর কাছে ছুটে গিয়ে বলল, "মাদাম, রাজা এখানেই আছেন — ঝোপের মধ্যে! আমি কি আপনাকে ওঁর কাছে নিয়ে যাব?"

"বাজে কথা বলো না!" বললেন স্ট্রাকেনৎস, "রাজা, আহত হয়ে জেণ্ডার দুর্গে পড়ে আছেন।"

"না, না! উনি কাউণ্ট ফ্রিৎসের সঙ্গে ওই গাছগুলোর পিছনেই আছেন।"

ফ্লাভিয়া অবাক, "দুই জায়গায় আছেন! রাজা দু'জন নাকি? না হলে এখানেও কী করে থাকবেন!"

"রাজা এখানেই আছেন," মেয়েটা আবার বলল।

"এখানে কে আছেন, তাঁকে আমি দেখতে চাই," রাজকুমারী বলল, গাড়ি থেকে নামতে নামতে। এই সময় সাপ্ত্ ঘোড়ায় চড়ে আসছিল। ফ্লাভিয়াকে দেখে ও জানাল, "রাজা দুর্গে বিশ্রাম নিচ্ছেন, সব বিপদই কেটে গেছে।"

"কিন্তু ওই মেয়েটা বলছে রাজা নাকি জঙ্গলের মধ্যে আছেন," বলল ফ্লাভিয়া।

সাপ্ত্ হেসে বলল, "সমস্ত সুন্দর দেখতে লোককেই ও বোধহয় রাজা মনে করে।"

অবুঝ মেয়েটা তখনও বলতে থাকল, "যাকে তাকে রাজা বলব কেন, রাজাকেই রাজা বলছি।"

"আমি নিজের চোখে সব কিছু দেখতে চাই," ফ্লাভিয়া বলল।

"খুব ভালো কথা," সাপ্ত্ কী রকম অদ্ভুত গলায় বলল।

ওরা আমার দিকে আসছে দেখে মুখ লুকোলাম। আমার পক্ষে ফ্লাভিয়ার দিকে মুখ তুলে তাকান সম্ভব ছিল না। রাজকুমারী আমার কাছে এসে পৌঁছল। কানে এল ওর ফোঁপানির শব্দ, তারপর ও ধীরে ধীরে আমার হাত মুখের উপর থেকে সরিয়ে নিল।

"এই তো রাজা!"

তারপর দু'হাত দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরল। আমাকে আদর করতে যাবে ঠিক তার আগেই, সাপ্ত্ ফিস ফিস করে বলল,

"আপনি ভুল করছেন, উনি রাজা নন।"

"ভুল তোমরা করছ, ভুল করছ! আমার রাজা, আমার রুডলফ! এই দেখ ওর আঙুলে রাজার আংটি!"

সাপ্ত্ আবার বলল, "উনি আমাদের রাজা নন।"

"আমার দিকে চেয়ে দেখ রুডলফ! একটি বারের জন্যে চেয়ে দেখ!" ফ্লাভিয়া চিৎকার করে উঠল।

"ভগবান আমাকে ক্ষমা করুন," আমি বললাম, "আমি রাজা নই!"

রাজকুমারী প্রথমে সাপ্ত্ তারপর ফ্রিৎসের মুখের দিকে তাকাল। ওদের মুখ দেখেই আসল কথাটা বোঝা যাচ্ছিল। দেখতে পেলাম আমার দিকে তাকাতে তাকাতে ওর ভিতরটা ভয়ে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে। তারপর আমারই বুকের উপর ও যখন এলিয়ে পড়ল, তখন মনে হল কেন আমি বেঁচে থাকলাম! এর থেকে রুপার্টের হাতে মরে যাওয়া অনেক ভালো ছিল।

ভালোবাসাই যদি সব হতো

রাজাকে যে ঘরে আটকে রাখা হয়েছিল, জেণ্ডার দুর্গে সেই ঘরেই আমি শুয়ে ছিলাম। রাত হয়ে যাওয়ায় চারদিক একদম চুপচাপ হয়ে পড়েছিল। যোহান আমার জন্যে খাবার নিয়ে এসে বলল, রাজা নাকি ভালোই আছেন। রাজকুমারীর সঙ্গেও তাঁর দেখা হয়েছে। সাপ্ত্ আর ফ্রিৎস অনেকক্ষণ ওঁর কাছে ছিল। মাদাম মবাঁ নাকি তখনও ডিউকের কফিনের পাশেই বসে ছিলেন।

দুর্গের মধ্যে কী ঘটছে না ঘটছে তাই নিয়ে সাধারণ লোকেদের মধ্যে দারুণ গুজব ছড়াচ্ছিল। অনেকেই মনে করছিল, পুরো ব্যাপারটা একমাত্র কর্নেল সাপ্তেরই জানা।

আমার খাওয়া শেষ হয়ে যাওয়ার একটু বাদেই ফ্রিৎস এল। তারপর আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেল রাজার কাছে। রাজা আমাকে দেখেই হাত বাড়িয়ে দিলেন। আমি ওঁর বাড়ানো হাতটা চেপে ধরলাম। তারপর নিজের হাত থেকে রাজার আংটিটা খুলে নিয়ে ওঁর হাতে পরিয়ে দিলাম।

"যতটা পেরেছি আংটির মর্যাদা রক্ষার চেষ্টা করেছি," আমি বললাম।

"আমার পক্ষে তোমাকে বেশি কিছু বলা সম্ভব নয়," দুর্বল গলায় রাজা আমাকে বললেন।

"তোমাকে নিয়ে মার্শাল আর সাপ্তের সঙ্গে আমার অনেক কথা হয়েছে। তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ, আমি চাই তুমি আমার সঙ্গেই থাক।

আমি প্রত্যেকটা লোককে জানাতে চাই তুমি আমার জন্যে কী করেছ, কিন্তু ওরা বলছে সে সব কথা লোক-জনেদের বলা যাবে না।"

"ওরা ঠিক কথাই বলছে। আমার কাজ শেষ হয়েছে। এখন আপনি দয়া করে আমাকে যেতে অনুমতি দিন।"

"তুমি যা করেছ, সেই রকম কাজ আগে কেউ করেছে বলে আমার জানা নেই। তুমি যে-পথ আমাকে দেখালে সে পথ ধরেই আমি আজীবন চলার চেষ্টা করব।"

এর পর আস্তে আস্তে রাজার দু'চোখের পাতা বন্ধ হয়ে গেল।

ফ্রিৎস এই সময় একজন ডাক্তার নিয়ে ঘরে এল। আমি রাজার হাতের উপর একটা চুমু খেয়ে ফ্রিৎসের সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। রাজার সঙ্গে ওই আমার শেষ দেখা।

ফ্রিৎস আমাকে একটা সিঁড়ির সামনে নিয়ে গেল।

"কোথায় যাচ্ছি এখন?" আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম।

"রাজকুমারী তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। কথা বলা হয়ে গেলে সাঁকোর কাছে চলে এস।"

"আমার সঙ্গে কী কথা আছে?" বুঝতে পারলাম ভিতরে ভিতরে আমি উত্তেজিত হয়ে উঠছি।

ফ্রিৎস ঘাড় নাড়ল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "ওঁকে কী সব কিছু খুলে বলা হয়েছে?"

"হ্যাঁ, সব।"

ও একটা দরজা খুলে আমাকে ভিতরে ঠেলে দিল। দেখলাম একটা সুন্দর সাজানো ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি। রাজকুমারী একটা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। আমি একটা হাঁটু গেড়ে ওর সামনে বসে, ওর হাতের উপর চুমু খেলাম। ও কোন কথা না বলে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। আমি দাঁড়িয়ে উঠে আস্তে আস্তে বললাম, "ফ্লাভিয়া"।

ও সামান্য কেঁপে গিয়ে আমার দিকে ফিরে তাকাল। "দাঁড়িয়ো না! দাঁড়িয়ো না। বসে পড়! তুমি আহত। ওঃ তোমার গা তো জ্বরে পুড়ে

যাচ্ছে দেখছি!”

“ফ্লাভিয়া, আমি তোমাকে কতটা ভালোবাসি সেটা বলে বোঝান সম্ভব নয়। যেদিন থেকে আমি তোমাকে দেখেছি সেদিন থেকেই আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমৃত্যু আমি তোমাকে ভালোবেসেই যাব। যদি কোন অপরাধ করে থাকি তার জন্যে ক্ষমা কোর।”

“রুডলফ, আমি তোমাকেই ভালোবেসেছি, কোন রাজাকে নয়।”

“সেদিন রাতে স্ট্রেলসুতেই আমি তোমাকে সব কথা খুলে বলতাম।”

“জানি, জানি! কিন্তু এখন আমরা কী করব?”

“আজকে রাতেই আমি চলে যাচ্ছি।”

“না! না! তা হয় না,” ও চিৎকার করে উঠল।

“যেতে যে আমাকে হবেই।”

“তাহলে আমাকেও তোমার সঙ্গে নিয়ে চল।”

“আমার সঙ্গে যাবে, তাহলে চল।”

আমরা দু'জনেই দু'জনের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। সময় কেটে যেতে লাগল। তারপর হঠাৎ সম্বিত ফিরে পেয়ে দু'জনেই একটু পিছিয়ে গেলাম।

ফ্লাভিয়া এরপর বলল, “ভালোবাসাই জীবনের সব নয়, রুডলফ। তুমিই তো আমাকে শিখিয়েছ কী ভাবে মর্যাদাকে মূল্য দিতে হয়। আমি আমার জন্মভূমির মর্যাদা রক্ষা করব, সেটাই হবে আমার সব থেকে বড় কাজ। এই কাজের জন্যে আমি এখানেই থাকব।”

আমি দাঁড়িয়ে উঠে ওর দুটো হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিলাম। “তুমি যা ঠিক করেছ, সেটাই কর। মনে রেখ তোমার পরানো আংটি আমার হাতে চিরদিন থাকবে আর তুমি থাকবে আমার হৃদয়ের মাঝখানে।”

“রুডলফ! রুডলফ!” ওর মুখ দিয়ে আর কোন কথা বের হল না।

আমি ওকে ওই ঘরেই ছেড়ে চলে এলাম। সাঁকোর কাছে সাপ্ত্ আর

ফ্রিৎস আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল। আমি জামা-কাপড় পাল্টে মুখ ঢেকে বেরিয়ে এলাম। তারপর তিনজনে ঘোড়ায় চেপে রওনা হলাম। ভোরবেলায় স্টেশনে পৌঁছলাম।

"বন্ধুরা, একসঙ্গে ভালোই সময় কেটেছে কী বল?" আমি ওদের বললাম।

"শয়তানগুলোকে শেষ করা গেছে, রাজাকেও সিংহাসনে বসাতে পেরেছি," সাপ্ত্ বলল।

হঠাৎ ফ্রিৎস হাঁটু গেড়ে আমার হাতের উপর চুমু খেল, যেরকম ও আগেও করত। আমি তাড়াতাড়ি হাতটা সরিয়ে নেওয়ার পর ও বলল, "ঈশ্বর সব সময় যোগ্য লোককে রাজা নির্বাচিত করেন না!"

সাপ্ত্ চুপ করে থেকে ওর কথায় সম্মতি জানাল, তারপর হাত ধরে একটু ঝাঁকিয়ে দিল।

আমি ট্রেনে চড়ে বসলাম। ট্রেনটা ছেড়ে দিল। যতক্ষণ দেখা যায়, দেখলাম সাপ্ত্ আর ফ্রিৎস প্লাটফর্মের উপর দাঁড়িয়ে আছে। চোখের সামনে থেকে ওরা মিলিয়ে যাওয়ার পর কেবলই আমার চিন্তায় গত তিনমাস ধরে রাজা হওয়ার নানা অভিজ্ঞতা ভেসে আসতে লাগল। সেই সঙ্গে শুনতে পেলাম, কেউ যেন মিষ্টি গলায় বলেই চলেছে "রুডলফ, রুডলফ!"

অতীত — বর্তমান — ভবিষ্যৎ

বাড়ি ফেরার পথে আমি কয়েকদিন টাইরলে থেকে গেলাম। ওখানে পৌঁছে আমার প্রথম কাজ ছিল চিঠি লেখা। ভালো আছি, তাড়াতাড়িই ফিরছি এই জানিয়ে বাড়িতে চিঠি দিলাম। আমার চিঠি পেলে নিশ্চয় ওদের দুশ্চিন্তা কমবে। সেই সঙ্গে স্ট্রেলসুতে আমার জন্যে খানা তল্লাশও বন্ধ হবে।

ধীরে ধীরে দাড়ি গোঁফ গজানোর সময় দিলাম। তারপর চাঙ্গা হয়ে প্যারিসে গিয়ে জর্জ ফেদারলির সঙ্গে দেখা করলাম। ওর কাছে শুনলাম মাদাম দ্য মবাঁ নাকি প্যারিসে ফিরে এসেছেন। এখন পুরোপুরি নিঃসঙ্গ জীবন কাটাচ্ছেন। আমি ওঁকেও একটা চিঠি দিলাম, আর কয়েকদিনের মধ্যেই তার একটা সুন্দর উত্তর পেলাম। কিন্তু ওঁর সঙ্গে আর কোনদিনই আমার দেখা হয়নি। চিঠিতে লিখেছিলেন, উনি প্যারিসেই থাকবেন বলে মনস্থ করেছেন আর সেই সঙ্গে জানাতে ভোলেননি, প্রতিজ্ঞা মতো পুরো ব্যাপারটাই গোপন রাখবেন।

খালি হাতে বাড়ি পৌঁছলাম। জানতাম এর জন্যে রোজ আমার উপর ক্ষেপে থাকবে।

আমাকে দেখে ওর প্রথম কথা হল, "তোমাকে খোঁজার জন্যে আমাদের কত সময় নষ্ট হয়েছে বলতে পার?"

আমি বললাম, "বুঝতে পারছি।"

"এত খোঁজাখুঁজির দরকার হয়েছিল কেবল তোমাকে জানানোর জন্যে যে স্যার ইয়াকব বরোডেল রাজদূতের দায়িত্ব পেয়ে গেছেন। ওঁকে স্ট্রেলসুতে যেতে হচ্ছে।"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "স্ট্রেলসু!"

"তুমি তো ওঁর সঙ্গে যাবে বলেছিলে, যাবে না?" রোজ বলল।

"রুরিটানিয়ার রাজদরবারে উপস্থিত হলে লোকে হয়ত বংশের পুরনো কথা নিয়ে বলাবলি করবে, সেই ব্যাপারটা ভেবে দেখেছ? না! রোজ, এই রকম কোন কাজ আমার পক্ষে নেওয়া সম্ভব হবে না।"

আমি যাব না শুনে রোজের খুব মন খারাপ হয়ে গেল, কিন্তু আমিও গোঁ ধরে বসে থাকলাম। আমার ভাই পুরো ব্যাপারটা ভালো করে না বুঝলেও, আমাকে আর জোর করল না।

এই সব ঘটনা শেষ হয়ে যাওয়ার পর আমি গ্রামের বাড়িতে গিয়ে নিশ্চিন্ত জীবন কাটাতে আরম্ভ করলাম। বুঝতে পারতাম আমার জীবনে ওই রকম টান-টান উত্তেজনার মুহূর্ত আর কখনই ফিরে আসবে না।

অতীত নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে মাঝে মধ্যে কিছু কিছু চেহারা মনের মধ্যে ভেসে উঠত। সাপ্ত, ফ্রিৎস, রাজা, রুপার্ট হেনৎসাউ, ছয় শয়তান ..... কিন্তু এদের সবার থেকে বেশি যার ছবি আমি দেখতে পেতাম সে আর কেউ নয়, রাজকুমারী ফ্লাভিয়া।